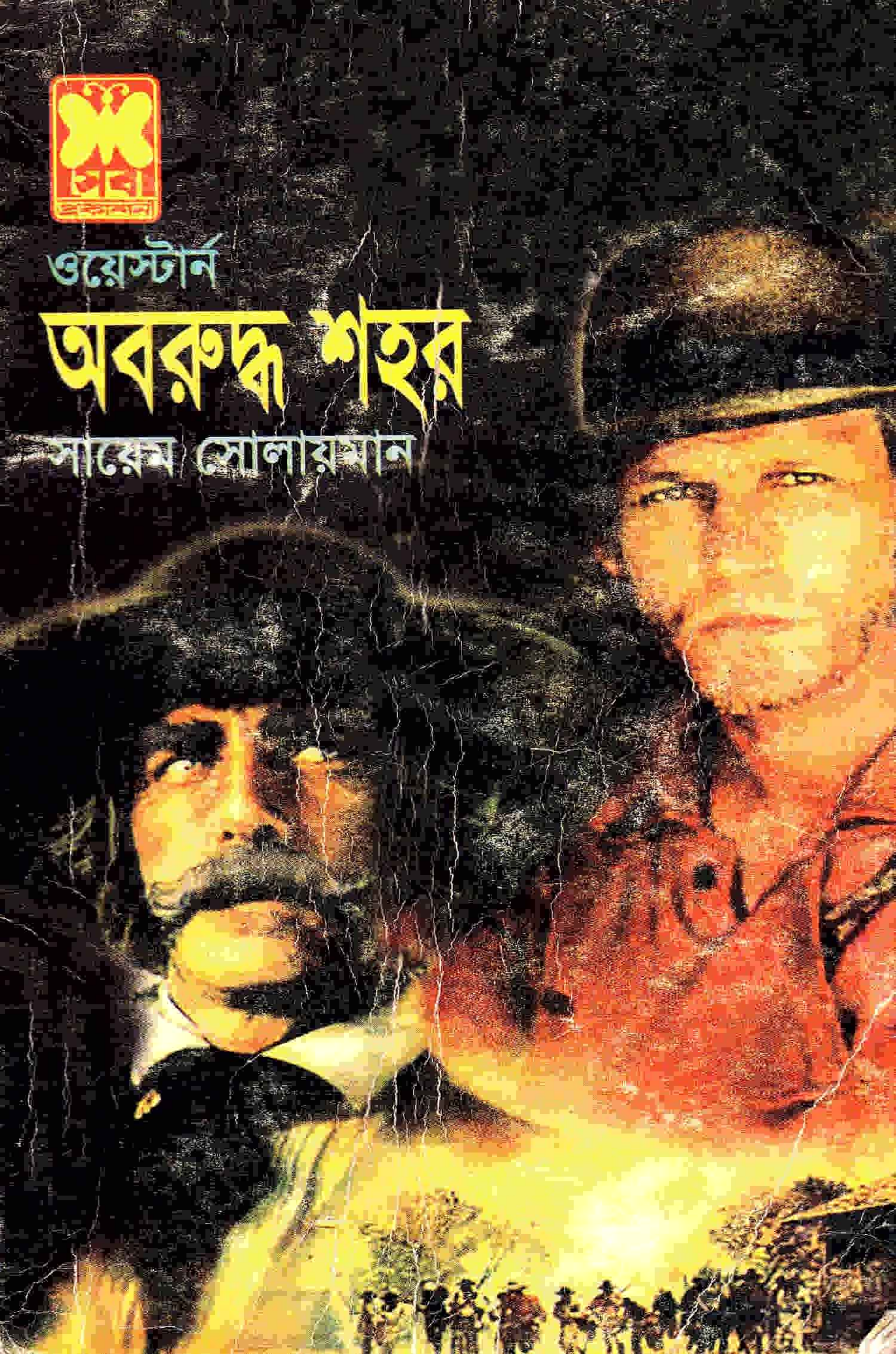

সেবা প্রকাশনী
ওয়েস্টার্ন
অবরুদ্ধ শহর
সায়েম সোলায়মান

এক

মন্ট্যানার ব্যানাকে পৌঁছাতে আর একদিন বাকি জন সিলভার লিভিংস্টোনের। হিসাবটা জানা থাকলেও পথটা অফুরন্ত মনে হচ্ছে ওর। ডান হাত বাঁকিয়ে কোমরে রাখল সে। ব্যথা করছে জায়গাটা।

একটা ঢাল বেয়ে কিছুটা এগোবার পর কী মনে হতে পিছনে ফিরে তাকাল। চলে যায়নি রাইডার দু'জন, আঠার মতো লেগে আছে এখনও। এই নিয়ে তৃতীয়বার ওদেরকে দেখল সে। প্রথমবার ভার্জিনিয়া-ব্যানাক ট্রেইলের সঙ্গমস্থলে। বিভারহেড নদী পার হওয়ার পর দ্বিতীয়বার। আগের দু'বার পাত্তা দেয়নি খুব একটা; এবার নিশ্চিত হলো, ফলো করা হচ্ছে ওকে।

সতর্ক হলো জন। ওর আসবার খবর জিম রবার্টসন ছাড়া অন্য কেউ জানে না। লোকটা মন্ট্যানার ইউ.এস. মার্শাল এবং একই সঙ্গে ব্যানাকের শেরিফ। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার পিছন ফিরে তাকাল সে।

না, ভুল হয়নি। সাদার উপর কালো ছিটওয়ালা ঘোড়াতে বুক চিতিয়ে বসে আছে বেঁটে লোকটা। আর ওর সঙ্গী, যাকে একবার দেখলে সারাজীবন মনে থাকবে যে কারও, নিজের ঘোড়ার মতোই বিরাট; প্রকাণ্ড ডানটার পুরো পিঠ দখল করে বসে আছে কিছুটা কুঁজো হয়ে।

লোক দু'জন সুবিধার নয়—বুঝতে খুব বেশি বুদ্ধির দরকার হয়

না। লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল জন, তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরাল বিপরীত দিকে। মুখোমুখি হলো রাইডার দু'জনের। কাঁধে আড়াআড়িভাবে ঝোলানো হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল, স্যাডলবুটে বাঁধা রাইফেলের বাঁটে হাত রাখল আলতো করে।

ওকে থামতে দেখে থেমে গেল দানব আর ওর সঙ্গীও। অপেক্ষা করল কিছুক্ষণ। জন এগোচ্ছে না দেখে নিজেদের মধ্যে আলাপ সেরে নিল দ্রুত। তারপর ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল আরও পিছনে। ওদেরকে আর দেখতে পেল না জন।

বিপদ আসবেই, ঘোড়ার মুখ আবার ঘুরিয়ে নেওয়ার সময় ভাবল সে। তীব্রগতিতে ছুটাল নিজের পিন্টোকে। অচেনা রাইডার দু'জনের থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়।

খুব দ্রুত একটা জঙ্গল, তারপর ঘাসে ছাওয়া একটা উঁচু-নিচু মাঠ পার হলো সে। হাজির হলো একটা পর্বতের ঢালে। চারপাশে থকথকে কাদা থাকায় গতি কমাতে বাধ্য হলো। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে ঢুকল একটা ক্যানিয়নে।

পিন্টোর পা বার বার পিছলে যাচ্ছে কাদায়। সামনের বাঁকের উদ্দেশে কচ্ছপের গতিতে আগে বাড়ল ঘোড়াটা। কাদা পার হয়ে শুকনো মাটিতে ওঠামাত্রই আবার গতি বাড়াল জন। ঠিক তখনই একজোড়া ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝল, এসে গেছে ওরা।

এত তাড়াতাড়ি ওদের মুখোমুখি হতে চায়নি সে। আশাও করেনি ওদেরকে। অন্তত এই ক্যানিয়নে তো নয়ই। ট্রেইলটা যথেষ্ট সরু এখানে। তার উপর হাতের ডানপাশে খাদ, বামে কমপক্ষে দশ ফিট উঁচু আর সেরকমই চওড়া পাথর—একটা-দুটো নয়, একসারিতে অনেকগুলো। জরুরি প্রয়োজনে ঘোড়া ছোটানো যাবে না ওই পথে।

নিজের সিক্স শূটারের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল জন। লম্বা কোনও রাইডে গেলে হোলস্টারটা কোমর থেকে খুলে

কাঁধে ঝোলায় সে। পথ চলার ক্লান্তিতে প্রায়ই অবশ হয়ে যায় হাতের আঙুলগুলো, এমনকী কখনও কখনও কোমর থেকে আরম্ভ করে শরীরের নিম্নাঙ্গে কোনও সাড়া পাওয়া যায় না। তখন পিস্তলটা হাতে নিলে কামানের মতো ভারী মনে হয়। ন্যাড়া বেলতলায় দু'বার যায় না—অনেক আগে একবার ঠকে আর ভুল করেনি জন। যতবারই লম্বা রাইডে বেরিয়েছে, কোমরের বদলে কাঁধে ঝুলিয়েছে হোলস্টারটা।

যেমনটা আশা করেছিল সে, সামনের বাঁক ফুঁড়ে হঠাৎ উদয় হলো লোক দু'জন। বাঁকটা থেকে তখন আর বিশ ফিটের মতো দূরে ছিল সে, দুলকি চালে এগিয়ে চলা পিন্টোর রাশ টানতে বাধ্য হলো। ওর দিকেই ছুটে আসছে রাইডার দু'জন।

দশ ফিট বাকি থাকতে হঠাৎ রাশ টানল দানব, কিন্তু বেঁটে লোকটা থামল না। পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল তুমুল গতিতে। পথ রোধ করে পাহাড়ের মতো জনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেল দানব। আর বেঁটেটা থামল পাঁচ ফিট পিছনে, লাইন অফ ফায়ার থেকে সরে গিয়ে। মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল জন, তারপর আচমকা চাপড় দিল পিন্টোর ঘাড়ে। চমকে উঠে প্রচণ্ড গতিতে ছুট লাগাল জন্তুটা।

ব্যাপারটা আশা করেনি দানব। হোলস্টার থেকে ধীরগতিতে পিস্তল বের করছিল সে; জনের ঘোড়াকে ছুটে আসতে দেখে চমকে গেল ওর ঘোড়া, ওটাকে সামাল দিতে গিয়ে হাতটা আটকে গেল সেখানেই। আর বেঁটেটা এখনও বুঝেই উঠতে পারেনি কী ঘটেছে। দানবকে পাশ কাটানোমাত্রই বাম হাতে পিন্টোর লাগাম টানল জন। পিছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াটা। ডান হাতে সিক্স শূটার বের করে আবার লাগামে টান দিল সে। দানবের মুখোমুখি হয়ে লোকটার দিকে তাক করল সিক্স শ্যটার।

পিস্তল বের করতে পারেনি বেঁটে লোকটা, আর পিস্তলের বাঁটে এখনও হাত দিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়ে আছে দানব।

ওদিকে জনের হাতে শোভা পাচ্ছে সিক্স শ্যূটার। মাঝখানে পড়ে যাওয়া দানবের বিশাল বুকের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেটা। বেঁটে লোকটাও জনের দৃষ্টি এড়িয়ে পিস্তল বের করতে পারবে না। পরিস্থিতি পাল্টে গেছে পুরোপুরি।

দাঁত বের করে মেকি হাসি হাসল জন। 'এবার বলো কী চাই তোমাদের।'

'আমি মার্ভ হিউজ,' মেঘের গর্জন তুলে বলল দানব।

স্মৃতি হাতড়াল জন, কিন্তু খুঁজে পেল না নামটা। তার মানে, পরিচিত নয়। কণ্ঠে ঠাট্টার সুর ধরে রেখে বলল সে, 'নামকরণটা সার্থক। শোনো মিস্টার হিউজ, বুকে সীসার ধাক্কা খেতে না চাইলে পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরাও। আর, ঘুরবে না আমার দিকে। তোমার সঙ্গীকে স্পষ্ট দেখতে চাই আমি। আশা করি, আমি ট্রিগার টেপার আগেই কোনও ভেল্কিবাজি দেখাতে পারবে না সে।'

উসখুস করছিল বেঁটে লোকটা, জনের কথা শুনে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মতো নিশ্চল হয়ে গেল। পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে নিল হিউজ। তারপর আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বলল, 'বাউন্টি হান্টারদেরকে পছন্দ করি না আমি। কাজেই যেখান থেকে এসেছ, ফুলবাবুর মতো সেখানেই ফিরে যাও। কাউকে ধরার দরকার হলে ব্যানাকের মার্শালই পারবে। না পারলে অন্য লোক যোগাড় করে নেবে।'

ওরা আমার পরিচয় জানে, ভাবল জন। *কোথায় যাচ্ছি সেটাও জানে।* চোয়াল শক্ত করল সে। বলল, 'তোমার আদেশ পালন করতে পারলাম না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত। শোনো হিউজ, তোমার মতো লোকের সঙ্গে আগেও অনেকবার মোলাকাত হয়েছে আমার। ওদের কেউ শুয়ে আছে মাটির নীচে, কেউ গরাদের পেছনে। তুমি বললে, বাউন্টি হান্টারদেরকে পছন্দ করো না।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'পছন্দ-অপছন্দ লোকের ব্যক্তিগত ব্যাপার,

তাতে আমার কিছু করার নেই। দ্বিতীয় এবং আসল কথা হচ্ছে, দু'বছর আগে বাউন্টি হান্টিং ছেড়ে দিয়েছি। এখন একেবারে ভালোমানুষ আমি। তোমার পাকা ধানে মই দেয়া তো দূরের কথা, আজকের আগে কখনও দেখিইনি তোমাকে। কাজেই ডিনার হিসেবে যদি গুলি খেতে না চাও, তুমিই ফুলবাবুর মতো ফিরে যাও যেখান থেকে এসেছ সেখানে।'

জনের চোখে চোখ রেখে কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল হিউজ। তারপর বলল, 'তোমাকে সতর্ক করার জন্যে অনেকদূর এসেছি আমি। আবারও বলছি, ফিরে যাও। পরের বার দেখা হলে আমি নই, আমার পিস্তল আগে কথা বলবে। নিশ্চয়ই জানো, পিস্তল যখন কথা বলে, বেশিরভাগ লোকই হজম করতে পারে না।...চলো, ব্রাউন,' ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

জনের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে হিউজের পিছু নিল ব্রাউন। ওরা দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জন। তারপর সিক্স শ্যূটারটা ঢুকিয়ে রাখল হোলস্টারে। পিন্টোর মুখ ঘুরিয়ে নিল সে-ও। ছুটল ব্যানাকের উদ্দেশে।

ব্যানাকে পৌঁছে প্রথমেই মার্শালের অফিসে ঢুকল সে। ডেপুটি ওকে জানাল, বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে বাইরে গেছে মার্শাল জিম রবার্টসন। কখন ফিরবে ঠিক নেই। কিছুটা হতাশ হয়ে হোটেলের পথ ধরলো সে।

হোটেলে ঢুকবার সময় থমকে দাঁড়াতে হলো। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কের পাশে একটা সোফার উপর বসে আছে জিম। মনোযোগ দিয়ে পত্রিকা পড়ছে। ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াল জন। 'চিনতে পারছ?'

পত্রিকা একপাশে সরিয়ে উঁকি দিল জিম। জনকে একবার দেখেই চিনতে পারল। 'আরে বাউন্টি জন! এলে তা হলে!'

'কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে জনের পিছু নিল জিম।

একরাতের জন্য একটা রুম ভাড়া নিল জন। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকেই ওয়াশ-স্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়াল। আয়নায় নিজের সুদর্শন চেহারাটা দেখল ভালোমতো। তারপর বেশি করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখ, ঘাড়। মালপত্রের ভিতর থেকে একটা টাওয়েল বের করে পানি মুছল। ঝাড়া দিয়ে শার্ট থেকে ধুলো পরিষ্কার করবার চেষ্টা করল, মনের মতো হলো না দেখে খুলে ফেলল শার্টটা। এরপর মুখোমুখি হলো মার্শালের।

'মার্ভ হিউজ। কে লোকটা? কী করে? তোমার সঙ্গে দেখা করার কথা আমার—জানল কীভাবে?'

'কী বলছ এসব? আমি...' জন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দেখে থেমে গেল জিম। 'আসার সময় হিউজের সঙ্গে দেখা হয়েছে তোমার?'

তৎক্ষণাৎ জবাব দিল না জন। মালপত্রের ভিতর থেকে একটা ফ্লানেলের শার্ট বের করল, দুয়েকবার ঝাড়া দিয়ে পরল। বোতাম আটকাবার সময় হিউজের সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘটনাটা সংক্ষেপে খুলে বলল। সবশেষে জিজ্ঞেস করল, 'আমি জানতে চাই, কে এই মার্ভ হিউজ।'

'এক কথায় বললে, আউট ল',' জবাব দিল জিম। 'পশ্চিম মন্ট্যানা ওর রাজত্ব। লোকটা অদ্ভুত। কারণ, যে-কোনও কাউ-টাউন বা মাইনিং শহর দখল করার ক্ষমতা আছে ওর; কিন্তু সব সময় অন্যের হয়ে ভাড়া খাটে। বুদ্ধির অভাব আছে বলাটা ঠিক হবে না; বরং আমি বলবো...নিজের ওপর আস্থা নেই। মালবাহী ট্রেন, স্টেজ বা ব্যাঙ্ক লুটের অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে।'

মনোযোগ দিয়ে শুনছিল জন। জিমের কথা শেষ হলে মন্তব্য করল, 'শুধু আউট ল' বলে ভুল করেছ। আউট ল'দের সর্দার বলা উচিত ছিল। লোকটাকে ধরে জেলে ভরছো না কেন?'

'হাতে প্রমাণ থাকলে করতাম কাজটা,' জিমের কণ্ঠে

তিক্ততা। 'হিউজের এ-ই এক দারুণ সুবিধা—পশ্চিম মন্ট্যানার আইন ওকে সন্দেহ করে, কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারে না। একাধিক খুনের অভিযোগ আছে ওর বিরুদ্ধে—বললে বিশ্বাস করবে? কিন্তু সেখানেও একই কথা—প্রমাণ নেই। একারণেই বার বার পার পেয়ে যাচ্ছে লোকটা।'

কোঁকড়া, বাদামি চুলে চিরুনি চালাল জন। পরিপাটি করবার চেষ্টা করল। হলো না ঠিকমতো। বিরক্ত হয়ে কিছুক্ষণ চিরুনিটার দিকে তাকিয়ে রইল সে, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল মালপত্রের স্তূপের উপর। বলল, 'তোমার চিঠি পেয়ে ভেবেছিলাম, পুরনো দিনের গল্প করার জন্যে আমাকে ডেকেছ। এখন মনে হচ্ছে কোনও মতলব আছে তোমার।'

জনের চোখে চোখ রাখল জিম। 'তোমাকে কয়েকটা কথা বলতে চাই। তা-ই চিঠি লিখে এখানে আসতে বলেছি। নো স্ট্রাইকে যাবার আগে কথাগুলো তোমার জানা দরকার,' কয়েক মুহূর্তের বিরতি দিল সে। 'প্রথমে তুমি চিঠি পাঠালে আমাকে। জানালে, আইডাহোর নো স্ট্রাইকে একটা র‍্যানশ কিনেছ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল। 'হঠাৎ গরু ব্যবসায় নামার শখ জাগল কেন, জানতে পারি? তোমার মতো শক্ত লোককে মানায় না কাজটা। নিজের ব্যাপারে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ভেবে দেখো—প্রথমে সেনাবাহিনীর স্কাউট, পরে বাউন্টি হান্টার, সবশেষে কাউবয়। মানাচ্ছে না। এ পর্যন্ত যত বাউন্টি হান্টার দেখেছি আমি, তাদের মধ্যে তুমিই সেরা। তা ছাড়া বাউন্টি হান্টিং করে যা কামিয়েছ, নেহাত মন্দ নয়। সব ছেড়ে দিলে কেন?'

অতীত নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করে না জন। তা ছাড়া, মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা। তারপরও নিজের ভূমিকাটা পরিষ্কার করবার জন্য উত্তর দিল, 'বাউন্টি হান্টিং আর ভালো লাগছিল না। একটা কথা ঠিকই বলেছ—কাজটা করে কামিয়েছি অনেক। সেই টাকায় বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে

দিতে পারবো। পরিবর্তনটা ঘটে গেল হঠাৎ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার শেষ শিকারের নাম টমি জোনস। নামটা শুনেছ হয়তো। টেক্সাস থেকে অনেক দূরে পালিয়ে গিয়েছিল শয়তানটা। ওকে ট্র্যাক করে হাজির হলাম ওর আস্তানায়। গোলাগুলিতে মারা পড়ল টমি। লাশটা ঘোড়ায় চড়িয়ে ফিরতি পথ ধরলাম। টেক্সাসে ফেরার আগেই দুর্গন্ধ বেরুতে লাগল টমির লাশ থেকে। তখন এক অদ্ভুত অনুভূতি পেয়ে বসল আমাকে। ভাবলাম, টমির বদলে আমিও মরতে পারতাম। মরলে কেউ খবরও পেত না, আহাজারি করা তো পরের কথা। কে আছে আমার? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কার জন্যে টাকা কামাচ্ছি? আমি মরলে ব্যাঙ্কে রাখা টাকাগুলো আমার মতোই মরবে। কারও কোনও কাজে লাগবে না,' থামল সে। মেঝের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর মুখ তুলে জানতে চাইল, 'আমার পুরো নাম কী?'

প্রশ্নটার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল জিম। 'আমাকে বলছ?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জন।

'বাউন্টি জন।'

'ওটা তো ছদ্মনাম। আমি আসল নাম জানতে চাইছি।'

খাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল জিম। স্বীকার করল, 'জানি না।'

'ভালো,' জনের কণ্ঠে বেদনা। 'পেশার কারণে নিজের নামটাই হারিয়ে ফেলেছি আমি। অথচ টাকা ছাড়া আর কী পেলাম বাউন্টি হান্টিং করে? আমাকে দেখলে হয়তো পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে অনেকে, সেটা সম্মানে না ভয়ে-জানতে পারব না কোনদিন। আবার কেউ হয়তো ঘৃণায় মুখ কোঁচকাবে, গায়ে থুতুও দিতে পারে। শুধু তা-ই নয়, যে-কোনও সময় আমার দিকে ছুটে আসতে পারে প্রতিশোধের বুলেট। মানুষ মেরে কামানো টাকা আর যা-ই হোক, শান্তি দেয়নি আমাকে; বোধহয় দেবেও না

কোনদিন। এ কারণেই এক হাতে পিস্তল আর অন্য হাতে জীবন নিয়ে অর্থোপার্জনের ধান্দাটা বাদ দিলাম। দু'বছর হতে চলল ওসব আর করি না,' লম্বা বক্তৃতা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে।

'এই দু'বছর তা হলে কী করলে?'

'প্রথমে ভবঘুরে হয়ে কাটিয়ে দিলাম কিছুদিন। কিন্তু ভবঘুরেমি আমার রক্তে নেই, তাই দু'মাসের বেশি সইল না,' পকেট থেকে পাইপ, তামাক আর ম্যাচবাক্স বের করল জন। ঠেসে তামাক ভরল পাইপে, তারপর আগুন লাগিয়ে টান দিল দু'বার। নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে চলল, 'হাজির হলাম উত্তর মন্ট্যানায়। একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ পেয়ে গেলাম। মুখে কুলুপ এঁটে, মনের বিরুদ্ধে করে গেলাম একঘেয়ে কাজটা। এক সময় আর ভালো লাগল না, ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম সংসারী হবো। তাই গত শরতের শেষ দিকে ফিরে গেলাম আদি বাসভূমি ম্যাগডালেনায়,' আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'বাবা-মা-ভাই-বোন মরেছে আমার শৈশবেই; বেঁচে আছে বেথ—আমার প্রেম, যাকে কোনদিন ভালোবাসার কথাটা জানাতে পারিনি। ওর টানেই ফিরে গিয়েছিলাম ম্যাগডালেনায়,' তৃতীয়বারের মতো দীর্ঘশ্বাস ফেলে থামল জন।

'তো? কী হয়েছে মেয়েটার?' জিমের দু'চোখে আগ্রহ।

'গিয়ে দেখি চার ছেলে আর দু'মেয়ের মা সে। স্বামীটাও ভালো, ব্যাঙ্কার। খুব সুখে আছে ওরা,' চুপ করে গেল জন। পাইপ টানতে লাগল একটানা।

কিছুক্ষণ পর আবার জানতে চাইল জিম, 'কিন্তু রানশ্ কেনার বুদ্ধিটা মাথায় এল কী করে?'

'মাইনিং-এর কাজ করার সময় পরিচয় হলো একজনের সঙ্গে। সে-ও আমার মতো দুঃখী। নাম বেন হাটন। বয়স

একেবারেই কম–কুড়ির কাছাকাছি। কিন্তু দক্ষ কাউবয়। আগে নো স্ট্রাইকেই থাকত, কাজ করত নিজেদের রানশে। বছর চারেক আগে ওর বাবা মারা যাওয়ার পর রানশ্টার ভাগ-বাটোয়ারা করল ওর বড় চার ভাই। সংখ্যায় বেশি হওয়ায় ওরা রানশ্টা দখল করে নিল, কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করে দিল ওকে। প্রতিবাদ করতে পারল না বেন। মনের দুঃখে ম্যাগডালেনা ছেড়ে উত্তর মন্ট্যানায় চলে এল। আমি যে মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করতাম, কাজ নিল সেখানেই। বুঝতেই পারছ, আমার দু'বছর আগে কাজ শুরু করেছিল সে। যা-ই হোক, ওর সঙ্গে আমার বন্ধুর মতো সম্পর্ক গড়ে উঠল। একদিন বলল সে, ওর হাতে বেশ কিছু টাকা জমেছে। আমি রাজি থাকলে নো স্ট্রাইকে আমার সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা রানশ্ কিনবে। রাজি আছি বলতেই গত শরতের প্রথমদিকে চাকরি ছেড়ে চলে গেল নো স্ট্রাইকে। কিছুদিন পর আমিও চলে গেলাম ম্যাগডালেনায়, আগেই বলেছি। ওর চিঠি পেলাম একদিন। পড়ে জানলাম, একটা রানশের খোঁজ পেয়ে গেছে। চিঠির সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পাঠিয়েছিল, সেগুলো উকিলকে দেখালাম। উকিল বলল, সব ঠিক আছে। আর দেরি না করে আমার ভাগের টাকাটা পাঠিয়ে দিলাম নো স্ট্রাইকে। বেন হাটনকে চিনতে যদি ভুল না করে থাকি, তা হলে নিঃসন্দেহে বলতে পারি, আমাকে ঠকাবে না সে। তা ছাড়া,' পাইপে আবার টান দিল জন, ধোঁয়া ছাড়ল। 'ম্যাগডালেনার একটা রানশে বড় হয়েছি আমি। এখনও মাঝেমধ্যে নাকে ভেসে আসে ঘাসের সুগন্ধ, চোখ বন্ধ করলে দেখি রানশ্টার পাশের নদীর টলটলে পানিতে দেখা নিজের কিশোর-বয়সী মুখ। আমি কোলাহল থেকে, হানাহানি-মারামারি থেকে অবসর চাই। ঘোড়া নিয়ে আউট ল'দের পেছনে নয়, মোটাতাজা কতগুলো গরুর পেছনে ছুটতে চাই।'

'না দেখেই কিনে ফেললে রানশ্টা? ব্যাপারটা তোমাকে

মানায় না।'

'আমি বিশ্বাস করি বেন হাটনকে।'

দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত জনের দিকে তাকিয়ে রইল জিম। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানে ছেলেটা?'

'মনে হয় না। আমাদের মধ্যে এতবার কথা হয়েছে, কিন্তু প্রসঙ্গটা ওঠেনি একবারও। আমিও নিজে থেকে কিছু বলতে যাইনি।'

খোলা দরজা দিয়ে উদাসদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইল জিম। তারপর বলল, 'গুজব শুনছি, হিউজের পরবর্তী টার্গেট নো স্ট্রাইক। আবহাওয়া খুব খারাপ গেছে গত শীতে, তা ছাড়া আমারও প্রচুর কাজ পড়ে গিয়েছিল; বলতে গেলে ব্যানাকের বাইরে যাবার সুযোগই পাইনি। গুজবটা সত্যি কি না, তাই যাচাই করে দেখতে পারিনি।'

'অর্থাৎ, তুমি বলতে চাইছ, আমাকে নো স্ট্রাইক থেকে দূরে থাকার হুমকি দিয়েছে হিউজ?'

উপরে-নীচে মাথা দোলাল জিম। 'সেরকম হলে ঘটনাটার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবে সমস্যাটা অন্য জায়গায়।'

'অন্য জায়গায়?' একটা ভ্রূ উঁচু করল জন।

'আগেই বলেছি, নিজের জন্যে কিছু করে না হিউজ। ভাড়া খাটে সব সময়। এবারও ব্যতিক্রম নয়। শুনেছি, এবার ওকে ভাড়া খাটাচ্ছে তোমার ভাবী পার্টনার বেন হাটন।'

একটা ধাক্কা খেল জন। জিমের শেষ দুটো শব্দের প্রতিধ্বনি করল, 'বেন হাটন?' বিশ্বাস-অবিশ্বাসের একটা সঙ্কর হাসি হেসে বলল, 'সে তো একটা বাচ্চা ছেলে! কাউ পাঞ্চিং বা সোনা ছাঁকার কাজ ছাড়া আর কিছু জানে না,' ভ্রূ কুঁচকাল। 'এই কথাটা বলার জন্যেই কি ডেকেছ আমাকে?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত জনের দিকে তাকিয়ে রইল জিম। 'তোমার ধার কমে গেছে, জন।'

মন্তব্যটা ভালো লাগল না জনের। চোয়াল শক্ত করল সে। 'তোমাকে পাঠানো চিঠিতে আমার পার্টনার কে, সেটা লিখিনি আমি। অথচ আমাকে চিঠি লিখে ব্যানাকে আসতে বললে তুমি। এখন বলছ বেন হাটনের ব্যাপারে কথা বলার জন্যে ডেকেছ। তার মানে কী? আমি চিঠি পাঠানোর আগেই জানতে বেন আমার পার্টনার হতে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল জিম। 'তোমার চিঠি পাবার আগেই জানতাম।'

'কে বলেছে?'

'নো স্ট্রাইকের ব্যাঙ্কার কিথ বার্ন। গত শীতের মাঝামাঝি সময়ে এখানে এসেছিল সে। দেখা করল আমার সঙ্গে। তোমার ব্যাপারে জানতে চাইল।'

'কী জানতে চাইল? আমি ভালো মানুষ না আউট ল'? তুমি নিশ্চয়ই আমার ব্যাপারে গড় গড় করে সব বলে দিয়েছ ওকে। আমি বাউন্টি হান্টার—কথাটা তা হলে এভাবেই ছড়িয়েছে...'

'বাজে বোকো না,' মৃদু ধমক দিল জিম। 'তুমি কেমন লোক জানতে চাইল কিথ। বললাম, ভালো। শুধু ওই শব্দটাই, তারপর আর একটা কথাও বলিনি তোমার ব্যাপারে। বরং ওকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে নিয়ে ওর মাথাব্যথার কারণ কী। সে বলল, নো স্ট্রাইকে বেন হাটনের সঙ্গে পার্টনারশিপে একটা র‍্যানশ্ কিনছ তুমি, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছে, তাই জেনে রাখল তুমি কেমন লোক। উত্তরটার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু খুঁজে পেলাম না। পরে জানলাম, হিউজকে ভাড়া খাটাচ্ছে বেন। তখনই চিঠি লিখলাম তোমাকে। আসতে বললাম এখানে। এবার পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়েছে?'

হ্যাঁ-না কিছু বলল না জন। পাল্টা প্রশ্ন করল, 'হিউজকে খাটাচ্ছে বেন—কথাটা কি নিছকই গুজব? নাকি কিথ বলেছে?'

'না, কিথ বলেনি। বরং বেনের প্রশংসা করেছে সে। তা ছাড়া

তখন হিউজকে দেখা যায়নি এখানে।' একটু থেমে দম নিল জিম, কিছু একটা বলবার প্রস্তুতি নিল। 'শোনো, তুমি তো নো স্ট্রাইকে যাচ্ছ। চাইলে হিউজকে...'

'কোনও দরকার নেই,' বাক্যটা শেষ হওয়ার আগেই বাকিটুকু বুঝে নিয়ে হাত তুলে বাধা দিল জন। 'বাউন্টি হান্টিং ছেড়ে দিয়েছি আমি। আইনের জন্যে এখন আর কাজ করি না, করার ইচ্ছেও নেই। তবে হ্যাঁ, হিউজ যদি বাধা দিতে চায়, তা হলে নিজের প্রয়োজনেই ওর মোকাবেলা করবো। সে বলেছে, পরেরবার দেখা হলে আগে কথা বলবে ওর পিস্তল। চ্যালেঞ্জটা নিলাম আমি। হয়তো সত্যিই ধার কমে গেছে আমার, কিন্তু অকেজো হয়ে যাইনি একেবারে।'

দুই

জনকে কেউ বলে নাছোড়বান্দা, কেউ বলে একগুঁয়ে। আবার কারও মতে সে মাথামোটা। নিজের ব্যাপারে প্রত্যেকটা বিশেষণই জানা আছে ওর, তবে ওসব নিয়ে মাথা ঘামায়নি কখনও। কিন্তু দু'দিন পর, দুপুরে, নো স্ট্রাইকের পথে রওয়ানা হওয়ার সময় কোন বিশেষণটা ওকে মানায় বেশি—সেটা নিয়ে না ভেবে পারল না সে।

তবে, মনে মনে নিজেকে বলল সে, *হিউজ যত শক্ত লোকই হোক না কেন, ওর পিছনে যত ধুরন্ধর মস্তিষ্কই থাকুক না কেন, নো স্ট্রাইকে থাকবোই আমি। জীবন মানে খড়কুটোর মতো ভেসে*

চলা নয়—জীবনের একটা উদ্দেশ্য আছে। সারাজীবন ভবঘুরে হয়ে কাটিয়ে দেওয়াটাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। শেষ বয়সে মানুষের একটা নিরাপদ আশ্রয় দরকার। সেই নিরাপদ আশ্রয়টা একদিনে হুট করে গড়ে তোলা যায় না, বছরের পর বছর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে গড়ে তুলতে হয়। কেউ ভয় দেখাল, আর তাতেই ভীত হয়ে সবকিছু ছেড়েছুঁড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

'আগেও লড়েছি, প্রয়োজনে আবারও লড়বো। আগে লড়তাম টাকার জন্যে, এবার লড়বো নিজের রানশের জন্যে,' বিড় বিড় করল সে।

সিদ্ধান্তটা নেওয়ার পর নিজেকে অনেকখানি হালকা মনে হলো ওর। হিউজের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে যেরকম ফুরফুরে মেজাজে ঘোড়া দাবড়াচ্ছিল, ঠিক সেরকম ভাবেই চলতে আরম্ভ করল আবার।

চওড়া ওয়্যাগন রোডটা ধরে স্টেশন শহর রেইনি পাসের দিকে অগ্রসর হলো জন। বসন্ত এলেও ঠাণ্ডা কেটে যায়নি পুরোপুরি, তার উপর দু'দিন আগে প্রবল তুষারঝড় হয়েছে। ঝড়ে আটকা পড়ে একদিনের বদলে দু'দিন ব্যানাকে থাকতে হয়েছে ওকে। *এ অঞ্চলের আবহাওয়ার কোনও ঠিক নেই,* কিছুটা বিরক্ত হয়ে ভাবল সে।

উত্তর দিক থেকে এক ঝলক শীতল বাতাস বইল হঠাৎ, কাঁপিয়ে দিল ওকে। স্যাডল ব্যাগ থেকে একটা জ্যাকেট বের করে গায়ে দিতে বাধ্য হলো সে।

ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠতে আরম্ভ করল পথটা, আধ ঘণ্টা পর একটা মাঝারি উচ্চতার পাহাড়ের চূড়ায় হাজির হলো জন। পাদদেশে একটা স্টেশন শহর আছে, নাম রেইনি পাস। নীচের দিকে তাকিয়ে শহরটা খুঁজবার চেষ্টা করল সে। আবছা মতো চোখে পড়াতে পিন্টোকে সচল করল আবার—মধ্যম গতিতে আগে বাড়ল ঘোড়াটা।

সন্ধ্যার ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে রেইনি পাসে ঢুকল জন। এদিক-ওদিক তাকাল। স্টেজ চলছে না বলে স্টেশন শহরটা একেবারে মরা। চোখে পড়বার মতো কাঠামো বলতে একটা দোতলা সেলুন-কাম-হোটেল আর একটা পোস্ট অফিস। খাঁখাঁ করছে চারদিক, রাস্তায় জমাট বাঁধছে আঁধার। সেলুনটার দিকে এগোলো জন।

ভিতরে মাত্র একজন। *সম্ভবত সেলুন-মালিক,* ভাবল জন। বারের আয়নায় তাকিয়ে গোঁফে তা দিচ্ছিল লোকটা, আগন্তুকের উপস্থিতি টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে ঘুরল। অবাক চোখে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

জিজ্ঞেস করল জন, 'আমার ঘোড়াটা কোথায় রাখবো?'

সহসা জবাব দিল না লোকটা। দু'চোখ সরু করে মাপল জনকে। তারপর বলল, 'স্টেজের রিপ্লেসমেন্ট টিমের জন্যে বার্নটা একেবারে ভর্তি হয়ে আছে। ঘোড়াটা ওখানে রাখতে চাইলে জায়গা করে নিতে হবে তোমাকে,' জনকে আরেকবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খাবার দরকার তোমার? মেক্সিকান চিলি বিন আর বিফ আছে।'

মাথা ঝাঁকাল জন। 'দুটোই চলবে। আর খুব কড়া কফি। ঘোড়াটা রেখে আসছি আমি, তুমি খাবার আনো,' ঘুরে বের হয়ে গেল সে। পিন্টোকে নিয়ে রাখল বার্নে, এককোণায়। স্যাডল খুলে নামিয়ে রাখল একটা খড়ের গাদার উপর। কিছুটা খড় তুলে নিয়ে ভালোমতো দলাই-মলাই করল ঘোড়াটাকে। সামনে রাখা যবের বস্তা থেকে কিছুটা যব খেতে দিল। তারপর কাঁধে স্যাডল ঝুলিয়ে ফিরে এল সেলুনে।

বারের সবচেয়ে কাছের টেবিলটার উপর খাবার রাখা আছে। ধোঁয়া উঠছে অল্প অল্প। পাশে এক পট কফি আর ঝকঝকে পরিষ্কার একটা কাপ। পেটের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠল ওর, শুকিয়ে যাওয়া গলাটা শুকিয়ে গেল আরও। একমুহূর্তও দেরি না

করে স্যাডলটা নামিয়ে রাখল পাশের চেয়ারে, তারপর বসে পড়ল কাঁটা-চামচ নিয়ে।

'আমার নাম জেফ রাইডার,' বারের পিছন থেকে ঘোষণা করল সেলুন-মালিক। 'রেইনি পাসে এটাই আমার প্রথম শীত। সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এবারই শেষ। আর থাকবো না।'

কফির কাপে চুমুক দিল জন। 'এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়া ঠিক নয়। আরও বছরখানেক কাটাও, অভ্যস্ত হয়ে যাবে,' মাংসের কাটা টুকরো মুখে পুরল, দু'বার চিবিয়েই গিলে ফেলল। 'আমি জন সিলভার লিভিংস্টোন। তোমার সেলুন দেখছি একেবারেই খালি।'

'এ জন্যেই তোমাকে দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এই তুষারপাতের মধ্যে কোত্থেকে এলে তুমি?'

'ব্যানাক। তুষারঝড়ের কারণে দু'দিন অপেক্ষা করার পর রওনা হতে হয়েছে। হয়তো আরও আগেই পৌঁছুতাম, মার্ভ হিউজ নামের এক আউট ল' পথে আটকালো,' ইচ্ছে করেই বকবক করছে জন। কথা বলবার মুডে আছে জেফ, হয়তো কোনও জরুরি খবর দিতে পারবে। 'ওর কারণে থামতে হলো ব্যানাকে।'

'বুঝলাম না,' জেফের দৃষ্টিতে প্রশ্ন। 'হিউজের সঙ্গে তা হলে তোমার দেখা হলো কোথায়?'

'ব্যানাকের কিছুটা আগে। আমার আগে রওনা হয়েছে সে, বিটাররুটসের উদ্দেশে,' বানিয়ে বলল জন। 'তার মানে এখান দিয়েই গেছে। তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে নাকি?'

এতক্ষণ জনের দিকে তাকিয়ে ছিল জেফ, প্রশ্নটা কানে যাওয়ামাত্রই দৃষ্টি সরাল অন্যদিকে। নিচু হয়ে তুলে নিল একটা হুইস্কির বোতল। কাঁপা কাঁপা হাতে ঢালল একটা গ্লাসে। একঢোকে শেষ করল সবটুকু। তারপর একটা ন্যাকড়া নিয়ে মুছতে আরম্ভ করল ঝকঝকে পরিষ্কার বারটা। চোখ না তুলে বলল, 'না, দেখিনি লোকটাকে। আগেই বলেছি, এক বছরও

হয়নি এখানে আছি আমি। কাজেই বিটাররুটস জায়গাটা কোথায়, জানি না।'

ঠোঁট বাঁকা করে সামান্য হাসল জন। খাওয়া চালিয়ে গেল। শেষ করবার পর আরও এক কাপ কফি ঢেলে নিল। ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে। আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'নো স্ট্রাইকে যাচ্ছি আমি। ওখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দাও। পথে আবার তুষারঝড়ের কবলে পড়তে চাই না।'

'নো স্ট্রাইকের আবহাওয়া? জানি না। আগেই বলেছি, আমি নতুন। ভালোমতো চিনি না সব জায়গা,' প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'তুমি কি রাতে থাকবে এখানে? ওপরে রুম আছে। সবগুলো খালি। ভাড়া প্রতি রাতে এক ডলার।'

'থাকবো,' উঠে দাঁড়াল জন। খাবার, কফি, রুমের একরাতের ভাড়া আর পিন্টোকে বার্নে রাখবার বিল পরিশোধ করল। তারপর কাঁধে তুলে নিল স্যাডল। বেরিয়ে এল বাইরে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল উপরে।

করিডরটা একেবারেই অন্ধকার। একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল জন। সেটার আলোতে এগিয়ে গেল নিজের রুমের দিকে। ভিতরে ঢুকবার আগেই নিঃশেষ হয়ে গেল সেটা। কাঠিটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দরজা খুলল সে। আবারও একটা কাঠি জ্বালল। অনুজ্জ্বল আলোতে চারদিকে তাকিয়ে একটা কেরোসিন বাতি খুঁজে পেল। জ্বালল সেটা। একবার ভালোমতো দেখল ঘরটা। তারপর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল বাতিটা। পা থেকে বুটজোড়া খুলে এগিয়ে গেল জানালার কাছে। পাল্লাদুটো একটুখানি খুলে তাকাল বাইরে, নীচের দিকে। সেলুনের আলোটা জ্বলছে এখনও।

'তার মানে, এখনও ঘুমাতে যায়নি জেফ রাইডার,' বিড় বিড় করল সে।

ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগল। বাইরে গভীর হলো রাত।

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল ঠাণ্ডা। রেইনি পাসের নামকরণ সার্থক করবার জন্য একসময় নামল ঝিরঝিরে বৃষ্টি। অস্থির বোধ করতে লাগল জন। আর তখনই নিভে গেল সেলুনের আলোটা। খুশি হলো সে, অপেক্ষা করল আরও বিশ মিনিটের মতো। তারপর স্যাডলটা আবার কাঁধে তুলে নিল। বুটজোড়া নিল হাতে। খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেল দরজাটার দিকে। একেবারে নিঃশব্দে খুলল সেটা। বেরিয়ে এল বাইরে। দরজাটা টেনে দিল বাইরে থেকে। হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল। আকাশে থেকে থেকে চমকাচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই আলোতে পিচ্ছিল সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল জন। একবার তাকাল এদিক-ওদিক। প্রাণের কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। খুব দ্রুত বুটজোড়া পরে নিয়ে বার্নের উদ্দেশে দৌড় দিল সে। দরজা খুলেই ঢুকে পড়ল ভিতরে এবং সঙ্গে সঙ্গে লাগিয়ে দিল ভিতর থেকে। পিন্টোর জ্বলজ্বলে দুটো চোখ দেখে এগিয়ে গেল সেটার দিকে। এক পাশে একটা বাক্স, সেটার উপর সময় নিয়ে খড় বিছাল। তৈরি করল আরামদায়ক বিছানা। তারপর শুয়ে পড়ল।

জেফের হাবভাব সন্দেহজনক মনে হওয়াতেই আরামদায়ক ঘর ছেড়ে বার্নে আশ্রয় নিয়েছে জন। এককালে বাউন্টি হান্টার ছিল সে, কাজেই সতর্ক থাকবার অভ্যাসটা অনেকদিনের পুরনো। সে চায় না কেউ ওকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিক। ওর নামে বরাদ্দকৃত রুমের আরেকটা চাবি আছে জেফের কাছে, কিন্তু বার্নের দরজাটা ভিতর থেকে আটকে দিলে বাইরে থেকে খুলবার কোনও উপায় নেই।

হয়তো হিউজকে ভয় পায় জেফ, অন্ধকারে আবছা ছাদের দিকে তাকিয়ে ভাবল জন, তা-ই দানবটার ব্যাপারে কিছু বলতে রাজি হয়নি। আবার এমনও হতে পারে, হিউজেরই লোক সে। যেটা-ই হোক, কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না জন। পরের দিন কী করবে, সেটা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল একসময়।

দিনের আলো ফুটে উঠামাত্র ভেঙে গেল ঘুমটা। খড়ের বিছানা ছেড়ে উঠে ধীর পায়ে বার্নের দরজাটার দিকে এগোলো সে। দরজাটা অল্প একটু খুলল। বৃষ্টি থেমে গেছে পুরোপুরি। *হয়তো অনেক আগেই*, ভাবল জন, *শেষ রাতের দিকে*। উপরে তাকাতে মেঘ সরতে আরম্ভ করা রেইনি পাসের ধূসর-কালচে আকাশটা চোখে পড়ল ওর। মুখ নামিয়ে চারদিকে ভালোমতো চোখ বুলিয়ে নিশ্চিত হলো, এখন পর্যন্ত সে-ই জেফের একমাত্র কাস্টোমার।

সময় নিয়ে বুট পরল জন, তারপর হোলস্টার। বার্নের বাইরের একটা চাপকল থেকে বালতিতে করে পানি এনে রাখল পিন্টোর সামনে। একটা বেলচা যোগাড় করে নাদি পরিষ্কার করল ভালোমতো। কাজ শেষ হলে বার্ন ছেড়ে বাইরে বের হয়ে এল, বেশি করে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল হাত-মুখ। বাসি মুখেই পাইপ ধরাল। হোলস্টারের ফিতে আলগা রেখেই হাঁটা ধরল সেলুনের উদ্দেশে।

ভিতরে ঢুকে সতর্ক চোখে চারপাশ মাপল জন, কিন্তু কোনও বিপদ নেই বুঝে বাঁধল হোলস্টারের ফিতে। জেফকে কোথাও দেখতে না পেয়ে হাঁক ছাড়ল। ব্রেকফাস্ট সারবার পর বিল চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদায় নিল। পিন্টোর পিঠে চেপে উঠে এল রেইনি পাস থেকে দক্ষিণমুখী রাস্তাটায়।

বেন হার্টন একবার এই অঞ্চলের একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিল ওকে। চলতি পথে সেটা স্মরণ করবার চেষ্টা করল জন। চারদিকে তাকাবার সুবিধার্থে কম রাখল পিন্টোর গতি। প্রতিটা বাঁক, প্রতিটা চিহ্ন গেঁথে নিল মাথায়।

পথের পাশে চারদিকে তৃণভূমি, দক্ষিণ-পশ্চিমে সেটা দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পুবে ঘন গাছের সারি। উত্তরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বিটাররুটসের অহঙ্কারী পর্বতের চূড়া। হাতের কনুই বাঁকালে যেমন হয়—রাস্তাটা সেরকম একটা বাঁক খেয়ে চলে গেছে বামে, নো স্ট্রাইকের দিকে।

কিছুদূর এগোবার পর আরেকটা বাঁক পেল জন। ঘোড়ার গতি কিছুটা কমাল, রাস্তাটা কোনদিকে গেছে অনুমান করবার চেষ্টা করল। জানা না থাকায় সেদিকে গেল না। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নো স্ট্রাইকে পৌঁছানো দরকার।

পিন্টোকে একটানা ছুটাল সে। বেশ কিছুক্ষণ পর একটা পর্বতের ঢালে গাছের ছায়ায় থামাল ঘোড়াটা, বিশ্রাম দিল। নিজের হাত-পায়ের পেশীর আড়ষ্টভাব কাটাতে স্যাডলে বসেই দু'হাত ছড়িয়ে দিল দু'দিকে। যথাসম্ভব টানটান করল শরীরটা। বেন হাটনের দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী, সামনের ঢালটা পেরোলেই নো স্ট্রাইক।

হঠাৎ গুলির শব্দ কানে এল ওর। সচকিত হলো সে।

এ রকম জঙ্গলে ছাওয়া এলাকায় প্রায়ই শিকারে বের হয় লোকে। হরিণ বা শূকর মারে। কিন্তু নির্দিষ্ট বিরতিতে গুলি চলতে শুনে বুঝল জন, রাইফেল চালাচ্ছে কেউ। শব্দটা ভেসে আসছে নো স্ট্রাইক থেকে।

তার মানে, একটা গণ্ডগোল হয়েছে সেখানে। আর সেটার সঙ্গে মার্ভ হিউজের যুক্ত থাকবার সম্ভাবনা শতকরা একশো ভাগ।

স্যাডলবুটে রাখা রাইফেলটা একটানে হাতে নিল জন। আরেক হাতে লাগাম ধরে রেখে জোরে ছুটাল পিন্টোকে। তুমুল গতিতে একটা খাড়াই পার হলো জন্তুটা। জঙ্গলটা হাতের বামে রেখে ওয়্যাগন রোড ধরে সামনে এগিয়ে চলল জন। একটা ঢালের মাথায় উঠে দাঁড়ানোমাত্রই একশো গজ দূরে কতগুলো দালানের সারি দেখতে পেয়ে রাশ টানল। দূর থেকে দেখল, তিনজন রাইডার জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে তীব্র গতিতে ঘোড়া ছুটাল শহরের দিকে। একজন ঘোড়ার পিঠে বসেই হাতে তুলে নিল রাইফেল। গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল একটা বাড়ির উদ্দেশে। সেটার ছাদে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ রাইফেল চালাচ্ছিল কেউ, আচমকা আক্রমণে থেমে যেতে বাধ্য হলো। কিন্তু রাইডার

তিনজন বাড়ির কাছাকাছি হওয়ামাত্রই আবার জবাব দিল। একটা ঘোড়ার ক্ষুরে গুলি বিঁধল। নাচতে আরম্ভ করল ঘোড়াটা। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে মাটিতে পড়ে গেল রাইডার। ওর হাতের রাইফেল ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ল। অবস্থা সামাল দিতে হোলস্টার থেকে পিস্তল টেনে নিল বাকি দু'জন। নির্বিচারে গুলি করতে লাগল। ছাদের লোকটা আর জবাব দিল না।

বাড়িটার সামনে ছটফট করছে একটা বিশাল ডান। সেটার পিঠে আরও বেশি ছটফট করছে মার্ভ হিউজ। *অর্থাৎ, ওই বাড়িতে হামলা করেছে শয়তানটা।* বাড়িটা যার-ই হোক, লোকটা ভালো বা মন্দ যা-ই হোক, ওকে সাহায্য করবার সিদ্ধান্ত নিল জন।

ঘোড়া থেকে নামল সে। একহাতে লাগাম, আরেকহাতে রাইফেল নিয়ে দৌড়াতে আরম্ভ করল সবচেয়ে কাছের বাড়িটার উদ্দেশে। ঘোড়ায় চড়ে গেলে আরও আগে পৌঁছানো যেত, কিন্তু তাতে হিউজের দলের কারও চোখে পড়লে সহজ টার্গেটে পরিণত হতো। অনেকখানি ঘুরে জায়গামতো পৌঁছে ঘোড়াটাকে সুবিধাজনক একটা জায়গায় ছেড়ে দিল জন। তারপর চলে এল বাড়িটার পিছনে। একজোড়া ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ কানে আসাতে ব্যাপার কী, দেখবার জন্য উঁকি দিল যথেষ্ট ঝুঁকি নিয়ে।

হাতে পিস্তল নিয়ে দৌড়ে আসছে হিউজের আরেক সহচর। এতক্ষণ নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে ছিল লোকটা, অবস্থা অনুকূল বুঝতে পেরে দল ভারী করবার জন্য ছুট লাগিয়েছে। ব্রাউনকেও দেখা যাচ্ছে। হাতে একটা বড় পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছুটন্ত লোকটার দিকে একবার তাকিয়েই সামনের জানালায় পাথরটা সজোরে নিক্ষেপ করল। কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজটা শোনা গেল পরিষ্কার।

সামনের দরজায় অপেক্ষা করছিল হিউজ। ব্রাউন পাথর ছোড়ামাত্রই দরজাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ওর ধাক্কায় একপাশের কবাট ছুটে আলগা হয়ে গেল। লোকটার আসুরিক

শক্তি দেখে অবাক না হয়ে পারল না জন। ঠিক তখনই হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল ব্রাউন. ভাঙা জানালা দিয়ে দু'বার ভিতরে গুলি করল।

দ্বিতীয়বার ঝাঁপিয়ে পড়ল হিউজ। খুলে গেল দরজাটা। পিস্তল হাতে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করে আগে বাড়ল জন। মনে-প্রাণে চাইছে, রান্নাঘরের দরজাটা যেন খোলা থাকে। আশা পূরণ হলো ওর। দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল সে। একমুহূর্তও দেরি না করে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল।

কাঠের মেঝেতে সস্তা কার্পেট বিছানো। তবুও সময় নিয়ে, পা টিপে টিপে আগে বাড়ল সে। ওর কাঁধে রাইফেল, ডান হাতে সিক্স শ্যূটার। ছোট্ট রান্নাঘরটা পার হয়ে একটা লম্বা হলওয়েতে হাজির হলো সে। সবগুলো জানালা বন্ধ থাকায় দিনের আলো ঠিকমতো প্রবেশ করতে পারেনি এখানে, তাই আশেপাশে এখনও অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। বাইরে অস্থির ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ আর চূড়ান্ত অশ্লীল গালি-গালাজ শুনে বুঝল, জানালার অপর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে হিউজের সঙ্গীরা। জানালাগুলো বন্ধ রাখবার জন্য মনে মনে বাড়ির মালিককে ধন্যবাদ দিল জন।

হলওয়ের অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে আসছে কথোপকথনের আওয়াজ। উঁচু গলায় চিৎকার করল একটা মেয়ে, 'হাজার ভয় দেখালেও আমরা সাহায্য করব না তোমাকে।'

'তোমরা নিরুপায়,' বলে হাসল হিউজ। 'যদি চাও তোমার বুড়ো দাদা বেঁচে থাকুক, যা বলছি করো।' গলার স্বর কঠিন হলো ওর। 'কথা দিচ্ছি, কারও কোনও ক্ষতি করব না। আর সাহায্য না করলে রক্তের বন্যা বইয়ে দেবো। মনে রেখো, তোমরা কিছুই করতে পারবে না আমার বিরুদ্ধে। আমি জিতবোই।'

'সারাটা শীত পশুর মতো পাহাড়ে কাটিয়েছ, তোমার নিজের অবস্থাই তো ভালো নয়,' শোনা গেল একটা দুর্বল পুরুষ কণ্ঠ।

'ওর কথায় কান দিয়ো না, নোরা। যত দিন গড়াবে, ততই দুর্বল হয়ে পড়বে শয়তানটা।...আর কতদিন পাহাড়ে থাকবে তুমি, হিউজ? তোমার সঙ্গীরা নিশ্চয়ই এতদিনে বিরক্ত হয়ে উঠেছে? যা চেয়েছিল ওরা, দিতে পারোনি...'

'থামো,' হিউজের ধমকে, কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি। 'তোমাদেরকে কেমন ধোঁকাটা দিলাম ভেবে দেখেছ একবার? ছয়দিন আগে সরিয়ে নিলাম আমার লোকদেরকে। তোমরা ভাবলে, ভয় পেয়ে পালিয়েছি। যার যার গরু নিয়ে পাহাড়ে চলে গেল সবাই। শহরটা যে একেবারে অরক্ষিত থেকে যাচ্ছে, সেটা খেয়াল করল না একজনও। গরুর শেষ পালটা নিয়ে গতকাল বের হলো ফিলিপ ডেনভার, পাহাড়ে বসে দেখলাম। তারপর ঠিক আগের মতোই আটকে দিলাম পাহাড়ে যাবার ক্যাটল ট্রেইলটা। আমি মুক্তি না দিলে কেউ ফিরে আসতে পারবে না এখানে। এবার বলো, আমাকে বাধা দেবে কে? তোমরা, বুড়ো ভামরা? নাকি স্কুলের বাচ্চারা? নাকি মেয়েদেরকে নিয়ে একটা দল গড়ার চিন্তা করছ তুমি, নোরা?'

দুর্বল কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করল বুড়ো, 'তুমি কি মনে করো আমরা বুড়ো হয়েছি বলে লড়তে ভুলে গেছি? আমরা...'

হিউজকে হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করতে দেখে থেমে গেল লোকটা। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কক্ করবার আওয়াজ স্পষ্ট শুনতে পেল জন।

'এক মিনিট সময় দিলাম, নোরা,' হিসহিসে গলায় ঘোষণা করল হিউজ, 'তারপরও রাজি না হলে তোমার বুড়ো দাদাকে এখানেই পুঁতে রেখে যাব।'

তিন

খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল জন।

ঘরটা বেশ বড়, মোটামুটি দামি আসবাবপত্রে সজ্জিত। মার্ভ হিউজের উপস্থিতিতে নষ্ট হয়ে গেছে সেই সৌন্দর্য। জনের ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা: পিছন ফিরে, দু'পা ফাঁক করে। হ্যাটটা একপাশে কাত হয়ে থাকায় ধূসর-বাদামি চুল বেরিয়ে পড়েছে। বিশাল এক গ্রিযলি ভালুকের মতো দেখাচ্ছে লোকটাকে।

পরিস্থিতি হিউজের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। একটা পিস্তল ধরে আছে সে। নলটা তাক করে রেখেছে ওর মুখোমুখি হুইল চেয়ারে বসা এক বুড়োর দিকে। কিন্তু কোনও ভয় নেই বুড়োর চেহারায়, চোখ জোড়ায়। স্থিরদৃষ্টিতে সে-ও পরখ করছে হিউজকে।

হুইল চেয়ারের উপর বাম হাত রেখে বুড়োর পাশে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে সুন্দরী একটা মেয়ে। ছিপছিপে দেহ মেয়েটার; লম্বা, কালো, কোঁকড়া চুলগুলো এলোমেলো। দাদার সঙ্গে খুব মিল নাতনীর।

নোরার মতো সুন্দরী কাউকে দীর্ঘদিন চোখে পড়েনি জনের। কেন যেন বেথের চেহারাটা একবার ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। তুলনা করতে গিয়ে বুঝল, ভুল সময়ে ভুল জায়গায় করা হয়ে যাচ্ছে কাজটা।

'সরে দাঁড়াও, নোরা,' নিষ্কম্প গলায় আদেশ দিল বুড়ো। 'এই জানোয়ারটা আমার পরে হয়তো খুন করবে তোমাকেও।'

ঘরের ভিতর পা রাখল জন। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। পিছন থেকে কেউ গুলি চালালে সুরক্ষিত থাকবার সম্ভাবনা বেড়ে গেল তাতে। উল্টো ঘুরে থাকায় ওকে দেখতে পেল না হিউজ। দানবটার শরীরের কারণে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় বুড়োর দৃষ্টি থেকেও আড়ালে রইল সে। কিন্তু নোরার নজরে ঠিকই ধরা পড়ল। মেয়েটাকে জনের দিকে তাকাতে দেখে পাক খেয়ে ঘুরতে আরম্ভ করল হিউজ। কিন্তু পুরোপুরি ঘুরবার আগেই নিচু গলায় হুমকি দিল জন, 'পিস্তল ফেলে দাও, হিউজ। তুমি একমিনিট সময় দিয়েছিলে এদের, আমি তোমাকে এক সেকেন্ড দিলাম।'

অস্ত্রটা ফেলে দিল হিউজ। তারপর পুরোপুরি ঘুরল জনের দিকে। ওর দু'চোখে বিস্ময়।

'তা হলে আবার দেখা হলো আমাদের, নাকি? তোমাকে দূরে থাকতে বলেছিলাম। তুমি কালা না বোকা?' শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হিউজ।

'দুটোই।...হাঁটো, সোজা জানালার কাছে যাও। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াবে। দেরি কোরো না। আমি পিস্তল চালনায় আনাড়ি,' ঠাট্টা করল জন। 'আদেশ পালিত হতে দেরি হলে যে-কোনও সময় গুলি বেরিয়ে যেতে পারে।'

দেয়ালটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হিউজ। 'তা হলে ঠিকই ভেবেছি–জিম রবার্টসনের হয়ে কাজ করছ তুমি।'

'শুধুমাত্র নিজের জন্যে কাজ করছি আমি। আর যখন নিজের হয়ে কাজ করি, তখন জিম রবার্টসন কেন, কাউকেই চিনি না। এখানে একটা রানশ কিনেছি, কাজেই আজীবন থাকবো নো স্ট্রাইকে। তার আগে দলবল সহ তাড়াবো তোমাকে। মনে রেখো, আমি গরু নিয়ে পাহাড়ে যাইনি।'

'আমার লোকেরাও যায়নি কোথাও, বাউন্টি জন। বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। ডাকামাত্রই হুড়মুড় করে ছুটে আসবে, কচুকাটা

করে ফেলবে তোমাকে। সুতরাং, শেষ সুযোগ দিচ্ছি। পালাও দু'চোখ যেদিকে যায় সেদিকে।'

'কী করব বলো,' নিরুত্তাপ, নিচু কণ্ঠ জনের, 'নো স্ট্রাইক ছাড়া অন্য কোথাও যাচ্ছে না দু'চোখ। তা ছাড়া আমার সঙ্গে তোমার লাশটাও পেলে তোমার লোকদেরকে ঘাস খাওয়ার বুদ্ধি দেয়ার কেউ থাকবে না। তাই আগের মতো আবার খড় খেতে আরম্ভ করবে বেচারারা। কাজেই, সাবধান।'

বাইরে থেকে শোনা গেল একটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠ, 'হিউজ, তাড়াতাড়ি করো। আশেপাশের বাড়ি থেকে উঁকি দিচ্ছে সবাই। রাইফেল দেখতে পাচ্ছি অনেকের হাতে। গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করলে একেবারে ভর্তা হয়ে যাবো।'

লম্বা করে দম নিল হিউজ। কিছু বলবার জন্য মুখ খুলল, জনকে সিক্স শ্যুটার নাড়াতে দেখে থেমে গেল।

গলা না চড়িয়ে হুমকি দিল জন, 'যে ইঁদুরের গর্তে, দুঃখিত, গ্রিযলির গুহায় থাকো, অন্যদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে ফিরে যেতে বলো চামচাটাকে। তোমার কী হয়েছে জানতে চাইলে বলবে, প্রেমালাপে ব্যস্ত তুমি, পরে যাবে।'

বিড় বিড় করে কিছু একটা বলল হিউজ, পরিষ্কার শোনা না গেলেও বোঝা গেল, গাল দিয়েছে। একটা ঢোক গিলল সে, বিশাল জিভ বের করে কমলার কোয়ার মতো পুরু ঠোঁট দুটো চাটল। জনের ধীর-স্থির ভঙ্গি আর গম্ভীর চেহারা দেখে বুঝল, হুমকিটা অমূলক নয়। সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার আজকের এই আচরণটা আমি ভুলবো না, বাউন্টি জন। একদিন দেখে নেবো তোমাকে,' তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'বার্ক, সবাইকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাও। আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আসছি।'

'তোমার কী হয়েছে, বস্? কী করছ তুমি ভেতরে?' জানতে চেয়ে পর্দা ঢাকা জানালার কাছে এগিয়ে এল বার্ক।

সিক্স শ্যুটারের ট্রিগারে চেপে বসা জনের ডান তর্জনীর অগ্রভাগ সাদা হতে আরম্ভ করল। বার দুয়েক ঢোক গিলল হিউজ। আতঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, খুব অশ্লীল একটা গাল দিয়ে বলল, 'ফিরে যেতে বললাম না?'

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মুহূর্তের মধ্যে সক্রিয় হলো জন। পিস্তলের নলটা হিউজের বুকে তাক করে রেখেই বাম হাতে কাঁধ থেকে রাইফেলটা খসাল, কোমরের বেল্টে কুঁদো বসিয়ে নলটা তাক করল হিউজের বিশাল বুকের দিকে। বাম তর্জনী রাখল রাইফেলের ট্রিগারে। ডান হাতে ধরা সিক্স শ্যুটারটা জানালায় বার্কের ছায়ার দিকে ঘুরাল, সামান্য উঁচুতে তাক করে গুলি করল একবার। ছিটকে জানালা থেকে সরে গেল ছায়াটা; পর্দার ফাঁক দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই বার্ককে ঘোড়ায় চড়তে দেখল জন।

সুযোগটা নিল হিউজ। জন অন্য দিকে তাকিয়ে আছে দেখে এক মুহূর্তও দেরি করল না, বামে একপাক ঘুরেই সর্বশক্তিতে ছুট লাগাল ঘরের অন্য জানালাটার উদ্দেশে। এই জানালাটাতেই পাথর ছুঁড়ে কাঁচ সম্পূর্ণ ভেঙে দিয়েছে ব্রাউন।

প্রচণ্ড বেগে জানালাটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হিউজ। পাল্লা, ফ্রেম সবকিছু ভেঙে গেল মুহূর্তেই। কিন্তু অপরপাশে পুরোপুরি পৌঁছাতে পারল না, হাঁটু থেকে ওর পা জোড়া ঝুলে রইল কিছুক্ষণের জন্য। রাইফেল আর সিক্স শ্যুটার হিউজের দিকে ঘুরিয়ে প্রস্তুত ছিল জন, চাইলে দশবার ফুটো করতে পারত দানবটাকে। কিন্তু কাজটা করবার উপযুক্ত কারণ না থাকায় গুলি করল না।

তবে নোরার দাদা এত সহজে ছেড়ে দিল না হিউজকে। গায়ে এতক্ষণ একটা কম্বল জড়িয়ে ছিল বুড়ো। হিউজ দৌড়াতে আরম্ভ করামাত্রই এক ধাক্কায় ফেলে দিল সেটা। ডান হাতে একটা পিস্তল ধরে আছে সে।

ঝুলে থাকা পা জোড়াকে লক্ষ্য করে গুলি করল বুড়ো। হিউজের বাম বুটের হিল উড়ে গেল, অমানুষিক একটা আর্তনাদ শোনা গেল সঙ্গে সঙ্গে। আর বেশিক্ষণ ঝুলে থাকাকে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল না হিউজ, বের হয়ে গেল কোনরকমে।

এক দৌড়ে ভাঙা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল জন। উঁকি দিল বাইরে। ঘোড়ায় চড়ে দলবল নিয়ে শহরের পাশের জঙ্গলটার দিকে ছুট লাগিয়েছে হিউজ। দূরে রাইফেল গর্জাল দু'বার। আশেপাশের একাধিক বাড়ি থেকে হামলাকারীদের উপর গুলি চালানো হচ্ছে। কিন্তু তারা সবাই আনাড়ি বলে আহত হলো না একজনও।

পিস্তল খাপে পুরল জন, রাইফেলটা কাঁধে ঝুলাল আবার। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, ওর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নোরা আর ওর দাদা।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

'জন সিলভার লিভিংস্টোন।'

'মিস্টার জন, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' পিস্তলটা কোলের উপর রেখে হুইল চেয়ারের চাকা ঘুরাল বুড়ো, এসে থামল জনের সামনে। একটা হাত বাড়িয়ে দিল ওর দিকে। 'আমি বিউয়েল কেসি,' নোরার দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো, 'আমার নাতনী, নোরা কেসি।'

বুড়োর সঙ্গে উষ্ণ করমর্দন করে নোরাকে ছোট্ট একটা বাউ করল জন। সুন্দর চেহারার সঙ্গে একেবারে বেমানান একটা কাষ্ঠ হাসি হেসে অভিবাদনটুকু গ্রহণ করল মেয়েটা। কিছু বলল না, এমনকী একবার ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না।

কিছুটা আশ্চর্য হলো জন। বিউয়েল উচ্ছ্বসিত, কিন্তু ওর নাতনীকে দেখে মনে হচ্ছে খুবই বিরক্ত হয়েছে। যেন উপকার নয়, ওদের বিরাট কোনও অপকার করেছে জন।

বিউয়েলের দিকে তাকিয়ে বলল সে, 'বেন হাটনের সঙ্গে

পার্টনারশিপে একটা রানশ্ কিনেছি আমি।'

'হ্যাঁ, জানি সেটা,' হেসে বলল বিউয়েল। 'বেন বলেছে।'

ঢাকঢোল ভালোমতোই পিটিয়েছে ছেলেটা, ভাবল জন।

ডান হাত তুলে উত্তর দিকে ইশারা করল বিউয়েল। 'নো স্ট্রাইকের উত্তরে তোমাদের রানশ্। ওখানে আমারও একটা আছে,' থামল সে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জনের দিকে। 'হিউজের সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিলে শুনে মনে হলো তোমরা একে অপরকে চেনো, কিন্তু পরস্পরের শত্রু। ব্যাপারটা কী, জানতে পারি?'

'ম্যাগডালেনা থেকে রওনা হয়েছিলাম আমি। ব্যানাকের কাছে পৌঁছানোর আগে বিভারহেড নদী ছাড়িয়ে কিছুটা সামনে ওর সঙ্গে দেখা হলো। আগে থেকেই আমাকে ফলো করছিল সে। ব্রাউন নামের এক লোককে সঙ্গে নিয়ে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াল শয়তানটা, দূরে থাকার হুমকি দিল। তখন ঠিক বুঝতে পারিনি কী থেকে আমাকে দূরে থাকতে বলছিল সে। একটু আগে বুঝলাম, নো স্ট্রাইক থেকে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে—কেন? কী করছে সে নো স্ট্রাইকে? আমি দূরে থাকলে ওর কী লাভ?'

'গত শীতে,' উত্তর দিতে আরম্ভ করল বিউয়েল। 'ক্রিসমাসের দু'দিন পর প্রচণ্ড তুষারঝড় আরম্ভ হলো এই এলাকায়। তিন-চার দিন চলার পর থেমে গেল ঝড়টা, তারপর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল আবহাওয়া। ওয়্যাগন রোড থেকে বরফ সরে যেতেই আমাদের স্টোরকিপার এড উইক ঠিক করল, ওর ফ্রেইট ওয়্যাগন নিয়ে বের হবে। আবার তুষারঝড় আরম্ভ হবার আগেই রাউন্ড আপ থেকে প্রয়োজনীয় রসদ নিয়ে আসার ইচ্ছে ছিল ওর। নো স্ট্রাইকের সবচেয়ে কাছের শহর হচ্ছে রাউন্ড আপ। কিন্তু ওয়্যাগন রোড পার হবার আগেই শহরে ফিরে আসতে হলো ওকে,' থামল বিউয়েল, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আগ্রহ নিয়ে শুনছিল জন। বিউয়েল থেমে যাওয়ামাত্রই প্রশ্ন

করল, 'কেন? ফিরে এল কেন?'

'কারণ শহরের বাইরের পাহাড়গুলোতে দল নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছিল হিউজ। এডকে দেখামাত্রই গুলি করতে আরম্ভ করল ওরা। প্রাণের ভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হলো এড। ওর পরে যারাই শহর ছেড়ে বেরুনোর চেষ্টা করেছে, একই ঘটনা ঘটেছে। বুঝলাম, আমাদেরকে আটকে ফেলেছে কেউ। লোকটা কে, কী চায়—সেসব নিয়ে গুজব তৈরি হলো সারা নো স্ট্রাইকে। গুজবের অবসান হলো তিনদিন পর।

'দল নিয়ে পাহাড় থেকে নেমে এল হিউজ। আক্রমণ করল ব্যাঙ্কে। প্রস্তুত ছিলাম আমরা, লড়াই করে তাড়িয়ে দিলাম ওদেরকে। আগের মতোই পাহাড়ে আশ্রয় নিল ওরা। শয়তানের দল পালিয়েছে ভেবে আমাদের দুয়েকজন বের হতে চাইল ওয়্যাগন রোড ধরে, গুলি করে ওদেরকে শহরে ফেরত পাঠাল হিউজের দল। দিন ছয়েক আগে আরেকবার চেষ্টা করল একজন। যেতে পারল সহজেই, কেউ গুলি করল না। আমরা ভাবলাম, ঠাঁওায় টিকতে না পেরে দল নিয়ে পালিয়েছে হিউজ। আসলে যায়নি, লুকিয়ে ছিল। যা-ই হোক, হিউজ পালিয়েছে অনুমান করে পশ্চিমের ক্যাটল ট্রেইল ধরে গরু নিয়ে রওনা হয়ে গেল সবাই। পাহাড়ে বসে দেখল হিউজ, ফিরে এল আবার। এবার ওয়্যাগন রোড আর ক্যাটল ট্রেইল—দুটোই অবরোধ করল। নিজেদের লোকদের থেকে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।'

'কেন?' আবারও জানতে চাইল জন। 'কী চায় সে? ব্যাঙ্ক দখল করার উদ্দেশ্য থাকলে এখন আক্রমণ করছে না কেন?'

'আমার মনে হয় ব্যাঙ্ক নয়, পুরো শহর দখল করতে চায় সে।'

'নো স্ট্রাইক দখল করলে কী হবে? কী আছে এখানে? সোনার খনি?'

অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল নোরা। 'না, সোনার খনি নেই।

তবে যা আছে, সেটা সোনার খনির চেয়ে কম নয়,' একটু দম নিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করল, 'নো স্ট্রাইক আসলে একটা বিচ্ছিন্ন শহর। এখান থেকে সবচেয়ে কাছের শহর রাউন্ড আপ, দূরত্ব দশো মাইল। ক্যাটল ট্রেইলটা ধরে আরও পশ্চিমে গেলে শুরু হয়েছে ক্যানিয়ন। বেশিরভাগ র‍্যানশ্ সেটার ভিতরে; অনেকটা বাক্সবন্দীর মতো—ঢাকনা না খুললে যেমন বাক্স খোলা যায় না, তেমনি ক্যাটল ট্রেইল ছাড়া ওই ক্যানিয়ন থেকে অন্য পথে এখানে আসা যায় না। ওখানে সব মিলিয়ে দুশো লোক থাকে। নো স্ট্রাইকের উপর পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল ওরা। বাইরে কোথাও যেতে হলে প্রথমে এই শহরে আসতে হবে ওদেরকে। মার্কেটে গরু নিয়ে যেতে হলে অথবা বাইরে থেকে সাপ্লাই আনতে হলেও একটাই উপায়—নো স্ট্রাইক। হিউজ যদি দখল করতে পারে শহরটা, তা হলে ধরে নিতে পারো, আইডাহোর একাংশ চলে যাবে ওর নিয়ন্ত্রণে। তারপর ধীরে ধীরে সবার র‍্যানশ্, জমি—সব কিছু দখল করে নেবে সে। সুতরাং দানটা ওর জন্যে অনেক বড়।'

ভাঙা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ধূসর আকাশটা দেখল জন। কিছুক্ষণ পর জানতে চাইল, 'তোমাদের কথা শুনে বুঝতে পারছি, তুষারপাতের সময় পাহাড়ে লুকিয়ে ছিল হিউজ। কিন্তু খোলা আকাশের নীচে থাকতে পারে না সে। থাকা সম্ভব নয়,' আচমকা থেমে গেল, প্রশ্নের বাকিটা বুঝিয়ে দিল নীরবতার মাধ্যমে।

'একটা পুরনো, পরিত্যক্ত মাইনিং ক্যাম্পে ছিল লোকটা। হয়তো এখনও আছে। ক্যাম্পটা পাহাড়গুলোর পেছনে। থাকার উপযোগী কিছু বিল্ডিং এখনও আছে সেখানে। হিউজ প্রথম থেকেই সেখানে আস্তানা গেড়েছে মনে হয়।'

'কতদিন হলো পরিত্যক্ত হয়েছে ক্যাম্পটা?'

'দিন?' হাসল বিউয়েল। 'সাত-আট বছর তো হবেই।'

'হিউজ এসেছে গত শীতের শুরুতে,' নিচু গলায় বলল জন। 'এসেই পুরনো মাইনিং ক্যাম্পে ঘাঁটি গাড়ল। জানল কীভাবে ওখানে থাকা যাবে? কে জানিয়েছে ওকে?'

দাদা-নাতনী দু'জনেই চুপ করে রইল। প্রশ্নটার উত্তর ওদেরও জানা নেই।

'এখানে হামলা করল কেন হিউজ? কী চায়?' আলোচনাটা ধরে রাখতে চাইল জন। যত বেশি সম্ভব খবর যোগাড় করতে চাইছে।

'হিউজ চায়, শহরটা দখলের ব্যাপারে নোরা যেন কিথকে রাজি করায়। কিথকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছিল লোকটা, কোনও লাভ হয়নি। এক কথায় মানা করে দিয়েছে কিথ।'

'কিথ মানে তোমাদের ব্যাঙ্কার?' স্মৃতি হাতড়াল জন। 'কিন্তু নোরা বললেই লোকটা রাজি হবে কেন?'

'তুমি তা হলে চেনো কিথকে?' উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল বিউয়েল।

'চেহারা চিনি না। নাম শুনেছি। রানশ্ কেনার জন্যে বেনকে টাকা পাঠাতে হয়েছিল, লোকটা সাহায্য করেছে তখন।...আমার প্রশ্নের জবাব পাইনি।'

'নোরার সঙ্গে লোকটার এনগেজমেন্ট হয়ে গেছে। সামনের গ্রীষ্মে বিয়ে। হয়তো হিউজ ভেবেছে নোরা বললে রাজি না হয়ে কোনও উপায় থাকবে না কিথের, তা-ই হামলা করেছে এখানে।'

কিছু একটা বলতে চাইছিল জন, কিন্তু বাইরে থেকে ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ ভেসে আসাতে চুপ করে গেল।

'নোরা, দেখো তো কে,' আদেশ দিল বিউয়েল। তারপর পিস্তলটা কোলে তুলে নিয়ে হুইলচেয়ারের চাকা ঘুরাতে আরম্ভ করল। 'আমি এদিকের জানালার কাছে যাচ্ছি। যদি হিউজ ফিরে আসে...'

হোলস্টার থেকে সিক্স শ্যূটারটা বের করে পার্লারের দিকে এগোলো জন। পর্দা ঢাকা একটা জানালার পাশে দাঁড়াল। ভাঙা

দরজাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। ওর চোখ এড়িয়ে ঢুকতে পারবে না কেউ।

দরজাটার বাইরে একটা কালো ঘোড়া থামল। লাফিয়ে নামল পাতলা, লম্বা একটা লোক। জনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল নোরা, লোকটাকে দেখে চোখে-মুখে অকৃত্রিম খুশি নিয়ে বলল, 'সিক্সগানটা হোলস্টারে ভরে রাখতে পারো, মিস্টার জন। কিথ বার্ন এসেছে।'

কিথ ভিতরে ঢুকবার পর ওকে অভ্যর্থনা জানাল নোরা। জন খেয়াল করল, নোরার এবারের হাসিটা যথেষ্ট আন্তরিক। সিক্স শ্যূটারটা হোলস্টারে ভরে রাখল সে। আপাদমস্তক দেখল কিথকে।

লোকটা লম্বা, পাতলা। ঘন, কালো চুল মাথায়। নাকের নীচে পাতলা করে ছাঁটা কালো গোঁফ। ধবধবে ফর্সা। সুদর্শন। বয়স বেশি হলে ত্রিশ।

নোরা ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। তারপর হিউজের আক্রমণের ঘটনাটা খুলে বলল। জনের ভূমিকাটাও উল্লেখ করল। শুনে উষ্ণ করমর্দন করল কিথ। বলল, 'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে, মিস্টার জন সিলভার...দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি কোন জন সিলভার? বেনের পার্টনার?'

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে উত্তর দিল জন।

'হিউজের লোকদের চোখ এড়িয়ে শহরে ঢুকলে কীভাবে?'

'পাহারায় ছিল না কেউ। দল নিয়ে হিউজ হামলা করেছিল এখানে। আমার ধাতানি খেয়ে পালিয়েছে। হয়তো আবার আশ্রয় নিয়েছে পাহাড়ে।'

'আবার পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে?' চিন্তিত দেখাল কিথকে। 'এইমাত্র আমার সোরেল পনিটা ধার দিয়ে এলাম বুড়ো এডকে। খুব করে চাইল, মানা করতে পারলাম না। ওর ধারণা, একটা তেজী ঘোড়ায় চাপতে পারলে ফাঁকি দিতে পারবে হিউজের

লোকদের। বেরিয়ে যেতে পারবে শহর ছেড়ে।'

'ওই যে,' ভিতরের ঘর থেকে ভেসে এল বিউয়েলের চিৎকার। জানালার পাশে এখনও বসে আছে। কিথ আর জনের কথোপকথন শুনেছে। 'যাচ্ছে এড। সর্বনাশ! আস্তানায় যায়নি হিউজ। এতক্ষণ জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল। এখন পিছু নিয়েছে এডের। হিউজের সঙ্গে আরও দু'জন আছে!'

'হয়তো,' নোরার কণ্ঠেও আতঙ্ক, 'পালিয়ে যেতে পারবে এড। কিথের ঘোড়াটা দারুণ তেজী, খুব জোরে ছুটতে পারে। তা ছাড়া এড ভালোমতোই চেনে এই এলাকা। হিউজকে ফাঁকি দিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।'

জন দেখল, ওয়্যাগন রোড ধরে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সোরেল পনিটা। ওটার পিছনে ছুটে গেল তিনটা ঘোড়া। এতদূর থেকেও ঠিক চেনা গেল হিউজ আর ওর বিশাল ডানটাকে।

'এড যাচ্ছে কোথায়?' জানতে চাইল জন।

'রসদ আনতে,' কিথের কণ্ঠে আবারও অনিশ্চয়তা, 'নো স্ট্রাইকের স্টোরের অবস্থা ভালো নয়। হিউজের কারণে সাপ্লাই আসতে পারছে না; যত দিন গড়াচ্ছে, তত ফুরাচ্ছে মজুদ। ময়দা নেই, দুধ নেই...সবচেয়ে বড় কথা হিউজের বিরুদ্ধে লড়ার মতো অ্যামুনিশন নেই। যাবার আগে এড বলল, সব মিলিয়ে পঞ্চাশটা বুলেটও নাকি হবে না। তাই শহরবাসী আর আশপাশের রানশারদের বাঁচাতে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে বুড়ো এড,' একটু বিরতি দিয়ে আবার ধীর গতিতে বলতে লাগল, 'একবার রেইনি পাস পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেই এডকে আর ধরতে পারবে না হিউজ।'

'ঈশ্বর,' নোরার প্রার্থনাটা স্পষ্ট শুনতে পারল সবাই। 'নিরাপদে বের করে নিয়ে যাও এডকে। সাহায্য করো আমাদের।'

কিছুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে রইল জন। তারপর কঠোর গলায় বলল, 'আমার জন্যেও প্রার্থনা করো, মিস নোরা। তোমার ঈশ্বরকে বলো, আমাকেও যেন একটু সাহায্য করে,' বলেই আর দাঁড়াল না, উল্টো ঘুরল। ছুট লাগাল দরজার উদ্দেশে।

'কেন?' পিছন থেকে প্রশ্নটা না করে পারল না নোরা। 'তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

'ঈশ্বরের হয়ে এডকে সাহায্য করতে,' ভাঙা দরজাটার সামনে কয়েক মুহূর্ত থেমে দাঁড়াল জন। 'শুধু হিউজের হাত থেকে পালালেই হবে না বুড়োর, নো স্ট্রাইকের জন্যে রসদ আনতে হলে বেঁচে থাকতে হবে। রেইনি পাসে আইন নেই, দেখেছি আমি। একটামাত্র সেলুন আছে, সেটার মালিক খুব সম্ভবত হিউজের লোক। কাজেই এড উইক সেখানে গেলে...'

'কিন্তু তুমি যাচ্ছ কেন?' বাধা দিল কিথ। 'রসদ আনার দায়িত্ব এডের, তোমার নয়। সে রেইনি পাসে গিয়ে ধরা পড়লেও তোমার কিছু করার নেই। তুমি যেয়ো না, থাকো এখানে। শহরটা রক্ষা করতে হলে তোমার মতো শক্ত লোকের দরকার আমাদের। তুমি নেতৃত্ব দিলে আমরা সবাই মিলে ঠেকাতে পারবো হিউজকে।'

চোয়াল শক্ত করল জন। 'আমি এখন নো স্ট্রাইকের একটা রানশের মালিক। সুতরাং, এই শহরের জন্যে রসদ দরকার মানে আমার নিজের জন্যে রসদ দরকার। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যে সেটা আনতে গেছে, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য বলে মনে করছি,' বলেই আর অপেক্ষা করল না, দৌড়ে বেরিয়ে এল। লাফিয়ে নামল রাস্তায়।

চার

দূরের একটা মাঠে নিজের ঘোড়াটাকে ঘাস খেতে দেখল জন। দৌড়ে গিয়ে স্যাডলে চড়ল সে। জন্তুটার মুখ ঘুরিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল নো স্ট্রাইকে ঢুকবার প্রধান সড়কের দিকে। ওই পথেই বের হয়ে গেছে এড উইক।

ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। গুলির শব্দও নয়। আশ্চর্য হলো জন। *পালাতে পারলে ব্যানাকেও চলে যেতে পারে এড। আইনের সাহায্য চাইতে পারে। সেক্ষেত্রে বিপদে পড়বে হিউজ।*

অল্প কিছুটা গিয়েই রাশ টানল সে। দুশো গজ দূরে ঘোড়ার উপর বসে আছে দু'জন। নো স্ট্রাইকের দিকে নয়, বিপরীত দিকের বিটাররুটস পর্বত বরাবর তাকিয়ে আছে। *হিউজের লোক*—ভাবল জন

পিছনে ঘুরলেই জনকে দেখতে পাবে রাইডার দু'জন। স্যাডলের উপর অলস বসে আছে ওরা, আয়েশ করে সিগারেট ফুঁকছে। তার মানে, ওয়্যাগন রোডের উপর বেশ কিছুক্ষণ থাকবে ওরা, এক্ষুণি সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। ওদের কথোপকথনের আওয়াজ শুনতে পেল জন। কিন্তু দূরত্ব বেশি হওয়াতে বুঝতে পারল না কী বলছে। ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে পাশের জঙ্গলে ঢুকে গেল সে।

রাইফেল দিয়ে গুলি করে ওদের ঘোড়া দুটোকে ভড়কে

দেওয়া যায় কি না, ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। হয়তো আরও লোক আছে কাছেপিঠেই। গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসতে পারে। তখন সতর্ক হয়ে যাবে সবাই। জীবিত পালাতে দেবে না কাউকে।

আরও কিছুক্ষণ ভাবল জন। কিন্তু কোনও উপায় বের করতে না পেরে অস্থির বোধ করতে লাগল। তাকাল আশপাশে।

ধীরে ধীরে লম্বা হচ্ছে বিকালের ছায়া। সূর্য ডুবতে আর বেশি হলে ঘণ্টাখানেক বাকি। রাত নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়, কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে অনেক। হিউজকে ধোঁকা দিতে যে-কোনও জায়গায় চলে যেতে পারে এড। কাজটা ইতিমধ্যেই করে থাকলে অন্ধকারে ওর ট্রেইল খুঁজে বের করা মুশকিল হয়ে যাবে।

দিক অনুমান করে অচেনা জঙ্গলের ভিতর দিয়েই এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। সামনে, হাতের ডানে তাকাল। খাড়া একটা ঢাল নেমে গেছে নীচে। বিরাট কোনও গর্ত আছে কি না দেখবার জন্য এগোলো সেদিকে। কাছে গিয়ে দেখল, গর্ত আছে ঠিকই, কিন্তু তেমন বড় নয়। ঠিকমতো লাফ দিতে পারলে সহজেই পেরিয়ে যেতে পারবে ঘোড়াটা। লাগামের আদেশে ঘোড়াটাকে বেশ কিছুটা পিছাল জন। তারপর জোরে ছুটাল। লাফ দিয়ে গর্তটা পার হলো পিন্টো।

সামান্য এগোবার পর হরিণ চলবার একটা ট্রেইল খুঁজে পেল জন। সেটা ধরে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। জঙ্গলের আরও ভিতরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এতে হিউজের লোকদের চোখ-কান এড়ানো যাবে। ওয়্যাগন রোডটার বাঁকগুলো কল্পনা করল সে, সঠিকভাবে মনে পড়াতে জঙ্গলের গভীরে ঢুকবার পরও ঠিক পথে এগোতে পারল।

সামনে ঘন, উঁচু ঝোপঝাড়। মাঝেমধ্যে খোঁচা লাগছে কাপড়ে। পাত্তা দিল না জন। একই গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলল ঘোড়াকে। ধীরে ধীরে কমে এল ঝোপঝাড়ের পরিমাণ। বামে

মোড় নিল জন। শ'খানেক গজ এগোবার পর আবার উঠে এল ওয়্যাগন রোডে। রাইডার দু'জন ওর পিছনে, দূরত্ব মাত্র পঞ্চাশ গজ। এদিকেই তাকিয়ে আছে। জনকে দেখামাত্র ওদের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে দু'জনই হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করল। খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে।

দেরি করল না জনও। যত জোরে সম্ভব ছুটাল পিন্টোকে। পিছন থেকে গুলির শব্দ হলো। ওর কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট। ঘাড় নামাল জন, প্রায় মিশিয়ে ফেলল পিন্টোর কেশরের সঙ্গে। হাতে নিল নিজের সিক্স শ্যূটার। ঘাড় ঘুরাল, নিশানা করল, তারপর টেনে দিল ট্রিগার। দূরত্ব কমিয়ে এনেছিল রাইডার দু'জন; বাড়াতে বাধ্য হলো আবার।

ডানে ঘন গাছের সারি। ওয়্যাগন রোড ছেড়ে চটজলদি সেগুলোর ভিতর ঢুকে পড়ল জন। এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলল। পিছন থেকে গুলি চলল একাধিকবার, কিন্তু গাছের গায়ে বিঁধল সবগুলো। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল জন। আবারও কাছে এগিয়ে এসেছে রাইডার দু'জন। একজন লাগাম ছেড়ে দিয়েছে, পা দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে অবিরাম খোঁচা মারছে ঘোড়ার পেটে; একই সঙ্গে পিস্তলের চেম্বার খুলে গুলি ভরছে। আরেকজন হাতে তুলে নিয়েছে রাইফেল।

পিন্টোকে নিয়ে ফাঁকি দেওয়া যাবে না এদের, বুঝে গেল জন। ওদের ঘোড়া দুটো আরও তেজী। এভাবে চললে মিনিট পনেরোর ভিতর জনকে ধরে ফেলবে ওরা। তা ছাড়া ত্রিশ গজ সামনে হালকা হয়ে এসেছে ঘন গাছের সারি। পিছন থেকে গুলি ছুঁড়লে গাছে না-ও আটকাতে পারে।

সিক্স শ্যূটারটা হোলস্টারে ভরল জন। স্যাডলবুটে রাখা প্রিয় রাইফেলটা হাতে নিল। রাইফেল ব্যবহারে অভূতপূর্ব দক্ষতার জন্য ওর নাম ছড়িয়ে পড়েছিল এক সময়। এই রাইফেল দিয়েই অনেক আউট ল'কে ঘায়েল করেছে সে। দু'বছর পর আবার

পরীক্ষা দেওয়ার সময় হয়েছে।

রেকাবে ভর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে ডান দিকে ঝুঁকে পড়ল জন, বাম পা দিয়ে যথাসম্ভব আঁকড়ে ধরল পিন্টোর পেট। ঘাড় ঘুরাল, কাঁধে ঠেকাল রাইফেলের বাঁট। যত্ন করে নিশানা করবার দরকার নেই, কারণ আরোহী বা ঘোড়া–ঘায়েল হলেই যথেষ্ট। এক মুহূর্ত সময় নিল সে, তারপর টান দিল ট্রিগারে। পিছনের ঘোড়া দুটোর একটা বেশি কাছে চলে এসেছিল, সেটার গলা ছুঁয়ে আরোহীর ডানপাশের পাঁজরে বিঁধল বুলেট। আরোহী আছড়ে পড়ল মাটিতে।

দ্বিতীয় ঘোড়াটা ছিল সামান্য পিছনে। লাফিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল সেটা; পারল না, ধাক্কা খেল প্রথম ঘোড়াটার সঙ্গে। সেটার ঘাড়ে আটকে গেল লাফিয়ে ওঠা ঘোড়াটার সামনের দু'পা; ছয় ফিট উঁচু থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল সেটা। আরোহীর কী দশা হলো দেখতে পেল না জন, দেখতে চায়-ও না। স্যাডলে সোজা হয়ে বসল সে, তাকাল সামনে। রাইফেলটা ঢুকিয়ে রাখল জায়গামতো, হোলস্টারের ফিতে বাঁধল। কিছুটা কমাল পিন্টোর গতি। ছুটে চলল একটানা আধঘণ্টা। তারপর রাশ টেনে থামাল ঘোড়াটাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। পিন্টোর মুখ আবার বামে ঘুরাল সে। হাঁটিয়ে নিয়ে এগোলো ওয়্যাগন রোডটার দিকে।

ছুটবার সময় লক্ষ করেনি, এখন বুঝল জন, অনেক ভিতরে চলে এসেছে। ওয়্যাগন রোডটাতে উঠতে সময় লাগবে, বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট। কিন্তু উপায় নেই। একটানা দৌড়ে হাঁপিয়ে গেছে ঘোড়াটা। আবার ছোটালে প্রয়োজনের সময় দম পাবে না।

পশ্চিমে ঢলে পড়েছে সূর্য। বইতে আরম্ভ করেছে আইডাহোর ঠাণ্ডা সান্ধ্য-বাতাস। একবার কেঁপে উঠল জন, জ্যাকেটের বোতাম আটকালো। স্যাডল-ব্যাগ থেকে একজোড়া গ্লাভস্ বের করে পরল।

বেশ খানিকটা এগোবার পর একটা গর্তে কিছুটা বৃষ্টির পানি জমে থাকতে দেখল জন। ঘোড়াটাকে পানি খাওয়াতে নিয়ে গেল সেখানে। ক্যান্টিন থেকে নিজেও খেল দু'ঢোক। তারপর নেমে পড়ল স্যাডল থেকে। দুটো বিস্কুট বের করে খেতে আরম্ভ করল। ঘোড়াটা এগিয়ে গেল কাছের ঝোপঝাড়ের উদ্দেশে।

গর্তটার ধারে সামান্য ঘেসো জমি। সেখানে বসে পড়ল জন। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে, আবার রওয়ানা হতে হলে চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। অলস বসে থাকবার কারণেই এড উইকের ভাবনাটা পেয়ে বসল ওকে।

কিথ বার্ন বলেছে, এই এলাকা খুব ভালোমতো চেনে বুড়ো। ওর পিছু ধাওয়া করেছিল হিউজ সহ তিনজন। সোরেল পনিটাই এডের একমাত্র ভরসা। খুব স্বাভাবিকভাবেই ওয়্যাগন রোড থেকে সরে যাবে সে, অন্য ট্রেইল ধরবে। ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবে হিউজকে। হয়তো সেটাই করেছে। কিন্তু এড যদি রেইনি পাসে না গিয়ে প্রথমে রাউন্ড আপে যায়? তা হলে সব কষ্ট বৃথা।

কিছুক্ষণ পর দিগন্ত ফুঁড়ে বেরিয়ে এল চাঁদ। ক্লান্ত ভঙ্গিতে স্যাডলে উঠে বসল জন। ঘোড়াটা জোরে ছুটিয়ে হাজির হলো ওয়্যাগন রোডে। একমুহূর্ত দ্বিধা করল, তারপর রেইনি পাসের দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। এখন ওকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করতেই হবে।

একটানা ছুটে রেইনি পাসের বাইরে ঘোড়া থামাবার সময় খেয়াল করল সে, কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। তীব্র গতিতে বইছে বাতাস। ঠাণ্ডা বেড়ে গেছে আরও। যে-কোনও মুহূর্তে নামবে বৃষ্টি। স্যাডল থেকে নামল সে। রেইনকোটটা বের করে চাপাল জ্যাকেটের উপরেই। কাজটা শেষ হতে না হতেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল।

জেফ রাইডারের সেলুনটা হাতের ডানে আর বার্নটা বামে রেখে রেইনি পাসে ঢুকল জন। বার্নের দরজার সামনে থামল,

স্যাডল থেকে নেমে একেবারে নিঃশব্দে খুলল দরজাটা। গতরাতের মতোই এককোণে রাখল ঘোড়াটা। স্যাডল আলগা করল না; কারণ, টের পাচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে আবার ছুট লাগাতে হবে। পিন্টোকে খানিকটা যব খেতে দিয়ে দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে এল বাইরে।

ঠিক গত রাতের মতোই আছে রেইনি পাস—মরা। প্রাণের চিহ্ন বলতে আলোকিত সেলুন। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোলো জন। পায়ের নীচে ছিটকে উঠল কাদা।

হিচিংরেইলে একটা ঘোড়া বাঁধা দেখে সেটার সামনে থমকে দাঁড়াল সে। ভালোমতো দেখল ঘোড়াটা। কালো রঙের একটা সোরেল পনি। রঙ ও জাত দুটোই মিলে গেছে। ঘোড়াটার ডান নিতম্বের কাছে হাত রাখল সে, বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বুলাল। চামড়া কিছুটা উঁচু-নিচু মনে হওয়াতে বৃষ্টি আর বাতাস দুটোই আড়াল করে একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল। ব্র্যান্ড দেখল—কে.বি., মানে কিথ বার্ন। *তার মানে, প্রথমে রাউন্ড আপে যায়নি এড, হাজির হয়েছে এখানেই।* মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল জন।

হাত থেকে ম্যাচকাঠিটা ফেলে দিল সে। খুব ধীর গতিতে আগে বাড়ল। সতর্কতায় ঢিল দিতে রাজি নয়। এডের সঙ্গে হিউজ আর ওর দুই চ্যালাও হাজির হয়ে থাকতে পারে। হয়তো ঘোড়া রেখেছে অন্য কোথাও, বা শহরেই আনেনি। বাইরে জঙ্গলে বেঁধে হেঁটে প্রবেশ করেছে।

সেলুনের দরজার কাছে পৌঁছে থামল জন, দম নিল। হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল। তারপর এক ধাক্কায় দরজাটা খুলেই ঢুকে গেল ভিতরে। দেয়াল ঘেঁষে সরে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। খুব দ্রুত নজর বুলাল পুরো সেলুনে।

ন্যাকড়া দিয়ে বার পরিষ্কার করছিল জেফ, জনকে দেখে

থেমে গেল। কোণের একটা টেবিলে বিষণ্ণ মুখে বসে আছে এক বুড়ো। সত্তরের মতো বয়স। লিকলিকে পাতলা। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। ওর সামনে, টেবিলের উপর কানায় কানায় পূর্ণ এক গ্লাস হুইস্কি। জনকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল লোকটা। আপাদমস্তক মাপল একবার, তারপর আবার আগের মতোই উদাস হয়ে গেল। নিজের দিকে টেনে নিল হুইস্কির গ্লাস। ছোট্ট একটা চুমুক দিল।

এখনও তাকিয়েই আছে জেফ। বোধহয় বিশ্বাস করতে পারছে না যে, আবার ফিরে এসেছে জন। বাঁকা দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকাল জন। তারপর খুলে ফেলল হ্যাটটা। সেটাকে হাতে নিয়ে এগিয়ে গেল এডের টেবিলের দিকে। একটা খালি চেয়ার টেনে বুড়োর মুখোমুখি বসল। টেবিলের উপর থেকে উধাও হয়ে গেল এডের ডান হাত। সামান্য হাসল জন।

'জেফ, তোমার সেই কড়া কফিটা খাওয়াও তো আরেকবার। অনেক দূর থেকে এসেছি। সারাদিন বলতে গেলে কিছু পড়েনি পেটে।'

'হুইস্কি চলবে?' বারের পিছন থেকে জানতে চাইল জেফ।

'না। সারাদিনে বলতে গেলে কিছুই পড়েনি পেটে। খালি পেটে হুইস্কি সইবে না। মিস্টার এড উইকের মতো...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই এডের হাতে উঠে এল পিস্তল। সরাসরি জনের বুকে তাক করা।

'পিস্তল বের করেছ ভালো কথা,' পকেট থেকে তামাক, পাইপ আর ম্যাচবাক্স বের করতে করতে বলল জন। 'কিন্তু দয়া করে চালিয়ে দিয়ো না আবার। আমি হিউজের লোক নই। হলে হোলস্টারে নয়, হাতে থাকত সিক্সগানটা। আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে একা আসতাম না আমি,' পাইপ ধরাল জন। দু'বার কষে টান দিয়ে নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ল।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল এড। পিস্তলটা সরাল না।

বাম হাতে হুইস্কির গ্লাসটা তুলে নিল আবার, গিলল একটুখানি। কঠোর স্বরে জানতে চাইল, 'কে তুমি?'

উত্তর না দিয়ে চেয়ার ছাড়ল জন। বারে গিয়ে কফির কাপ নিয়ে এল। চুমুক দিতে দিতে বলল, 'জেফ, আমরা একটু প্রেমালাপ করবো। নিষেধ করলেও একটা কান এদিকে রাখবে তুমি, কাজেই মানা করলাম না। রাস্তায় কে এল, কে গেল—আরেকটা কান পেতে শুনলে এবং জানালে উপকার হয় আমাদের।'

নাক টানল জেফ। শূকরের ডাকের মতো শোনালো সেটা। 'বাইরে যে বাতাস!' কৃত্রিম আক্ষেপ ওর কণ্ঠে। 'একদল সৈন্য এলেও শুনতে পাবো না।'

'কান খাড়া রাখো,' পরামর্শ দিল জন। 'ঠিকই শুনতে পাবে,' ঘুরল এডের দিকে। 'আমি জন সিলভার লিভিংস্টোন। বেন হার্টনের পার্টনার।'

'তোমার কথা বলেছে বেন,' উদাসী চোখ দুটোতে কোনও পরিবর্তন ঘটল না। পিস্তলটাও সরল না। 'তুমি আমাকে চিনলে কী করে? আর জেফের সঙ্গেই বা এত খাতির কেন?'

'নো স্ট্রাইকে যাবার পথে গতকাল থেমেছিলাম এখানে। তখন পরিচয় হলো লোকটার সঙ্গে,' খালি কফির কাপটা একপাশে সরিয়ে রাখল জন। এডের নাম শুনল কী করে—প্রশ্নটার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল।

শুনে পিস্তলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল এড। কিছুক্ষণ অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জনের দিকে। তারপর হঠাৎ কৌতুক ফুটে উঠল ওর দু'চোখে। 'তুমি আমাকে বাঁচাতে নো স্ট্রাইক থেকে ছুটে এসেছ?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'ভালো বলেছ, যুবক। কথাটা সত্যি হলে তুমি একজন মহৎ লোক।'

'আমি নীচ না মহৎ জানি না,' নিভে যাওয়া পাইপে অগ্নিসংযোগ করল জন। 'তবে এই স্টেশন শহরটা হিউজের

দখলে—এটা জানা আছে ভালোমতোই।...বুড়ো খোকা, তুমি ফুটন্ত কড়াই থেকে জ্বলন্ত উনুনে লাফ দিয়েছ।'

চুপ করে রইল এড উইক।

'নো স্ট্রাইকের সাপ্লাই আর সাহায্য দরকার। ব্যাপারটা যে কারও জন্যে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কেন, সেটা খুব ভালোমতোই জানো তুমি। আমার মনে হয়, আমরা দু'জন একসঙ্গে কাজ করলে হিউজের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারবো নো স্ট্রাইকের মানুষগুলোকে।'

সময় নিয়ে ভাবল এড। কিছুক্ষণ পর মাথা নেড়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। একসঙ্গে কাজ করলে হয়তো বাঁচানো যাবে নো স্ট্রাইককে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, হুট করে বিশ্বাস করতে পারছি না তোমাকে।'

'বিশ্বাস করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই তোমার। তুমি একা নো স্ট্রাইককে রক্ষা করতে পারবে না। হয়তো আমিও না...'

ঠিক তখনই প্রচণ্ড এক ধাক্কায় খুলে গেল সেলুনের দরজা। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস নিমেষেই দখল করল ভিতরটাকে, কেঁপে উঠল সবাই। একটানা বৃষ্টি পড়ছে এখনও, সেই শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট। রেইনকোট গায়ে ভিতরে ঢুকল মার্ভ হিউজ। টপ টপ করে পানি পড়ছে ওর হ্যাট আর কোট থেকে। কোনও কারণে প্রচণ্ড বিরক্ত সে, চোখে-মুখে সেই ভাবের স্পষ্ট প্রকাশ। বিশাল গ্রিযলির দেহের আড়াল থেকে যেভাবে উঁকি দেয় তার বাচ্চা, ঠিক সেভাবে হিউজের পিঠের আড়াল থেকে উঁকি দিল বেঁটে ব্রাউন। আরেক পাশ দিয়ে পিছলে ভিতরে ঢুকল এক তালপাতার সেপাই। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, টলতে লাগল। সেটা শারীরিক দুর্বলতা না হুইস্কির প্রভাব, ঠিক বুঝল না জন।

এক মুহূর্তেই সব দেখা হয়ে গেল জনের। পর মুহূর্তে হোলস্টারে থাবা দিল সে, বের করে আনল ওর সিক্স শ্যুটার।

অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতায় চেয়ার ছাড়ল, চলে গেল বারের আড়ালে। পাশে দাঁড়ানো জেফকে জিজ্ঞেস করল, 'ঘুমাচ্ছিলে নাকি?'

'না,' ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বারটেন্ডার। 'তবে এখন বুঝতে পারছি, সেটা করলেই ভালো হতো।'

'বস্,' হিউজের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে ব্রাউন। হিউজের বিশালাকৃতির কারণে জনকে দেখতেই পায়নি। 'পেয়ে গেছি বুড়োকে। বলেছিলাম না, এখানেই পাওয়া যাবে? আর যাবে কোথায়...?' হঠাৎ সিক্স শ্যুটার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জনকে। কথা বন্ধ হয়ে গেল আপনা থেকেই।

'আবারও দেখা হলো তা হলে?' বাজ পড়ল বাইরে, কিন্তু হিউজের কণ্ঠে শোনা গেল সেই আওয়াজ।

'হ্যাঁ,' ধীর-স্থির, শীতল কণ্ঠে জবাব দিল জন। 'আবারও দেখা হলো।'

পাঁচ

নড়ছে না কেউই।

ন্যাকড়া দিয়ে পরিষ্কার বার অনর্থক পরিষ্কার করছিল জেফ, এবার ন্যাকড়াটা অকারণে হাতে ধরে রইল। পিস্তলের বাটের কাছে পৌঁছে গেছে এডের হাত, স্থির হয়ে রয়েছে সেখানেই। সাবধানী দৃষ্টিতে জনকে মাপছে হিউজ, টপ টপ করে পানি পড়ছে ওর বিশাল রেইন কোট আর টুপি থেকে। নিশপিশ করছে ব্রাউনের হাত, যে-কোনও মুহূর্তে থাবা দেবে হোলস্টারে।

তালপাতার সেপাই টলছে আগের মতোই; ঘাড় না ঘুরিয়ে একবার হিউজ, একবার এড, আরেকবার জনের দিকে তাকাচ্ছে। জন তাকিয়ে আছে হিউজ আর ওর দুই সঙ্গীর দিকে, আর কান পেতে শুনছে জেফ নড়াচড়া করে কি না।

নীরবতা ভাঙল এড। তরল কণ্ঠে বলল, 'মনে হচ্ছে আগেও মোলাকাত হয়েছে তোমাদের, জন। কিন্তু বোধহয় মিষ্টি কথা দিয়ে নয়, সীসা দিয়ে সম্ভাষণ জানাতে চেয়েছিলে একে অপরকে।'

কিছু বলল না জন। চোখ-কান খোলা রাখল।

'টম,' মুখ খুলল হিউজও। 'বুড়ো হাঁসটা বেশি প্যাঁকপ্যাঁক করছে। খেয়াল রেখো ওর দিকে।'

কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই পিস্তল হাতে নিল এড। ভেংচি কাটল, 'খেয়াল রেখো, টম। আমি বুড়ো মানুষ, হাত কাঁপে। উনিশ-বিশ কিছু করলে একটা সীসা ঢুকবে তোমার পেটে। যত হুইস্কি গিলেছ, সব বেরিয়ে যাবে ফুটো দিয়ে।'

নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল টমের। সতর্ক গলায় বলল, 'বস্, ওরা পিস্তল বের করে ফেলেছে আমাদের আগেই। দু'জনই কভার দিচ্ছে।'

আরও বিকৃত হয়ে গেল হিউজের মুখ। বিরক্তির সঙ্গে রাগ জমা হলো সেখানে। এডের টেবিলের দিকে এক পা এগোলো সে, কিন্তু বারের পিছন থেকে জনের শিস শুনে থেমে গেল। সেদিকে তাকিয়ে দেখল, সিক্স শ্যুটারটার নল ওর দিকেই তাক করা। দু'দিকে হাত ছড়াল সে। খালি হাত দুটো দেখাতে চায়। বলল, 'একটা ভালো প্রস্তাব দিচ্ছি, জন। মনোযোগ দিয়ে শোনো। বুড়ো হাঁসটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে যাও নো স্ট্রাইকে। যাবার সময় চুমু দেবো—ঠোঁট দিয়ে, বুলেট দিয়ে নয়। তারপর ব্রাউন আর টমকে সঙ্গে নিয়ে বসে পড়ব ওই টেবিলে,' ডান হাত উঁচু করে দূরের একটা টেবিল দেখাল। কিন্তু ভুলেও সেদিকে

তাকাল না জন, নিষ্পলক দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখল হিউজ আর ওর দুই সঙ্গীর উপর।

ধোঁকাটা কাজে লাগল না দেখে একটা গাল দিল হিউজ। তারপর আবার বলল, 'দশটা হুইস্কির বোতল নিয়ে বসবো আমরা। সেগুলো খালি হবার আগেই ভুলে যাবো আজ সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সব।'

'তারপর আগামীকাল সকালে পেশাব করার পর আবার মনে পড়বে সব কথা,' তীব্র ব্যঙ্গ জনের গলায়। 'তখন দল নিয়ে ছুটবে নো স্ট্রাইকে। আবার হামলা করবে কারও বাড়িতে, নাকি?'

রাগে লাল হয়ে গেল হিউজ, কিছু বলল না।

'তোমার সঙ্গে গ্রিযলির পার্থক্য নেই, হিউজ। কাজেই তুমি ঠোঁট দিয়ে চুমু দিলেও বেশ খানিকটা মাংস হারাতে হবে আমাকে। তোমাকে সুযোগটা দিতে পারলাম না বলে আন্তরিকভাবে দুঃখিত।'

দাঁতে দাঁত পিষল হিউজ। ওর চোয়ালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল।

হাসির শব্দ শোনা গেল। জন ছাড়া বাকিরা ফিরে তাকাল এডের দিকে। বলল বুড়ো, 'ভালো বলেছ,' জন। হিউজ আবার আমাদেরকে খাঁচায় বন্দী করতে চায়। নো স্ট্রাইকের সবাইকে ধীরে ধীরে, কষ্ট দিয়ে মারার ইচ্ছে ওর। লোকটা একটা খুনি, জন। কান দিয়ো না ওর কথায়।'

'কে বলল কান দিচ্ছি?' ঠাট্টা করবার সুযোগটা হারাতে চাইল না জন। 'হিউজ তো আর জর্জ ওয়াশিংটন না যে ওর ভাষণ কান পেতে শুনতে হবে।'

'তোমাদের যাবার কোনও জায়গা নেই,' হিউজের কণ্ঠে অহঙ্কার—যেন জনের খোঁচাটা লাগেইনি ওর গায়ে। 'পুরো পশ্চিম মন্ট্যানায় ছড়িয়ে আছে আমার লোকেরা। যেখানেই যাও, আমি ধরতে পারবো...'

'পুরো পশ্চিম মন্ট্যানায়?' কথাটার প্রতিধ্বনি করল জন। 'হতে পারে। কিন্তু এখানে? এই রেইনি 'পাসে? ব্রাউন আর টম ছাড়া কেউ নেই। সুতরাং, বাজে না বকে যার যার গানবেল্ট খুলে-ফেলো। তারপর ছেড়ে দাও হাত থেকে। আমি দেরি পছন্দ করি না।'

'গানবেল্ট খুলে ফেলার পর কী হবে?' কণ্ঠ শুনেই বোঝা গেল, রাগ চড়ছে হিউজের।

'অন্তত নিশ্চিত থাকো, প্যান্ট খুলতে বলবো না।...খোলো গানবেল্ট,' দ্বিতীয়বার আদেশ দিল জন।

'আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ব্যানাকে?' ফালতু কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাইছে হিউজ, আসলে সুযোগ খুঁজছে। 'তুলে দেবে তোমার বন্ধু জিম রবার্টসনের হাতে?'

'কথা বেশি বলছ, হিউজ। ফুটো হতে না চাইলে এক্ষুণি খোলো গানবেল্ট,' ধমক দিল জন। 'পশ্চিম মন্ট্যানায় তুমি আউট ল', তোমাকে খুন করলে কেউ অভিযোগ করবে না আমার বিরুদ্ধে। একদিক দিয়ে মরবে তুমি, আরেকদিক দিয়ে পালাবে তোমার চামচারা। প্রতিশোধ নেবার কথা চিন্তাও করবে না কেউ। খুনের তদন্ত করতেও উৎসাহ পাবে না আইনের লোক। কাজেই আমার পার পেয়ে যাবার সম্ভাবনা একশো ভাগ।'

অস্থির ক্রোধে ছটফট করতে করতে গানবেল্টের দিকে হাত বাড়াল হিউজ। ওর দেখাদেখি ব্রাউন আর টমও। খুব ধীরে, সময় নিয়ে। খানিকটা ডান দিকে সরে গেল জন। একই সঙ্গে তিনজনকে নজরে রাখতে চায়।

তিনজনের মধ্যে একমাত্র টমই অচঞ্চল। লোকটা একবারও দৃষ্টি ফেরায়নি জনের উপর থেকে। কিছুক্ষণ আগেও টলমল করছিল, কিন্তু গানবেল্টের স্পর্শ পেয়ে থেমে গেল সেটা। কিছুটা কুঁজো হয়ে দাঁড়াল। বেল্টের বকলস থেকে নেমে গেল ডান হাত। সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করছে। আড়চোখে সবই খেয়াল করল জন।

হঠাৎ হোলস্টারে থাবা দিল টম। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল জনের সিক্স-শ্যুটার। গুলিটা লাগল টমের ডান হাতে। চেঁচিয়ে উঠে হাত সরাল টম, দূর থেকেই রক্ত দেখতে পেল জন। অকেজো হয়ে গেছে হাতটা, বুঝতে কোনও অসুবিধা হলো না ওর।

'সাহস থাকা ভালো, টম,' চোখ সরু করল সে। 'কিন্তু অতিরিক্ত সাহসকে ক্ষেত্রবিশেষে বোকামি বলে,' কথা শেষ করতে পারল না, পিছনে একটা নড়াচড়া শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরাবার চেষ্টা করল। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ওর দিকে একটা হুইস্কির বোতল ছুঁড়ে মেরেছে জেফ। সোজা মাথার দিকে আসছে ওটা।

নিচু হয়ে এড়াতে চাইল জন, পুরোপুরি পারল না। হ্যাটের কোণা ছুঁয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল বোতল, চুরমার হয়ে গেল। ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল সে। সেই সুযোগে কাছে এসে পড়ল জেফ। সর্বশক্তিতে ধাক্কা দিল জনের কাঁধে। সামলাতে পারল না জন, পড়ে গেল মেঝেতে। বেকায়দায় পড়াতে গুলি করতে পারল না জেফকে। বাম হাঁটুর উপর ভর দিয়ে গড়ান খেল একটা। চলে গেল বারের নীচে। তারপরই ডান পা দিয়ে সর্বশক্তিতে লাথি মারল জেফের হাঁটুতে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল বারটেন্ডার। দু'হাতে হাঁটু চেপে বসে পড়ল ওর চেয়ারটাতে।

ওদিকে হতভম্ব হয়ে গেছে এড। সুযোগটা নিল হিউজ আর ব্রাউন। বিশাল দেহ নিয়েই ডান দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল হিউজ। চলে গেল একটা টেবিলের আড়ালে। টান দিয়ে ফেলল দুটো চেয়ার, আড়াল তৈরি করল। তারপর একটানে হোলস্টার থেকে বের করল পিস্তল।

বেঁটে ব্রাউন ততক্ষণে বসে পড়েছে মাটিতে। এক থাবায় বের করে ফেলেছে পিস্তল। নিশানা না করেই টেনে দিল ট্রিগার। এডের পায়ের কাছে, কাঠের মেঝের খানিকটা চলটা উঠে গেল। এক ধাক্কায় টেবিলটা ফেলে দিল বুড়ো। গোল টেবিলটা সামনে

পড়ে দু'বার গড়ান খেল, চলে গেল কিছুটা বামদিকে। ব্রাউনকে লক্ষ্য করে একটা গুলি ছুঁড়েই সেটার আড়ালে চলে গেল এড, বসে পড়ল। কাছের টেবিল থেকে আরও দুটো চেয়ার টেনে নিয়ে ফেলল দু'পাশে। আরও নিরাপদ করল নিজেকে।

বারের পিছনে শুয়ে দেখল জন, ভিতরে হাত দিচ্ছে জেফ। একটা শটগানের বাঁট দেখতে পাওয়ামাত্রই নির্দ্বিধায় ওর পায়ে গুলি করল জন। চিৎকার করে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে ফেলল লোকটা, তারপর পড়ে গেল মেঝেতে। ডান পা আঁকড়ে ধরে গোঙাতে আরম্ভ করল। ক্রল করে পিছিয়ে গেল জন, জেফের কাছাকাছি হওয়ামাত্রই কষে আরেকটা লাথি মারল লোকটার মাথায়। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। হাত বাড়িয়ে শটগানটা তুলে নিল জন।

'জন,' শোনা গেল হিউজের সেলুন-কাঁপানো চিৎকার। 'হেরে গেছ তুমি। জেফ সহ আমরা চারজন। আর তোমরা দু'জন। দু'জন বলাটা বোধহয় ভুল হলো। ব্রাউনের গুলিতে খুব সম্ভব পটল তুলেছে বুড়ো হাঁসটা...

ওকে কথা শেষ করতে দিল না এড উইক। টেবিলের আড়াল থেকে একবার গুলি করল দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার চেষ্টায় রত টমকে। শার্টের হাতায় টান লাগতে বসে পড়তে বাধ্য হলো টম। গড়ান খেয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু হুইস্কির প্রভাবে ভুল করে চলে এল খোলা জায়গায়। মুখ তুলে অসহায়ের মতো দেখল, ওর দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছে এড।

'হারামিটার কথা বিশ্বাস কোরো না, জন,' আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল সে। 'আমি ঠিকই আছি। শুধু তা-ই নয়, আটকে ফেলেছি টমকে। ডান হাতে একটু আগেই গুলি খেয়েছে সে, এবার খেয়েছে ডান কাঁধের নীচে। টম এখন বাতিল মাল।'

'শুনলে তো, হিউজ?' বারের পিছন থেকে গলা চড়াল জন। 'আরও কিছু দুঃসংবাদ আছে তোমার জন্যে। বাতিল হয়ে গেছে

জেফও। ওকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছি আমি। ভালোমানুষের মতো মেঝেতে শুয়ে আছে এখন।'

'তাতে কী?' হিউজের কণ্ঠে আগের ধার নেই। 'আমি আছি, ব্রাউন আছে। দুই-দুই। পালাতে পারবে না তোমরা। পিস্তল ফেলে দিয়ে ফুলবাবুর মতো উঠে দাঁড়াও।'

আবার ক্রল করল জন, সামনে এগোলো এবার। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ফেলে খুব সাবধানে উঁকি দিল বারের শেষ প্রান্ত থেকে। ব্রাউনকে দেখতে পেল না কোথাও। একটু আগেই এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকেছে দরজা দিয়ে। সুতরাং লোকটা যে সেলুনে নেই, বুঝতে পারল খুব সহজেই। আচমকা গুলির আওয়াজ হলো একটা। বারের এককোনার কাঠ খসে পড়ল ওর মাথায়। টেবিলের আড়াল থেকে গুলি করেছে হিউজ। অল্পের জন্য বেঁচে গেছে জন। তাড়াতাড়ি নিরাপদ আশ্রয়ে আবার ফিরে এল সে। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই কি দুই-দুই, হিউজ? একটু আগে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকেছে দরজা দিয়ে। ওখানে দাঁড়িয়ে ছিল ব্রাউন। এবার তোমার মোটা মাথাটা খাটিয়ে বলো তো, ব্রাউন কি আছে সেলুনে, নাকি কাপুরুষের মতো বাইরে চলে গেছে?'

উত্তর দিল না হিউজ।

শটগানটা একবার পরীক্ষা করল জন। পুরোপুরি লোডেড। 'শুধু তা-ই নয়...' আবার বলতে আরম্ভ করল সে, কিন্তু কথাটা শেষ না করে আচমকা উঠে দাঁড়াল। একবার নিশানা করেই হিউজ যে-টেবিলের পিছনে লুকিয়ে আছে, সেখানে গুলি করল। তারপর বসে পড়ল আবার। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে পিছিয়ে গেল কিছুটা। জানে, বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ব্রাউন; হয়তো জানালার পাশেই। এক্ষুণি গুলি চালাবে।

বদ্ধ সেলুনে শটগানের আওয়াজটা কামান দাগবার মতো শোনাল। গুলিটা প্রায় দু'ভাগ করে ফেলল টেবিলটাকে, শুয়ে থাকা

হিউজের ডান কাঁধ ঘেঁষে বেরিয়ে যাওয়ার সময় অনেকখানি চামড়া-মাংস নিয়ে গেল। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল দানবটা।

ওদিকে বাইরে বেরিয়েই সেলুনের জানালার পাশে পজিশন নিয়েছিল ব্রাউন। জনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে সরে এল মাঝখানে। তারপর গুলি করল পর পর তিনবার। জানালার কাঁচ ভেঙে ভিতরে ঢুকল বুলেট। কিন্তু আগেই জায়গা পরিবর্তন করাতে বেঁচে গেল জন।

'হিউজ,' আবার চেঁচাল সে। 'এবার কত-কত? মনে রেখো, আমার হাতে একটা শটগান আছে।'

গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে হিউজের ক্ষত থেকে। অবিলম্বে ব্যান্ডেজ বাঁধা দরকার, নইলে আরও ক্ষতি হবে-বুঝতে পারল সে। পিস্তলটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। মেঝেতে পড়ে ভারী ধাতব আওয়াজ তুলল অস্ত্রটা। দু'হাত উপরে তুলে টেবিলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। জোরালো কণ্ঠে আদেশ দিল, 'ব্রাউন, ভেতরে এসো। আমি আত্মসমর্পণ করছি।'

কিছুক্ষণ পর খুলে গেল দরজাটা। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল প্রথমে, তারপর ব্রাউন। টেবিলের আড়াল থেকে দেখল এড, বেঁটে লোকটার দু'হাত খালি।

'ব্রাউন,' বারের পিছন থেকে আদেশ দিল জন। 'দু'হাত মাথার উপর তুলে দাঁড়াও। একমাত্র তুমিই গুলি খাওনি। শটগান দিয়ে তোমাকে দু'টুকরো করার কোনও সুযোগ দিয়ো না আমাকে।'

বিনা দ্বিধায় হাত তুলল ব্রাউন।

'এড,' আবার আদেশ দিল জন। 'দেখো তো, হিউজ আর ব্রাউন দু'জনই হাত তুলেছে কি না,' বলতে বলতেই উঠে দাঁড়াল জন। জানত ওর কথা শুনে টেবিলের আড়াল থেকে উঁকি দেবে বুড়ো আর ওর দিকে তাকাবে হিউজ আর ব্রাউন। অন্তত একটা মুহূর্ত হলেও পাওয়া যাবে। সুযোগটা নিল সে। এড বলবার

আগেই বুঝে গেল, চালাকি করবার চেষ্টা করছে না হিউজ বা ব্রাউন। এখনও মেঝেতে শুয়ে আছে টম। জিতে গেছে জন।

'উঠে দাঁড়াও, এড,' টেবিলের আড়াল থেকে মুখ বের করা বুড়োকে উদ্দেশ্য করে বলল সে। আদেশটা পালিত হওয়ার পর আবারও বলল, 'ধীরে ধীরে হেঁটে চলে যাও বাইরে। পিস্তল নামানোর দরকার নেই। ওদের তিনজনের মধ্যে কেউ চোখের পাতা ফেললেও ফুটো করে দিয়ো। এখানে আইন নেই, কাজটার জন্যে কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে না তোমাকে। দরজার কাছে থেমে দাঁড়িয়ে কভার দিয়ো আমাকে।'

অক্ষরে অক্ষরে জনের আদেশ পালন করল এড উইক। সেলুনের দরজাটা খুলে ধরল বুড়ো, তারপর ঘুরল হিউজের দিকে। শটগানের বাঁট কোমরের বেল্টে ঠেকাল জন। ডান কনুই দিয়ে চেপে ধরল সেটা। ট্রিগারের উপর থেকে সামান্য সরাল না আঙুল। বারের নীচ থেকে শটগানটা নেওয়ার সময় সিক্স শ্যুটারটা হোলস্টারে ভরে রেখেছিল, বাম হাত ঘুরিয়ে বের করল সেটা। হিউজের বুকে তাক করল নলটা। শটগান তাক করা রইল অক্ষত ব্রাউনের পেট বরাবর। এরপর হাঁটা ধরল। দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরল। বলল, 'বেরিয়ে যাও, এড। প্রথমে কষে চড় লাগাও ওদের ঘোড়াগুলোর পাছায়। ছুটতে না চাইলে আকাশে গুলি করবে। তারপর আমাদের ঘোড়া দুটোর দড়ি খোলো।'

'তোমার ঘোড়া চিনি না আমি...'

'বাদামি রঙের পিন্টো। যাও, দেরি কোরো না।'

দরজা খোলা রেখেই বেরিয়ে গেল এড উইক। কিছুক্ষণ পর বাইরে থেকে ভেসে এল গুলির আওয়াজ। তারপর শোনা গেল ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। গোটা পাঁচেক চূড়ান্ত অশ্লীল গাল দিল হিউজ।

'উঁহুঁ,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'ভদ্রলোকেরা মুখ খারাপ করে না, হিউজ। আর তুমি তো বি-শা-ল ভদ্রলোক। এক

কাজ করো, তোমার পিস্তলটা লাথি মেরে পাঠাও আমার দিকে।'

হিউজের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, এক্ষুণি সে ঝাঁপিয়ে পড়বে জনের উপর। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

সিক্স শ্যুটার দিয়ে একটা গুলি করল জন। হিউজের পায়ের কাছের মেঝের চলটা তুলল সেটা।

'আগেও একবার বলেছিলাম,' কণ্ঠে কৌতুকের ভাবটা ধরে রেখে বলে চলল জন। 'তোমরা কালা বলে আবার বলতে হচ্ছে। দেরি সহ্য করতে পারি না আমি।'

দু'পা হাঁটল হিউজ, তারপর লাথি মেরে পিস্তলটা পাঠিয়ে দিল জনের দিকে।

'এবার, ব্রাউন, তুমি।'

এসে গেল ব্রাউনের পিস্তলও।

'তুমি আর বাকি থাকবে কেন, টম?'

উঠে দাঁড়াল টম। পিস্তল ছুঁড়ে দিল জনের দিকে। সামান্য নড়ল না জন, শটগান আর সিক্স শ্যুটারের নিশানা ঠিক রাখল আগের মতোই। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'এড, এখানে এসো তো। সোনার খনি পাওয়া গেছে, অন্য কেউ হাত দেয়ার আগেই দখল করতে হবে।'

আসবার পর এডকে পিস্তল তিনটা তুলে নিতে বলল জন। আদেশ পালন করল বুড়ো। তারপর আবার গিয়ে দাঁড়াল ওদের ঘোড়া দুটোর সামনে।

আরেকবার হিউজের চোখে চোখ রাখল জন। 'ভালো থেকো, হিউজ। আর খুঁজে দেখো চুমু দেয়ার জন্যে অন্য কাউকে পাও কি না,' কথা শেষ করেই দৌড় দিতে চেয়েছিল জন, হিউজের কথাটা কানে যাওয়াতে থেমে যেতে বাধ্য হলো।

'বার বার আমার কবল থেকে বাঁচতে পারবে না, বাউন্টি জন। পরের বার তোমাকে নিজ হাতে কবর দেবো আমি।'

'কবরে যেতে রাজি আছি,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল জন।

'কিন্তু একা নয়। তোমার সঙ্গে,' বলে আর অপেক্ষা না করে দরজাটা বন্ধ করে দিল সে। তারপর এক দৌড়ে চলে গেল এডের কাছে।

এখনও বৃষ্টি পড়ছে। পথ-ঘাট ভরে গেছে কাদায়। ছপ্ ছপ্ আওয়াজ তুলে পিন্টোর সামনে দাঁড়াল জন, তারপর অভ্যস্ত ভঙ্গিতে উঠে বসল স্যাডলে। পরমুহূর্তেই জোরে ছুটাল ঘোড়াটাকে। এডের সোরেল পনিটা আরও জোরে চলেছে। তাল রাখতে কষ্ট হলো জনের। বার্ন ছাড়িয়ে কিছুদূর যাওয়ার পরই পিছন থেকে গুলির শব্দ শুনতে পেল ওরা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল দু'জনই। দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ব্রাউন। হাতে একটা উইনচেস্টার। নিশানা না করেই চালাচ্ছে। একারণেই লাগাতে পারল না একজনকেও।

আরও কিছুদূর আসবার পর সোরেল পনির গতি কমিয়ে চেঁচিয়ে বলল এড, 'লাগাতে পারলে বুঝতাম, ব্রাউন পশ্চিমের সেরা বন্দুকবাজ।'

ওই ব্যাপারে মন্তব্য না করে বলল জন, 'কিথ বলেছে, এই এলাকাটা তোমার চেয়ে ভালো আর কেউ চেনে না। সুতরাং তোমার সোরেল পনিটা নিয়ে আগে থাকো। তবে বেশি জোরে ছুটিয়ো না ঘোড়াটা, আমার পিন্টো তাল রাখতে পারবে না।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই রেইনি পাস ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে এসে পড়ল ওরা। একটা সমতল তৃণভূমিতে হাজির হলো। ডানে মোড় নিল এড। ওকে ফলো করল জন। খেয়াল করল, উঁচু গাছে ছাওয়া বনভূমিতে প্রবেশ করতে যাচ্ছে ওরা।

রাশ টেনে ঘোড়া থামাল এড। ওর পাশে থেমে দাঁড়াল জন। অন্ধকারের মধ্যেই তাকাল বুড়োর দিকে।

'এত জোরে ছোটার দরকার নেই। ওরা তাড়া করবে না আমাদেরকে। কাজেই ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই। ঘোড়া দুটো দৌড়াতে গিয়ে খাদে পড়লে বিপদ ঘটবে আমাদের।'

কথাটা ঠিক। জিজ্ঞেস করল জন, 'এখান থেকে রাউন্ড আপ কতদূরে?'

'বেশি নয়, তবে রওনা হবার পর অনেক দীর্ঘ মনে হবে।'

'কেন?'

'আবহাওয়ার জন্যে। যে হারে বৃষ্টি হয়েছে, কাদার সমুদ্র হয়ে গেছে চারদিক। তুমি ওখানে যেতে চাও কেন?'

'নো স্ট্রাইকের জন্যে সাপ্লাই নিতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল এড উইক। জন ভেবেছিল কিছু বলবে লোকটা, কিন্তু এডকে টানা দু'মিনিটের মতো চুপ করে থাকতে দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলো সে। *এখনও কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না বুড়ো?*

আবারও ঘোড়া ছুটাল এড, এবার মধ্যম গতিতে। ওকে অনুসরণ করল জন। একটানা এগিয়ে চলল ওরা। বৃষ্টি থেমে গেল একসময়, মেঘ সরে গেল আকাশ থেকে। আরও পরে চাঁদ উঁকি দিল কালো মেঘের আড়ালে। সোরেল পনির কাছাকাছিই থাকায় জনের মুখে, পোশাকে কাদার ছিটে লাগল। কিন্তু দূরত্ব বাড়াল না সে। রাস্তা পরিচিত মনে হওয়াতে একবার ভাবল, বোধহয় নো স্ট্রাইকে ফিরে যাচ্ছে এড। কিন্তু আরও কিছুদূর এগোবার পর বুঝল, ওয়্যাগন রোড থেকে অনেকখানি সরে এসেছে ওরা।

কথা বলছে না এড। হয় নিজের ভাবনায় মশগুল, নইলে সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রেখেছে কাদায় ভরা পথের দিকে। লোকটা এমন নিশ্চিন্তে ঘোড়া ছুটাচ্ছে যে, জনের মনে হলো বুড়োর সামনে লণ্ঠন ধরে পথ দেখাচ্ছে কেউ। সঙ্গী হিসেবে এডকে পাওয়ায় মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল সে।

আরও পরে লাভা পাথরে ভরা একটা উপত্যকা পার হলো ওরা। সোরেল পনির গতি কমিয়ে জনকে কাছে আসবার সুযোগ দিল এড। 'সামনে একটা প্রাকৃতিক টানেল আছে। আজ রাতের

জন্যে আমরা সেখানেই আশ্রয় নেব। ঘোড়া হাঁটিয়ে এগুতে হবে সেখানে। একেবারেই আলো নেই জায়গাটায়।'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিল জন, কথাটা বোধগম্য হয়েছে ওর। টানেলটাতে ঢুকবার পর ওর মনে হলো, কফিনের বদলে ঘোড়ায় চেপে কবরে ঢুকেছে।

চারদিক নিকষ-কালো। এডকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলল জন। কিছুদূর যাওয়ার পর উপরে তাকিয়ে দেখল, কোনও কারণে টানেলটার একপাশের ছাদ ধসে পড়েছে। সামান্য আলো আসছে ওই জায়গা দিয়ে। ঘোড়া থামাল এড, রাশ টানল জনও।

একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল এড। নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে। তাকাল এদিক-ওদিক। কী যেন খুঁজছে। দু'কদম এগিয়ে গেল, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে ভুগতে ফিরে এল আবার।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল জন।

'গতবছর একবার এসেছিলাম এখানে। রাত কাটিয়েছিলাম এই টানেলেই। তখন কয়েকটা মশাল বানিয়েছিলাম আমি। চলে যাবার সময় রেখে গিয়েছিলাম এখানেই...' আঙুলে ছ্যাঁকা লাগায় হাত থেকে জ্বলন্ত ম্যাচকাঠিটা ফেলে দিল সে। মাটিতে পড়ে নিভে গেল সেটা। আরেকটা কাঠি জ্বালল এড। আবার বলল, 'কিন্তু কোথায় রেখেছি মনে করতে পারছি না...' কয়েক কদম পিছাল বুড়ো, থেমে তাকাল এদিক-ওদিক। উল্টো ঘুরে হাঁটা ধরল। মুহূর্তখানেক পরই গতি বেড়ে গেল ওর। টানেলের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত। বাম হাত বুলাতে আরম্ভ করল দেয়ালে। একটা খাঁজে ঢুকিয়ে দিল হাতটা, বের করে আনল একজোড়া মশাল। জনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ম্যাচকাঠির আগুনের সাহায্যে ধরাল একটা। তারপর প্রথম মশালের সাহায্যে দ্বিতীয়টাও। আলো আর ধোঁয়া দিয়ে ভরে গেল টানেল।

'ধরো,' একটা মশাল জনের দিকে বাড়িয়ে দিল এড। 'আমি কিছু কাঠ নিয়ে আসি। তুমি ততক্ষণে ঘোড়া দুটোর পরিচর্যা

করো,' আঙুল তুলে বামে ইঙ্গিত করল সে। 'ওখানে একটা ছোট্ট ঝরনা আছে।'

ঘোড়া দুটোর স্যাডল খুলতে আরম্ভ করল জন। জিজ্ঞেস করল, 'লাভা-পাথরে ভরা এই উপত্যকায় কাঠ পাওয়া যাবে?'

'যাবে। ভরসা রাখো আমার ওপর। একেবারে শুকনো আর চমৎকার কাঠ যোগাড় করবো,' মশালটা উঁচু করে ধরে বেরিয়ে গেল এড।

স্যাডল দুটো খুলে একপাশে, মাটিতে নামিয়ে রাখল জন। তারপর ঘোড়া দুটোকে ভালো মতো দলাই-মলাই করতে লাগল। কাজ শেষ হলে মশালটা উঁচু করে ধরে এডের নির্দেশিত পথে এগোলো। ঘোড়া দুটোকেও টেনে নিয়ে এল। কিছুটা যাওয়ার পর দেখল, পাথরের ফাটল থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সামান্য জল। নীচে একটা প্রাকৃতিক গর্ত, তাতে জমা হচ্ছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। উপরে আচ্ছাদন থাকায় পানি একেবারে টলটলে, পরিষ্কার। গর্তটার কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল জন। এক হাতে মশাল আরেক হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরা নিজের প্রতিবিম্বটা স্বচ্ছ পানিতে দেখতে পেল স্পষ্ট। দূর থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়বার আওয়াজ ভেসে আসাতে তাকাল সেদিকে।

গজ বিশেক সামনে আচমকা শেষ হয়ে গেছে টানেলের ছাদ; ঘণ্টাখানেক আগের মুষলধারার বৃষ্টির শেষ ফোঁটাগুলো টপ টপ আওয়াজ তুলে পড়ছে লাভা-পাথরের মেঝেতে, অসংখ্য ছোট ছোট গর্তে। আরেকটু দূরে সামান্য ঢালু হয়ে নেমে গেছে ঘেসো জমি। বসন্তের আলো-বাতাসে বেড়ে ওঠা কচি ঘাস শোভা বাড়াচ্ছে জমিটার। ঘোড়া দুটো ছেড়ে দিল জন, যেন ওরা ঘাস আর পানি দুটোই খেতে পারে।

স্যাডল দুটো যেখানে খুলে রেখেছিল, সেখানে ফিরে এল সে। মালপত্রের ভিতর থেকে ওর কফিপটটা বের করল। পানিপূর্ণ করবার জন্য আবার গেল প্রাকৃতিক ঝরনাটার কাছে। ফিরে এসে

দেখল, বেশ কিছু কাঠ নিয়ে এসে তাতে আগুন ধরাবার চেষ্টা করছে এড। পোড়া কাঠের গন্ধ নাকে লাগাতে নিজের মশালটা নিভাল জন। কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রচুর আলো, ধোঁয়া আর খানিকটা উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ল জায়গাটাতে।

জনের দিকে একবার তাকিয়ে বসে পড়ল এড। পা থেকে খুলে ফেলল বুটজোড়া। উপুড় করল ওগুলো, ভিতর থেকে ঝরঝর করে পানি পড়ল। দেখে ঠোঁট বাঁকা করে হাসল জন। মাঝারি আকৃতির দুটো পাথরখণ্ড যোগাড় করল সে, বসিয়ে দিল আগুনের ধারে। কফিপটটা রাখল পাথর দুটোর উপর। রেইনকোট, জ্যাকেট আর হ্যাট খুলে নামিয়ে রাখল মাটিতে, আগুনের কাছে, উত্তাপে শুকাবে। বহন করে আনা কাঠগুলো একপাশে স্তূপ করে রেখেছে এড, সেদিকে তাকাল একবার। বেশিরভাগই ওয়্যাগন ট্রেইনের ধ্বংসাবশেষ। চোখের ইশারায় সেগুলোর উপর এডের মনোযোগ আকর্ষণ করল সে, তারপর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই,' জনকে আশ্বস্ত করল এড। 'এইমাত্র হামলা করে কোনও ওয়্যাগন ভেঙে নিয়ে আসিনি,' হাত দুটো আগুনের তাপে সেঁকল কিছুক্ষণ। 'বছর দশেক আগে ওয়্যাগনটা এই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। গন্তব্য ছিল ওরিগন, কিন্তু পথ হারিয়ে চলে এল এখানে। ঘুরতে আরম্ভ করল পাহাড়ের গোলকধাঁধায়। পাহাড়টা পার হবার সময়,' হাত তুলে দূরের কোনও একটা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করল সে; কোনটা ঠিক বুঝল না জন। 'ডাকাতের পাল্লায় পড়ল…' জনকে উঠে দাঁড়াতে দেখে থামল।

কফিপটের পানি গরম হয়ে গেছে। মালপত্রের ভিতর থেকে কফি আর কিছু বিস্কুট নিয়ে এল জন। বেশিরভাগ বিস্কুট দিল এডকে।

'ভালো। তোমার মনে দয়ামায়া আছে তা হলে। ব্রেকফাস্টের

পর আমার পেটে কিছু পড়েনি।...হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ওই পাহাড়টা,' অজ্ঞাত পাহাড়টার দিকে আবার ইঙ্গিত করল এড। 'এমনই দুর্গম যে মাত্র এক ডজন লোক একশো সৈন্যকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। স্টেজ যাত্রীরাও ভালোই লড়ছিল। কিন্তু জনা ছয়েক পুরুষ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। জিতে গেল ডাকাতের দল। পরে সবাইকে হত্যা করল ওরা; নারী, শিশু, বৃদ্ধ—কাউকেই বাদ দিল না...

কফিপটে একমুঠো কফি ছাড়ল জন। এডের গল্পটা আকর্ষণীয়।

'এক ইন্ডিয়ান ধাপ্পাবাজ ছিল যাত্রীদের সঙ্গে। এই এলাকার পথঘাট কিছুই চিনত না, অথচ গাইড হিসেবে এসেছিল। কোনও কারণে ওকে খুন করল না ডাকাতেরা। ওর কাছ থেকেই পরে গল্পটা শুনেছিলাম আমরা। বছরখানেক আগে একবার এসেছিলাম এখানে, ঘুরতে। তখন খুঁজে পেলাম ওয়্যাগনটা। পড়ে আছে আগের মতোই, কেউ হাত দেয়নি। কাঠের দরকার পড়াতে চিড়ে রেখেছিলাম আগেরবার। সেখান থেকেই কিছু নিয়ে এলাম এখন।'

'ঘটনাটা যেখানে ঘটল, সেই পাহাড়টার নাম কী?'

'একসঙ্গে অনেকগুলো পাহাড় ওখানে,' আবারও ইশারা করল এড। 'নাম—"খুনের পাহাড়"।'

'খুনের পাহাড়?' জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলো জন।

'যাত্রীরা সবাই খুন হবার কারণে আমরা দিয়েছিলাম নামটা। পাল্টায়নি কেউ।'

দুটো টিনের পাত্রে কফি ঢালল জন। একটা এগিয়ে দিল এডের দিকে। হাত বাড়িয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে সেটা গ্রহণ করল বুড়ো। ওকে জিজ্ঞেস করল জন, 'এই আগুন কত দূর থেকে দেখা যাবে?'

'বিশ ফিট,' কফিতে চুমুক দিয়ে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে কাঁধ

ঝাঁকাল এড।

'আর ধোঁয়া?'

'দিনের বেলা হলে দেখা যেত,' এডের কণ্ঠে খুশির ছোঁয়া। 'এখন যাবে না।'

হাই তুলল জন, আড়মোড়া ভাঙল। 'তা হলে আগামীকাল রাউন্ড আপে গিয়ে রসদের ব্যবস্থা করছি আমরা?'

'অবশ্যই,' জোর গলায় উত্তর দিল এড। 'রসদের ব্যবস্থা করবোই। শুধু তা-ই নয়, ওখানকার ডেপুটি জো ডিবলনকে হিউজের ব্যাপারে সব খুলে বলবো। কাল ভোরে রওনা হলে আশা করি দুপুর নাগাদ পৌঁছে যাবো রাউন্ড আপে।'

'কোনদিকে যেতে হবে?'

'দক্ষিণে।'

চুমুক দিয়ে সামান্য কফি গিলল এড। সরু চোখে, পলক না ফেলে যাচাই করল জনকে। বরফের মতো শীতল গলায় আচমকা জিজ্ঞেস করল, 'জেফের সেলুনে হিউজ বলল, জিম রবার্টসন নাকি তোমার বন্ধু। ব্যাপারটা কী, জানতে পারি?'

'জিম রবার্টসনের বন্ধু হওয়াটা কি অপরাধ?'

'আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' পিস্তলের বাঁটের উপর চেপে বসল এডের হাত।

মিথ্যা বলে লাভ হবে না, বুঝল জন। হয়তো সবই জানে এড, যাচাই করে দেখতে চাইছে ওকে। মিথ্যা বললে খুব সহজেই ধরে ফেলবে বুড়ো।

'এককালে বাউন্টি হান্টার ছিলাম,' সংক্ষেপে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করল জন। 'জিম রবার্টসনের হয়ে কাজ করেছি কয়েকবার। সে জানত, আমি আসছি নো স্ট্রাইকে। আসার আগে ওর সঙ্গে দেখা করে এসেছি। আমাকে বলল সে, হিউজ কিছু একটা করছে এই এলাকায়। কিন্তু কাজটা কী, সেটা পরিষ্কার করে বলতে পারল না। জিম চেয়েছিল আমি যেন হিউজকে ধরে মন্ট্যানায়

নিতে যাই।'
'কোন অপরাধে?'
'আমিও জানি না। জিম সন্দেহ করে ওকে, তা-ই আটকাতে চায়। সুস্পষ্ট কোনও অভিযোগ নেই হিউজের বিরুদ্ধে। আসলে আমি নিজেও ধাঁধার মধ্যে পড়ে গেছি। জিম বলছে আমার পার্টনার বেন হাটন নাকি আড়ালে থেকে চালাচ্ছে হিউজকে...' দাঁড়িয়ে ছিল সে, হাঁটু গেড়ে বসল মাটিতে। নিচু হয়ে পাথরের উপর থেকে তুলে নিল কফিপটটা। আবার পূর্ণ করল হাতে ধরা টিনের কাপ। পটটা জায়গামতো রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াবার সময় স্থির হয়ে গেল একেবারে।
নিজের পিস্তলটা নিঃশব্দে হোলস্টার থেকে বের করেছে এড। জনের বুক বরাবর তাক করে আছে। 'জিম আসলে কাকে আটকাতে চায়, বাউন্টি জন? হিউজকে, নাকি বেন হাটনকে?' পয়েন্ট ফোর ফোরটাকে কক্ করল সে।

ছয়

তাক করা পিস্তলটাকে মোটেও পাত্তা দিল না জন। শব্দ করে পরিষ্কার করল গলা, তারপর খুব ধীরে একবার চুমুক দিল কফিতে। বসে পড়ল বেলেমাটির উপর। বলল, 'দু'বছর আগে বাউন্টি হান্টিং ছেড়ে দিয়েছি—চিরতরে। জিম রবার্টসনকে পরিষ্কার জানিয়েছি সেটা। এখন কাউকে ধরতে চাই না আমি, নো স্ট্রাইকে বেন হাটনকে সঙ্গে নিয়ে রানশ্ চালাতে চাই।'

কিছু বলল না এড। সরালও না পিস্তলটা। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল জনের দিকে।
কফিটা শেষ করল জন, টিনের কাপটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। শার্টের পকেট থেকে পাইপ বের করবার জন্য হাত বাড়াল। সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল এড, 'সাবধান! বাড়াবাড়ি কোরো না!'
'আমি নই, তুমিই বাড়াবাড়ি করছো। পাইপ বের করবো, ধোঁয়া গেলার সাধ হয়েছে,' বলে আর অপেক্ষা করল না জন। বের করল পাইপ, তামাক আর ম্যাচবাক্স। ধরাল পাইপটা। নাকমুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তাকাল এডের দিকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যবর্তী একটা আবেগের চিহ্ন মুখে নিয়ে হতাশ দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকিয়ে আছে বুড়ো।
'ইচ্ছে হলে গুলি করতে পারো আমাকে। তাতে একজন পার্টনার হারাবে, আর রাউন্ড আপ থেকে রসদ নিয়ে তোমাকে একাই যেতে হবে নো স্ট্রাইকে। কেউ সাহায্য করবে না। পথে হিউজ হামলা করলে বেঘোরে প্রাণ হারাবে।'
'বেন হাটনকে নিয়ে যেতে পারবে না তুমি,' এডের গলা শুনে পরিষ্কার বোঝা গেল, জনের ভয় দেখানোটা বিফলে গেছে।
বিরক্ত হলো জন। 'আমার কথা বিশ্বাস না হলে জিম রবার্টসনকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো। বার বার বলছি বেন তো বটেই, হিউজের বিরুদ্ধেও কোনও সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই ওর কাছে।'
'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল এড। 'কিথ বার্ন স্বয়ং আমাকে বলেছে যে বেন হাটনকে খুঁজছে জিম রবার্টসন।'
পাইপে টান দিতে গিয়ে খেয়াল করল জন, তামাক শেষ হয়ে গেছে। আবার তামাক পুরল সে। আগুন ধরিয়ে বলল, 'বিউয়েল বলল, গত শীতে তুষারপাতের কারণে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল রাস্তাঘাট, নো স্ট্রাইক থেকে বের হবার উপায় ছিল না কারও।

কথাটা কি ঠিক?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল এড।

'তা হলে কিথ খবরটা যোগাড় করল কী করে?'

'হিউজ নো স্ট্রাইকে প্রথমবার হামলা করার সপ্তাহখানেক আগে ব্যানাকে গিয়েছিল সে। তখন কথা বলেছিল জিম রবার্টসনের সঙ্গে।'

'কিথ ফিরল কবে?'

'হিউজ ওর বাহিনীকে সরিয়ে নেওয়ার পরদিন।'

'তুমি একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছ, এড,' প্রসঙ্গ পাল্টাল জন। 'জিম রবার্টসন মন্ট্যানার ইউ.এস. মার্শাল। সুতরাং ফেডারেল ক্রাইম না হলে বেনের বিরুদ্ধে কিছু করবে না সে। দুই নম্বর কথা হচ্ছে, সে নিজে যথেষ্ট সুস্থ-সবল। বেনকে ধরার দরকার হলে নিজেই আসত, আমাকে পাঠানোর দরকার হতো না।'

পিস্তল নামিয়ে নিল এড। তবে হাতেই রাখল অস্ত্রটা, হোলস্টারে ভরল না। মৃদু গলায় বলল, 'যুক্তি আছে তোমার কথায়। কিন্তু তারপরও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আপাতত ছেড়ে দিলাম তোমাকে। চলো আমার সঙ্গে রাউন্ড আপে। রসদ নিয়ে নো স্ট্রাইকে ফেরার পর বেন হাটনকে জিজ্ঞেস করলেই সব কিছু পরিষ্কার জানা যাবে।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল জন। 'একটা প্রশ্নের জবাব দাও তো,' কফির পটটা এডের দিকে এগিয়ে দিল সে। 'বেন হাটনের প্রতি তোমার এত দরদ কেন?'

'আমার বড় ছেলেটাও অনেকটা ওর মতো ছিল। একটু বোকাসোকা আর খুব দুরন্ত, চঞ্চল। কাজ পারত ভালোই, কিন্তু সরল ছিল বলে শুধু ঠকতো।'

'ছিল মানে?' কী বলবে এড, বুঝবার পরও প্রশ্নটা না করে পারল না জন।

'ঠিক বাইশ বছর বয়সে মরল ছেলেটা,' শুকনো গলায় উত্তর

দিল এড। 'মদ খাইয়ে ওকে মাতাল বানাল এক আউট ল'। তারপর শো ডাউনে বাধ্য করল...' আর কিছু বলল না সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আগুনের দিকে। চিকচিক করছে দু'চোখ।

মাথার অনেকখানি উপরে উঠে গেছে সূর্য। কিন্তু রাউন্ড আপের রাস্তায় কাদা শুকায়নি এখনও। শহরটাতে প্রাণ আছে, একনজর দেখেই বুঝল জন। দালানের সংখ্যা যেমন বেশি, লোকের আনাগোনাও তেমনি যথেষ্ট। রাস্তার একপ্রান্তে হোল্ডিং পেন–ভিতরে অনেকগুলো গরু। যেখানে-সেখানে ঘোড়া বাঁধা। হোল্ডিং পেনটার পিছনে একসারিতে অনেকগুলো দালান–সবগুলোর শেষে জেলহাউস। সেদিকে এগোলো জন আর এড। ঢুকল ভিতরে।

স্টোভের আগুনের কারণে ঘরটা গরম, প্রশান্তিদায়ক। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল, ডেস্কের পিছনের সুইভেল চেয়ারটাতে প্রায় ডুবে আছে হালকা-পাতলা দেহের এক যুবক। বয়স বেশি হলে আঠারো। হাবেভাবে অলসতার ছাপ প্রকট। চোখে অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য আর তাচ্ছিল্যের মিশ্র বহিঃপ্রকাশ। আয়েশ করে চুমুক দিচ্ছে কফির কাপে। ওদিকে হাঁ হয়ে খুলে আছে সেলারের দরজা, সেটা বন্ধ করবার গরজ নেই যুবকের।

'জো ডিবলন কোথায়?' জানতে চাইল এড।

ঘাড় উঁচু করে এমনভাবে তাকাল যুবক যে, নিজেকে পৃথিবীর ঘৃণ্যতম জীব বলে মনে হলো জনের। ঢলঢলে শার্টটা ধরে সামান্য ঝাড়া দিল যুবক। বুকের বাম দিকে আটকানো তারাটা দেখিয়ে দিল স্পষ্ট।

'কী হয়েছে জো ডিবলনের?' আবার প্রশ্নটা করল এড, একটু ঘুরিয়ে।

'অসুস্থ,' এমনভাবে বলল যুবক যেন অসুস্থ হওয়াটা অপরাধ। 'চিৎ হয়ে পড়ে আছে বিছানায়। কোনও ঝামেলা পাকিয়ে থাকলে গোপন না করে বলে ফেলো।'

যুবকের কথা শুনে রাগে গা জ্বলে গেল জনের। কিন্তু মুখ বন্ধ করে রইল সে, এডকেই কথা বলবার সুযোগ দিল।

'কোনও ঝামেলা হয়নি,' বলল এড উইক। 'একটা ব্যক্তিগত কাজ ছিল ওর সঙ্গে,' বলে জনের হাত ধরে টান দিল বুড়ো। বেরিয়ে এল জেলহাউসের বাইরে।

'যেমন শহর তেমনি তার মার্শাল,' অভিযোগ জানাল এড। 'দেখেই মনে হচ্ছিল চামড়া ছাড়িয়ে নেই,' নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'জো ডিবলনের বয়স হয়েছে, আজকাল প্রায়ই অসুস্থ থাকে। অবশ্য খুব একটা সমস্যাও হয় না এখানে। মাতালদের খেদানো বা ট্রেইল ড্রাইভের সময় হাতে উইনচেস্টার নিয়ে বসে থাকা ছাড়া তেমন কোনও কাজ নেই রাউন্ড আপের মার্শালের। ওই ছাগলটাকে,' বাম হাতের বুড়ো আঙুল বাঁকা করে জেলহাউসের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'তারপরও কেন মার্শাল বানাল এরা, বুঝতে পারলাম না।'

মন্তব্য করল না জন। যার যার ঘোড়ায় চড়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল ওরা। শহরের মার্কেন্টাইল স্টোরকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে সোরেল পনির রাশ টানল এড। থামল জনও। ঘোড়া থেকে নেমে একটা দোতলা, সাদা রঙের বাড়ির দরজায় করাঘাত করল এড। দুর্বল গলায় ভিতরে ঢুকবার আদেশ দিল একটা ভরাট পুরুষ কণ্ঠ। হলওয়ে পেরিয়ে একটা প্রায় অন্ধকার কামরায় প্রবেশ করল ওরা।

জো ডিবলন শুয়ে আছে বিছানায়। চোখ-মুখ মৃতের মতোই ফ্যাকাসে। এডকে দেখে কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করল। 'এড? শুনলাম নো স্ট্রাইকে বন্দি হয়ে আছো তোমরা...' হঠাৎ নিভে গেল ওর সমস্ত আগ্রহ, দুশ্চিন্তার ছায়া নেমে এল

চেহারায়। আগের মতোই আবার শুয়ে পড়ল। জনের মনে হলো, কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে রাউন্ড আপের মার্শাল জো ডিবলন।

কথাটা ধরল এড। 'তা হলে আমাদের অবস্থা জানো তুমি?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল জো, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হ্যাঁ, জানি। কিন্তু কিছু করতে পারিনি,' কম্বল-ঢাকা ডান পা-এর দিকে ইঙ্গিত করল। 'পায়ে গুলি খেয়েছি আমি।'

ব্যাপারটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল জন। 'গুলিটা কে করেছে? হিউজ? নাকি ওর লোকদের কেউ?'

ক্লান্ত দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল জো। তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল এডের দিকে। চোখে জিজ্ঞাসা।

'ওর নাম জন সিলভার লিভিংস্টোন। নো স্ট্রাইকে একটা রানশ্ কিনেছে। গতকাল নো স্ট্রাইক থেকে পালিয়েছি আমি। কাজটা করতে আমাকে সাহায্য করেছে সে।'

আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জো। 'আমাকে গুলি করেছে টম, হিউজের বাম হাত। সতর্ক করতে চেয়েছে, যেন নো স্ট্রাইকের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি না করি। গুলি খেয়ে জেলহাউসের মেঝেতে পড়ে গেলাম আমি, তারপর ওরাই আমাকে বাসায় শুইয়ে দিয়ে গেল। বলতে গেলে খোঁড়া হয়ে গেছি,' আহাজারির মতো শোনাল কণ্ঠটা।

'তারপর ওরাই শেরিফ বানাল ওই যুবককে?'

'হ্যাঁ। ওর নাম লি ক্রেইগ। টমের ছোট ভাই। বড় ভাইয়ের চেয়েও বেশি ধূর্ত আর চালুহাত।'

'সব জানিয়ে বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে তুমি একটা মেসেজ পাঠাতে পারতে ব্যানাকের মার্শাল জিম রবার্টসনের কাছে,' বলল জন।

'পারতাম,' স্বীকার করে পাশের ঘরের বন্ধ দরজার দিকে ইঙ্গিত করল জো। 'আমার স্ত্রী শুয়ে আছে ওখানে। গুরুতর

অসুস্থ। কেউ ওর পরিচর্যা না করলে...। হিউজ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, কিছু করার বা কাউকে কিছু জানানোর চেষ্টা করলে নিজ হাতে খুন করবে আমাকে। তারপর আমার স্ত্রীকে। ওকে খুব ভালোবাসি আমি। সে ছাড়া আর কেউ নেই আমার। তা ছাড়া প্রতিদিন লাঞ্চের সময় একবার আর ডিনারের সময় একবার এখান দিয়ে চক্কর দিয়ে যায় লি। নজর রাখে আমার উপর। নিয়মিত খবর নেয় কাউকে কোথাও পাঠালাম কি না। আমার হাত-পা বেঁধে ফেলেছে ওরা। আমি অসহায়।'

'তোমাকে খুন করলেই তো ওদের ল্যাঠা চুকে যেত,' কিছুটা রাগত স্বরে বলল এড। 'করল না কেন?'

'করল না,' উত্তরটা দিল জন। 'কারণ এভাবে কাজ করে না ওরা। কোনও আউট ল'-ই করে না। লোকের ভয়ই হচ্ছে হিউজের মতো লোকদের পুঁজি। অস্ত্র আর গায়ের জোরে ত্রাসের রাজত্ব টিকিয়ে রাখে ওরা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, জো মারা পড়লে চাপা থাকত না ঘটনাটা। আইনের লোককে খুন করা ফেডারেল ক্রাইম, সুতরাং গা ঝাড়া দিয়ে উঠত ইউ.এস. ডিপার্টমেন্ট অভ জাস্টিস। পাঠাতো কোনও টেক্সাস রেঞ্জার বা বাউন্টি হান্টারকে। ব্যাপারটা ভালো হতো না হিউজের জন্যে। আরও একটা কথা আছে। জোকে মেরে ফেললে হয়তো লিকে শেরিফ বানাতে দিত না রাউন্ড আপের লোকজন। ওরা হয়তো এমন কাউকে বসাতো জো-এর জায়গায়, যার অসুস্থ স্ত্রী নেই। হিউজ রগচটা হতে পারে, কিন্তু নির্বোধ নয়।'

'স্ত্রী আমারও আছে,' তর্ক করল বুড়ো। 'সে-ও অসুস্থ, কিন্তু তারপরও আমি নো স্ট্রাইক ছেড়ে বের হয়েছি। এমন নয় যে রসদ নিয়ে চড়া দামে বিক্রি করার ইচ্ছে আছে আমার। লোকের উপকার করার জন্যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছি। কাপুরুষের মতো ঘরে শুয়ে থাকিনি।'

কথাটা শুনে লাল হয়ে গেল জো ডিবলনের চেহারা। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'অ্যালিস ছাড়া আর কেউ নেই আমার; আমি ছাড়া আর কেউ নেই অ্যালিসের। সবাই তোমার মতো সাহসী নয়, এড। আমি দুঃখিত। তোমাদের সাহায্য করতে পারিনি, হয়তো পারবোও না।'

'চলো, জন,' মুখ ঝামটে বলল এড। 'নো স্ট্রাইকে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই আমাদের। অনর্থক এসেছিলাম জো-এর কাছে...'

'হয়তো,' বাধা দিয়ে বলল জো। 'স্টোর হাউস থেকেও কোনও সাহায্য পাবে না তোমরা। সেটার মালিককেও ভয় দেখিয়েছে হিউজ। লোকটার শরীর মোটা, মাথাটা নয়। আগেই বুঝেছে, নো স্ট্রাইক থেকে পালিয়ে কেউ হয়তো আসবে এখানে, সাহায্য চাইবে। তাই রাউন্ড আপের সবাইকে বলেছে, সাহায্য করলেই জীবন দিয়ে খেসারত দিতে হবে ভুলটার। তোমরা রসদ যোগাড় করতে পারলেও লাভ হবে বলে মনে হয় না। তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার যথাসম্ভব চেষ্টা করবে হিউজ।'

দাঁতে দাঁত পিষল এড। 'কিন্তু তাই বলে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবো না আমরা,' বলে আর অপেক্ষা করল না, হাঁটা ধরল দরজার উদ্দেশে।

বাইরে বের হওয়ার পর জন বলল, 'জোকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না,' পিন্টোর কাছে এগিয়ে গেল। 'লোকটা বুড়ো, অসুস্থ। তার ওপর...'

'থাক, হয়েছে,' হাত তুলে জনকে বাধা দিল এড। 'আর বোলো না। আমি...' আরও কিছু বলতে চাইছিল সে। কিন্তু জনকে ঘাড় উঁচু করে তার দিকে তাকাতে দেখে থেমে গেল।

'কী ব্যাপার?' চাপা স্বরে জানতে চাইল সে।

'ব্রাউনকে দেখেছি, আমি নিশ্চিত,' জনের কণ্ঠেও উত্তেজনা। 'ঘোড়া নিয়ে স্টোর হাউসের পাশের গলিটাতে ঢুকেছে লোকটা।'

ঘাড় ঘুরাল এড, তাকাল স্টোর হাউসের পাশের গলিটার

দিকে। 'ব্রাউন হলো হিউজের ডান হাত। সুতরাং ব্রাউনকে দেখা যাওয়া মানে সঙ্গে হিউজও আছে।'

'একটু আগে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে জো, আমাদেরকে কোনও সাহায্য করতে পারবে না সে। সুতরাং...

'সুতরাং লুকানোর কোনও জায়গা নেই আমাদের। এবার ধরা পড়তেই হবে হিউজের হাতে...' কেঁপে উঠল এডের কণ্ঠ।

এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। শেষ করতে না পারা বাক্যটা বলল আবার, 'সুতরাং এবার আগে হামলা করতে হবে আমাদের।'

সাত

'এই শহরে কোথায় যাবো আমরা? কোথায় লুকাবো? নাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করবো? তারপর পালাবো? কিন্তু...' প্রস্তাবটার অসাড়তা বুঝতে পেরে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল এড নিজেই। 'তাতে কোনও লাভ হবে না।'

লম্বা করে শ্বাস টানল জন। ছাড়ল ধীরে-সুস্থে। রেইনি পাস ছেড়ে বের হওয়ার পর থেকে ওদের দু'জনের দলটার নেতৃত্বে দিচ্ছে এড উইক। এবার পালা এসেছে ওর। থমকে গেছে বুড়ো লোকটা, হতভম্ব হয়ে গেছে। কী করতে হবে, ভেবে বের করতে পারছে না। হিউজকে দেখে নয়, হিউজ এসে থাকতে পারে–অনুমান করেই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

অনেকেরই এমন হয়, দেখেছে জন। একটা মহৎ উদ্দেশ্য

নিয়ে কাজ শুরু করে ওরা; কিন্তু কোনও কারণে কাজটা থেমে গেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, স্থির হয়ে যায় নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো। নো স্ট্রাইকের জন্য রসদ নিয়ে যাবে ভেবে জান বাজি রেখে ছুটেছিল এড, কিন্তু এখন রসদ যোগাড় করতে পারবে কি না সন্দেহ জাগাতে আস্থা হারিয়ে ফেলেছে নিজের উপর। স্টোর হাউসের গলির দিকে তাকাল জন। কাউকে দেখা যাচ্ছে না সেখানে। এডের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত লড়তে চাই আমি। তুমি রাজি আছো?'

'আছি,' গলায় তেমন জোর নেই এডের।

'শোনো, আমার মনে হয়, ইচ্ছে করেই দেখা দিয়েছে ব্রাউন। সেটাও হিউজের একটা চাল। এখনও আমাদেরকে খুন করতে চায় না সে, ভয় দেখিয়ে তাড়াতে চায়। আমরা নো স্ট্রাইকে চলে গেলেই আপাতত আর কিছু করবে না শয়তানটা। ভেবে দেখো, লি ওর নিজের লোক। রাউন্ড আপে এসে এখানে-সেখানে খোঁজাখুঁজি করার চাইতে লি-এর কাছে গিয়ে আমাদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করাটাই কি সহজ নয়? প্রথমে সেটাই করেছে হিউজ। জেনেছে, আমরা এসেছি রাউন্ড আপে। এখন নিজে আরাম করে বসে আছে কোথাও, আর ব্রাউনকে পাঠিয়েছে ঘোড়া নিয়ে চক্কর দিতে। আমার অনুমান ভুল হলে তোমাকে একটা নতুন স্যাডল কিনে দেবো, কথা দিলাম,' থামল সে, কী যেন ভাবল। তারপর আবার বলল, 'আমরা এখন আক্রমণ করবো হিউজকে। নিজেকে অনেক বড় মনে করে সে, দম্ভটা চূর্ণ করবো। চলো আমার সঙ্গে,' বলতে বলতে স্যাডলে উঠে বসল সে। এডও চড়ল ওর ঘোড়ায়। আবার সাহস ফিরে পেয়েছে লোকটা।

স্টোর হাউসের পাশের গলিতে ঢুকল জন। ওর ঠিক পিছনেই আছে এড। গলিটা ধরে এগোলো ওরা। আশেপাশে দালানের সংখ্যা কিছুটা কম। সে-কারণে লোকের উপস্থিতিও নগণ্য। স্ট্রিট ল্যাম্পের পাশে একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে অলস বসে আছে এক

ভবঘুরে। দামি পোশাক গায়ে ছাতা মাথায় হেঁটে আসছে দুই মহিলা। ব্রাউন বা ওর সাদার উপরে কালো ছিটওয়ালা ঘোড়াটার পাত্তা নেই।

'ভুল করেছ মনে হয়, জন,' পিছন থেকে বলল এড।

'না, ভুল করিনি,' জোর গলায় বলল জন।

'তা হলে ওরা লুকিয়ে আছে কোথাও।'

'লুকিয়ে আছে?' আশ্চর্য হলো জন। 'কার ভয়ে? আমাদের?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'রাউন্ড আপে মোট কতগুলো সেলুন আছে, এড?'

'দুটো। একটা হোটেলে। আরেকটা ওই গলিতে,' হোল্ডিং পেনের সামনের একটা গলির দিকে ইঙ্গিত করল এড।

'লোক সমাগম কোনটাতে বেশি হয়?'

'হোটেলের সেলুনটাতে।'

'চলো, প্রথমে ওখানেই দেখি,' পিন্টোকে আবার সচল করল জন।

গলিটার কাছে পৌঁছেই রাশ টানতে বাধ্য হলো ওরা। হিচিংরেইলের উপর নজর পড়েছে দু'জনেরই। একটা বিরাট ডান বাঁধা আছে সেখানে। হিউজের ট্রেডমার্ক।

'হিউজ!' এডের কণ্ঠে সতর্কতা। 'শোনো, জন। আমরা কোথায় আছি হয়তো এখনও জানে না সে। ওকে থাকতে দাও এখানেই। চলো, কেটে পড়ি। পরাজয় মেনে নেয়া ছাড়া উপায় দেখছি না।'

'না,' বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল জন। 'অনেক হয়েছে, আর নয়। হিউজকে ওর দলের লোকদের সামনে অপমানিত করতেই হবে। ওদের বিশ্বাসে চিড় ধরাতে চাই আমি। চলো,' এডকে কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে পিন্টোকে আগে বাড়াল জন। হিউজের ডানের কাছাকাছি পৌঁছে নামল স্যাডল থেকে। বাঁধল ঘোড়াটাকে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওর কাজ দেখল এড, মন্তব্য করল না।

'শোনো,' নিচু গলায় এডকে বলল জন। 'হিউজ, ব্রাউন বা টম–তিনজনের যে-কোনও একজন বা তিনজনই বসে আছে জানালার পাশে। আমাদেরকে আসতে দেখেছে। কিছু একটা করার মতলবে আছে ওরা। আমি যাচ্ছি ভেতরে। তুমি পিস্তল হাতে অপেক্ষা করো। আমি ডাকলে ভেতরে যাবে,' কথা শেষ করে হোলস্টার থেকে সিক্সশ্যুটারটা বের করল সে, ধাক্কা দিয়ে সেলুনের দরজা খুলল। তারপর দৌড় দিল উর্ধ্বশ্বাসে।

সেলুনের জানালায় ময়লা কাঁচ, আলোর প্রবেশাধিকার তাই সীমিত। ভিতরটা মোটামুটি অন্ধকার। একদৌড়ে বারের কাছে পৌঁছে গেল জন। কোণ ঘুরেই চলে গেল আড়ালে। তারপর তাকাল সামনে। একই সঙ্গে সিক্স শ্যুটারটা তাক করল দরজার দিকে।

দরজার দু'পাশে বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে ব্রাউন আর টম। ওদের হাতে পিস্তল নেই। তারমানে জনকে গুলি করতে নয়, ধরতে চেয়েছিল ওরা। কিন্তু সে যে দৌড়ে ঢুকে যাবে, কল্পনাও করেনি। হাতের বামে এক সারিতে কতগুলো টেবিল। মাঝখানেরটাতে বসে আছে হিউজ। কাঁধে ব্যান্ডেজ, চোখে রাগ। ওর পাশের চেয়ারে বসেছে লি ক্রেইগ।

'শুনলাম,' তরল গলায় বলল জন। 'আমাকে নাকি তুমি খুঁজছ, হিউজ?'

উত্তর দিল না হিউজ। লির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এর কথাই বলেছিলাম।'

উঠে দাঁড়াল লি। 'এরকম শান্তিপূর্ণ একটা জায়গায় দৌড়ে ঢুকেছ তুমি। চমকে দিয়েছ রাউন্ড আপের লোকদের। আবার হাতে পিস্তল নিয়ে অনর্থক ভয় দেখাচ্ছ। মিস্টার জন, আমি থাকতে রাউন্ড আপে চলবে না এসব। ভালো চাইলে পিস্তলটা হাত থেকে ফেলে দাও। তারপর দু'হাত তোলো মাথার উপর। তোমার জন্যে আদর্শ জায়গা হচ্ছে সেলার...'

রাস্তার নেড়ি কুকুরের দিকে যেভাবে তাকায় লোকে, ঠিক সেভাবে রাউন্ড আপের বর্তমান শেরিফের দিকে তাকাল জন। তারপর ডানদিকে সামান্য ঘুরল। একটা ট্রেতে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে এগিয়ে আসছিল বারটেন্ডার, জনকে দৌড়ে ঢুকতে দেখে থমকে গেছে। এখনও দাঁড়িয়েই আছে হতভম্বের মতো, নড়ছে না। হিউজরা চারজন, বারটেন্ডার আর সে—এই ছয়জন ছাড়া আর কেউ নেই সেলুনে। সিক্স শ্যটারটা কক্ করে বলল, 'মিস্টার লি, সেলার কার জন্যে আদর্শ, সঠিকভাবে বুঝতে পারোনি তুমি। সহজ কথাটা বুঝতে না পারার কারণে তোমার মগজটা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে আমার মনে এবং এখন বুঝতে পারছি, তোমার জন্যে আদর্শ জায়গা হচ্ছে হোল্ডিং পেন। এক কাজ করো তোমরা সবাই। চাঁদির উপর হাত রাখো। এত সুন্দর হাতগুলো না দেখলে মন ভরছে না আমার।'

কঠোর দৃষ্টিতে জনের দিকে তাকাল লি। 'আইনের লোকের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি?'

'না। শিখে নেবো পরে এক সময়,' বলতে বলতে লির পায়ের কাছে গুলি করল জন। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত চাঁদিতে রাখল লি। ব্রাউন আর টমও করল কাজটা। জনকে কিছুক্ষণ শীতল দৃষ্টিতে জরিপ করবার পর হিউজও হাত তুলে টুপি স্পর্শ করল।

'ব্রাউন আর টম,' আবার আদেশ দিল জন। 'দরজার কাছ থেকে সরে একেবারে কোণায় গিয়ে দাঁড়াও। হাত চাঁদিতেই থাকবে, নামবে না।' আদেশটা পালিত হওয়ার পর বলল, 'লি, এবার তোমার ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। আমার দিকে তাকিয়ে থাকবে। তোমার চাঁদমুখটা বার বার দেখতে চাই।'

জনের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হেনে ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল লি ক্রেইগ।

'এড,' চেঁচাল জন। 'ভেতরে এসো,' বুড়ো ভিতরে ঢুকবার পর আবার বলল, 'পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে ওদের হোলস্টার খালি

করো। কেউ সামান্য নড়লেই গুলি চালিয়ো। খুশি হবে জো ডিবলন।'

ব্রাউন আর টমের পিস্তল তুলে নিল এড। তারপর জনের লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে এগিয়ে এল সেন্টার টেবিলটার দিকে। হিউজ আর লির হোলস্টার থেকেও তুলে নিল পিস্তল। তারপর ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল দরজার দিকে। সামান্য হেসে বলল, 'বাইরে কাদার সমুদ্র হয়ে আছে জন। তুমি বললে পিস্তল চারটাকে ভাসিয়ে দিতে পারি সেখানে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জন। বাইরে গেল এড। পর পর চারবার থপ্ থপ্ আওয়াজ শোনা গেল। তারপর জিন্সের কাদা পরিষ্কার করতে করতে ভিতরে এল বুড়ো।

ঘৃণা আর রাগে বিকৃত কণ্ঠে জানতে চাইল হিউজ, 'এসব করে তুমি পার পাবে না, জন। একবার, শুধু একবার যদি ধরতে পারি তোমাকে...খালি হাতে ছিঁড়ে ফেলব।'

'তা-ই নাকি? আমাকে খালি হাতে ছেঁড়ার শক্তি আছে তোমার? যদি মনে করো আছে, তা হলে একটা সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে। এখানে, এক্ষুণি। হাতাহাতি লড়াই করবো তোমার বিরুদ্ধে। দেখবো তোমার মুরোদ কত।'

প্রস্তাবটার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচেকা খেয়ে চুপ করে রইল হিউজ।

'কী, ঘাবড়ে গেলে নাকি? মারামারিতে তুমি জিতলে আমি আর এড খালি হাতে ফিরে যাবো নো স্ট্রাইকে। আর আমি জিতলে তোমাকে জেলে ভরবো। রাজি আছো?'

'আমাকে জেলে আটকে রাখবে কে?'

'তোমাকে জেল থেকে জ্যান্ত বের করবে কে?' পাল্টা প্রশ্ন করল জন। 'তোমার সঙ্গে লিকেও একই সেলে ভরবো।'

'যদি তোমার প্রস্তাবটা গ্রহণ না করি?'

'তা হলে তোমাকে একটা পিস্তল দেবে এড। তারপর শো

ডাউন হবে আমাদের। যদি মনে করো আমাকে হারাতে পারবে, নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে যাও।'

কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল হিউজ। 'তোমার মাথা খারাপ, বাউন্টি জন। নিজে বাউন্টি হান্টিং করেছ বছরের পর বছর। টাকার জন্যে খুন করেছ নিরপরাধ লোকদের। ওদেরকে কি এভাবেই শো ডাউনের জন্যে ফুসলাতে? আমি বোকা নই, তোমার ফাঁদে পা দিচ্ছি না।'

গানবেল্ট খুলে বারের উপর রাখল জন। 'তা হলে আর দেরি কোরো না। খালি হাতে লড়তে আরম্ভ করো। তোমার তিন চামচাকে বলো চুপচাপ লড়াইটা দেখতে। কিছু করার চেষ্টা করলে ওদেরকে গুলি করবে এড।'

জনের দিকে এমনভাবে তাকাল হিউজ, যেন দেখতেই পাচ্ছে না ওকে। হাত দিয়ে মাপবার ভঙ্গি করল সে। ওর ছয় ফিট সাত ইঞ্চি দেহের তুলনায় চার ইঞ্চি খাটো জনকে আরও ছোট করে দেখাল। তারপর পরিহাসের সুরে বলল, 'তুমি লড়বে আমার বিরুদ্ধে? আরেকবার ভেবে দেখো।'

'জন,' অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল এড। 'হিউজ তোমাকে ভর্তা করে ফেলবে।'

'এর আগেও বড় বড় গাছ কাটতে গিয়ে দেখেছি,' অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল জন। 'গোড়ায় পচন ধরেছিল সবগুলোরই। হিউজও ব্যতিক্রম নয়। মিস্টার বারটেন্ডার, হাতেই রেখো বিয়ারের গ্লাসভর্তি ট্রেটা। নামিয়ে রাখলে এড মনে করবে তোমার উদ্দেশ্য মহৎ নয়। তখন তোমাকে লক্ষ্য করে দুটো সীসা পাঠালে দোষ দিয়ো না ওকে,' হ্যাটটা খুলে গানবেল্টের পাশে নামিয়ে রাখল সে। সিক্স শ্যূটারটা দিল এডের হাতে। 'আরও পিছিয়ে যাও, এড। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াও। সেলুনের মাঝখানটা ফাঁকা করে দাও। তোমার পিস্তল তাক করে রাখো বারটেন্ডারের দিকে আর সিক্স শ্যূটারটা হিউজের চামচাদের দিকে।'

মাথা নেড়ে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করল এড উইক। বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল জনের দিকে। কিন্তু কিছু বলল না। সামান্য পিছিয়ে গিয়ে ভর দিল দেয়ালে, তারপর দুই পিস্তলের নল তাক করল দু'দিকে।

'লড়াইটা শেষ হলে,' দু'হাত মুঠি পাকিয়ে পজিশন নিল হিউজ। 'নো স্ট্রাইকে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবে না তোমার। হয় বুড়ো হাঁসটা নিয়ে যাবে কোনরকমে, না পারলে কবর দেবে তোমাকে।'

'মুখ বন্ধ রাখো, হিউজ,' দু'কদম এগিয়ে গেল জন। 'নাকি হাতের বদলে মুখ দিয়ে লড়াই করো তুমি?'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে সোজা জনের দিকে ছুটে এল হিউজ। জনকে বারের সঙ্গে পিষে ফেলতে চায়। ওর গতি দেখে কিছুটা থতমত খেয়ে গেল জন। বিশাল শরীর নিয়েও দ্রুত দৌড়াচ্ছে লোকটা। হিউজের দু'হাত ওর কাঁধ স্পর্শ করবার আগেই সরে গেল সে। কিন্তু খুব বেশি দূরে গেল না।

বারের কোনা ধরে গতিটা থামাল হিউজ, ভারসাম্য রক্ষা করল। ততক্ষণে বেশ কাছে এগিয়ে এসেছে জন। টপাটপ দুটো ঘুসি বসিয়ে দিল হিউজের নাকেমুখে। প্রথমটা লাগল নাকে, দ্বিতীয়টা বাম চোখের নীচে। একটা গর্জন করে ঘুরল হিউজ। অন্ধের মতো দু'হাত চালাল। নিচু হয়ে এড়াল জন। উঠবার সময় ঝেড়ে একটা লাথি কষাল হিউজের তলপেটে। কুঁজো হয়ে গেল লোকটা। মুহূর্তের মধ্যেই খানিকটা দূরে সরে গেল জন, হিউজের বাম চোখের নীচে আবার দুটো ঘুসি হাঁকাল। তারপর সরে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

হাঁপিয়ে গেছে দু'জনই। জন মেরে, হিউজ মার খেয়ে। দানবটার বাম চোখের নীচের চামড়া কেটে গেছে, রক্তের স্রোত নেমে এসেছে সেখান থেকে। ভ্রূর কাছাকাছি থেঁতলে গিয়ে নীল হয়ে গেছে। নাকের ভিতর থেকেও বের হচ্ছে রক্ত। নাকের রক্তটা মুছবার চেষ্টা করল হিউজ, এবং ভুল করল। ওকে অপ্রস্তুত

পেয়ে চোখের পলকে কাছে এগিয়ে এল জন। প্রথমে একবার লাথি মারল হিউজের হাঁটুতে। ডান হাত দিয়ে জায়গাটা স্পর্শ করতে গেল হিউজ। খেসারত হিসেবে আরও দুটো ঘুসি হজম করতে হলো।

কিন্তু এবার জন সরে যাওয়ার আগেই বাম হাতে ঘুসি চালাল হিউজ। ঘুসিটা লাগল জনের মাথায়। চোখে অন্ধকার দেখল জন, পড়ে গেল মাটিতে। উঠে বসবার আগেই ওর পেটে ডান পা দিয়ে সর্বশক্তিতে একটা লাথি মারল হিউজ। ছিটকে পাঁচহাত দূরে গিয়ে পড়ল জন।

হিউজ আর এগোচ্ছে না। চোখ পিট পিট করে ঘোলা হয়ে যাওয়া দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইছে। বুজে আসা বাম চোখের পাতা জোর করে খুলে রাখবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। ওদিকে প্রচণ্ড ব্যথায় কুঁকড়ে গিয়ে পেটে হাত দিয়ে উঠে বসবার চেষ্টা করছে জন। মেঝেতে পড়ে গেল একবার। তারপর চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে উঠে বসল। লাথিটা পুরোপুরি কাবু করে ফেলেছে ওকে।

হিউজই সামলে নিল আগে। একটা বিভৎস চিৎকার করে এগিয়ে এল। এক লাথিতেই জনের অবস্থা খারাপ করে ফেলেছে, বুঝতে পারছে স্পষ্ট। আবারও লাথি মারল সে, গড়িয়ে সরে যেতে চাইল জন। পারল না পুরোপুরি, ওর কাঁধে লাগল আঘাতটা। অনিচ্ছাকৃতভাবে দু'বার গড়াতে হলো ওকে।

জনের বুক উদ্দেশ্য করে লাথিটা হাঁকিয়েছিল হিউজ; লাগলে লড়াইটা শেষ হয়ে যেত সঙ্গে সঙ্গে। কাঁধে লাগাতে চরকির মতো ঘুরে গেল জন। ওর পা দুটো চলে গেল হিউজের পায়ের কাছাকাছি। লম্বা করে দম টেনে দুই পা দিয়ে দানবটার দুই হাঁটুতে জোরে লাথি মারল সে। ঠিকমতোই লাগল আঘাতটা। ব্যথায় বিকৃত হয়ে গেল হিউজের চেহারা। সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়াল জন। খুব কাছাকাছি হওয়াতে ঘুসি মারা যাবে না বুঝে

ডান কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিল হিউজকে—বুক আর পেটের সংযোগস্থলে। হুস করে ফুসফুসের সব বাতাস বের করে দিল হিউজ, পিছিয়ে গেল দু'পা। সুযোগ বুঝে আবার ঘুসি মারল জন। প্রথমে হিউজের বুকে, গলায়, ঠোঁটে; তারপর একটানা বাম চোখের নীচে। হিউজও হাত চালাল কয়েকবার—জনের বুকে, পেটে আঘাত করল। পাত্তা না দিয়ে বারের উপর থেকে একটা বিয়ারের বোতল তুলে নিল জন। ভাঙল হিউজের মাথায়। হিউজের কপাল বেয়ে একই সঙ্গে গড়িয়ে নামল বিয়ার আর রক্ত।

দূরে সরে গেল জন, হাঁপাতে লাগল। টলছে হিউজ, কিন্তু পুরোপুরি কাবু হয়নি। গতরাতে শটগানের গুলিটা ওর ডান কাঁধে আঁচড় না দিলে আজ দানবটা সত্যিই ভর্তা করে ফেলত জনকে। এত মার খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথা যে-কারও। কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়ে আছে হিউজ। সময় দিচ্ছে নিজেকে, হাঁ করে যত বেশি সম্ভব বাতাস টেনে নিচ্ছে ভিতরে। বাম হাত দিয়ে বুজে যাওয়া বাম চোখ স্পর্শ করল সে। তারপর রক্তভরা হাতটা দেখল। ধীরে-সুস্থে আবার আগে বাড়ল। কাছে এসে বাম হাতে ঘুসি চালাল। প্রস্তুত ছিল জন, মাথা সামান্য বাঁকিয়ে এড়াল। এবার উঠে এল হিউজের ডান হাত, অনেক ধীরে। এড়াবার চেষ্টা করল না জন। ধরল হাতটা, তারপর ক্ষিপ্রগতিতে জায়গা বদল করল। এগোলো সামনে, ফলে আচমকা টান পড়ল হিউজের ব্যান্ডেজে, ব্যথায় আবার চিৎকার করে উঠল সে। হাতটা ছেড়ে দিল জন, তারপর প্রার্থনা করবার ভঙ্গিতে একত্র করল নিজের দুই হাত। মাথার উপর তুলল, সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনল হিউজের ডান কাঁধের ক্ষতস্থানের উপর। এরপর টেনে ছিঁড়ে ফেলল ব্যান্ডেজ। চোখে পানি এসে গেল হিউজের, সামান্য ঘুরেই লাথি মারল জনের পেটে। ঠিকমতো না লাগলেও মেঝেতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল জন।

বাম হাতে কাঁধ চেপে ধরে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল হিউজ

শ্রাব্য-অশ্রাব্য গাল আর ভয়ঙ্কর সব অভিশাপ দিচ্ছে জনকে। একটা গড়ান দিয়ে সরে গেল জন। আচমকা উঠে দাঁড়াল, ছুটে গিয়ে কষে লাথি মারল হিউজের মুখে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল দানবটা। আবারও লাথি মারল জন, এবার মাথায়। হিউজ পুরোপুরি নিস্তেজ হওয়ার আগ পর্যন্ত মারতেই থাকল। এডের চিৎকারে হুঁশ ফিরল ওর, হিউজ অজ্ঞান হয়ে গেছে বুঝতে পেরে সামলে নিল নিজেকে। উবু হয়ে চুল ধরে টেনে তুলল হিউজের মাথা, জোরে ঠুকে দিল কাঠের মেঝেতে। লম্বা করে একটা দম নিয়ে প্রশমিত করল রাগ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ব্যথায় টনটন করছে আঙুলগুলো। কয়েকবার মুঠি পাকাল আর খুলল ওগুলো। ব্রাউন আর টমের উদ্দেশে বলল, 'ওকে নিয়ে তোলো স্যাডলে।'

রক্তশূন্য মুখে এগিয়ে এল ওরা। হিউজের দু'হাত ধরল দু'জন। টেনে নিয়ে চলল রক্তাক্ত লোকটাকে। দরজার কাছে পৌঁছে গেছে, এমন সময় বলে উঠল লি, 'আমাকে জেলে আটকানোর চেষ্টা কোরো না, বাউন্টি জন। একদিন আমি ছাড়া পাবোই, আর সেদিন খুন করব তোমাকে।'

বারের উপর থেকে হ্যাটটা তুলে মাথায় দিল জন। গানবেল্টটা পরবার সময় বলল, 'মুখ বন্ধ রাখো। তোমার দুধের দাঁত দেখা যাচ্ছে,' সিক্স শ্যুটারটা হোলস্টারে ভরল সে।

সেলুনের দরজার কাছ থেকে আচমকা শোনা গেল জো ডিবল্নের দুর্বল কণ্ঠ, 'কী ব্যাপার, কী হচ্ছে এখানে?'

উত্তর দিল না কেউ।

জো-এর দিকে তাকাল জন। ব্যাপারটা হাস্যকর মনে হলো ওর কাছে। এতক্ষণ মারামারি হলো, এলো না জো; অথচ সব শেষ হয়ে যাওয়ার পর পা দিয়েছে সেলুনে। কোমরে আবার গানবেল্টও ঝুলিয়েছে। হোলস্টারের কিনারা থেকে ঝুলে আছে চকচকে একটা বাঁট। ভীতু লোকটা এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সেলুনের

বাইরে, নিশ্চিত হলো জন। *সব দেখেছে বাইরে থেকে, পরিস্থিতি নিরাপদ বুঝে নিজের দাপট দেখাবার চেষ্টা করছে।*

ডান পা-টা কাঠের পায়ের মতো টেনে টেনে আরও কিছুটা এগিয়ে এল জো। ওর মুখ চুন, ঠোঁট দুটো রক্তশূন্য। বলল, 'লি, জোর করে আমার ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছ তুমি। সেটা ফিরিয়ে নিতে এসেছি আমি। শার্ট থেকে তারাটা খোলো, তারপর দাও আমার হাতে...'

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই লির হাতে ভেল্কিবাজির মতো উদিত হলো একটা ডেরিঞ্জার। জো-এর দিকে তাক করল সেটা। কিন্তু গুলি করবার আগেই শোনা গেল একটা সিক্স শ্যুটার গর্জাবার আওয়াজ। আরও একবার গর্জাল অস্ত্রটা, লির বুকের বামদিকে পাশাপাশি দুটো গর্ত তৈরি হলো। কাটা গাছের মতো সেলুনের মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল ছেলেটা। প্রাণহীন হাত থেকে ছুটে গেল ডেরিঞ্জারটা, পড়বার সময় ধাতব শব্দে কারও মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করল।

আপনাআপনি সবার চোখ ঘুরে গেল জনের দিকে। ওর কোমরের কাছে ধোঁয়া উড়ছে।

'ধ...ধন্যবাদ, জন,' জো-এর ফ্যাকাসে চেহারা আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

সিক্স শ্যুটারের চেম্বার খুলল জন, গানবেল্টের খাঁজ থেকে দুটো গুলি নিয়ে ভরল সেখানে। 'ফালতু কথা না বলে তারাটা খুলে নাও।'

উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লির কাছে গিয়ে শার্ট থেকে তারাটা খুলে নিল জো। সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর একবার তাকাল জনের দিকে, তারপর নিজের শার্টের বামদিকে লটকে দিল সেটা।

'শোনো, জো,' মুখ খুলল এড। 'বুকে তারাটা ঝুলিয়েছ, তুমি এখন রাউন্ড আপের মার্শাল। হিউজ আর ওর চামচাদেরকে তোমার জেলে আটকাতে চায় জন। কিন্তু তুমি ওদেরকে আটকে

রাখতে পারবে বলে মনে হয় না। এখন কী করবে বলো।'

দ্বিধান্বিত দৃষ্টিতে এডের দিকে তাকাল জো। 'আমাকে সাহায্য করার জন্যে কেউ থাকলে নিষেধ করতাম না আমি। কিন্তু···হিউজ এখানে বন্দি—জানতে পারবেই ওর লোকেরা। তখন হয়তো ওকে ছাড়িয়ে নিতে আক্রমণ করবে রাউন্ড আপে। শহরের লোকজন এমনিতেই হিউজের ভয়ে কাবু হয়ে আছে। ওকে আটকালে হয়তো ওরা···ব্যাপারটা ঠিক মেনে নেবে না,' জনের অগ্নিদৃষ্টি সহ্য করতে না পেরে নীচের দিকে তাকাল লোকটা। মিনমিনে গলায় বলে চলল, 'সন্ধ্যার আগেই জড়ো হবে জেলহাউসের সামনে, হিউজকে ছেড়ে দেবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকবে। নিজেদের নিরাপত্তাটা বড় করে দেখে ওরা···'

আর শুনতে চাইল না জন। ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'যাও, শকুনের দল। তোমাদের নেতাকে নিয়ে কেটে পড়ো। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবে নাকি পথে কবর দেবে—তোমাদের ইচ্ছে।'

হিউজকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল ওরা দু'জন। অনেক কষ্ট করে বিশাল ডানটার স্যাডলে তুলল। পথে যেন পড়ে না যায়, তা-ই একটা দড়ি দিয়ে বাঁধল। তারপর চড়ল যার যার ঘোড়ায়। ব্রাউন ধরল ডানের লাগাম। ঘোড়া হাঁটিয়ে আগে বাড়ল ওরা। সেলুনের বোর্ডওয়াকের উপর দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া দেখল জন, এড আর জো।

দুর্বৃত্তের দল দক্ষিণ দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়ার পর মুখ খুলল জো, 'হিউজের ব্যাপারে সব জানিয়ে একটা চিঠি লিখব আমি, বিশ্বস্ত কাউকে দিয়ে চিঠিটা পাঠাব কাউন্টি শেরিফের কাছে। কাছাকাছিই আছে সেনাবাহিনীর একটা ছোট দল, ওদেরকে ব্যাপারটা জানাবে শেরিফ। আশা করি সেনাদল হিউজের একটা ব্যবস্থা করবে। এখন চলো, তোমাদের হয়ে ওকালতি করে দেখি স্টোর হাউসের মালিককে রাজি করতে পারি কি না। তোমাদের

যা-যা দরকার, পেয়ে যাবে আশা করি।'

'উপকারের প্রতিদান দিচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল জন।

'মনে করো সেটাই,' মৃদুস্বরে বলল জো।

'খবর পেয়ে সেনাদলের নো স্ট্রাইকে পৌঁছাতে কতদিন লাগবে?'

'কমপক্ষে এক সপ্তাহ,' অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল জো।

'তা হলে ধরে নাও, এই এক সপ্তাহের ভেতর সব কিছু নিজের নিয়ন্ত্রণে নেবার চেষ্টা করবে হিউজ।'

হাসল জো। 'চিঠিটা এখনও লেখা হয়নি। তুমি, এড আর আমি—এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জানেও না যে লেখা হবে। সুতরাং, আমাদের মধ্যে যদি কেউ ফাঁস না করে তা হলে হিউজের জানার উপায় নেই।'

'আমরা ফাঁস না করলেও জানার উপায় আছে হিউজের,' গম্ভীর গলায় বলল জন।

'কীভাবে?' আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল জো।

'হিউজ কখনোই একা কাজ করে না। সব সময় অন্যের হয়ে ভাড়া খাটে। এবারও ব্যতিক্রম নয়। ওর পেছনের ধূর্ত মস্তিষ্কটা হয়তো আমাদের আগেই জানে, কাছেপিঠেই অবস্থান করছে সেনাবাহিনীর একটা দল। ওরা যেন খবর না পায়, সেজন্যে সবরকম চেষ্টা করবে লোকটা।'

'চেষ্টা করলেও লাভ হবে না,' বলল এড। 'হিউজ যেরকম মার খেয়েছে, তাতে আগামী সাতদিন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না আমার। ধূর্ত মস্তিষ্কটা হিউজকে ছাড়া একা কিছু করতে পারবে না। পারলে দানবটাকে ভাড়া করে আনত না।'

'আমি-তুমি ওরকম মার খেলে সাতদিন কেন, সাত মাসেও উঠতে পারতাম না বিছানা ছেড়ে। কিন্তু হিউজ···' কাঁধ ঝাঁকাল জন। 'ওর কথা নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। হয়তো দেখা যাবে, আগামীকালই আবার আমাদের তাড়া করতে ডানের পিঠে

চড়ে বসেছে। এবং কাজটা করতে পারলে নো স্ট্রাইক আর রাউন্ড আপ—দুটো শহরকেই পায়ের নীচে পিষে ফেলতে চাইবে সে।'

আট

'বুঝলে,' পাশাপাশি চলা জনকে উদ্দেশ করে বলল এড। 'সেলুনে হিউজ যখন বলল তোমার মাথা খারাপ, কথাটা ঠিক বলে ভেবেছিলাম আমি। নইলে কেউ কি খালি হাতে ওর সঙ্গে লড়তে যায়? স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করবে না ব্যাপারটা। আচ্ছা, ঠিক করে বলো তো, কেন করলে তুমি কাজটা?'

'আগেও বোধহয় বলেছিলাম। দলের লোকদের কাছে হিউজ শক্তির প্রতীক। মামদোবাজি করার আগে ওর চামচারা ভাবে—হিউজ আছে, সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা করবে। সেই বিশ্বাসটা ভেঙে দিলাম আমি। ওরা এখন জানবে, হিউজকেও হারানো সম্ভব। ওর উপর ভক্তি হারাবে ওরা। হিউজ আদেশ দিলে পালন করতে উৎসাহ পাবে না। এটাই চেয়েছিলাম আমি।'

কিথ বার্নের সোরেল পনিটাতে চড়েছে সে। নিজের পিন্টোকে বেঁধেছে ওয়্যাগনের পিছনে। ওয়্যাগনটা যোগাড় এবং মালপত্র লোড করতে দু'দিন লেগেছে ওদের। তারপর তিন দিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে হয়েছে রাউন্ড আপে। বের হয়েছে ষষ্ঠ দিনে। শামুকের গতিতে পার হচ্ছে কাদার সমুদ্র।

পথের দু'পাশে তৃণভূমি, মাঝেমধ্যে একটা-দুটো ঝোপঝাড়।

দূরে ঘন গাছের জঙ্গল—পথের প্রস্থকে বেঁধে দিয়েছে। জঙ্গলটা ছাড়িয়ে সমতলভূমি। একদৃষ্টিতে সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর এডের দিকে ঘুরল জন। বলল, 'আমার মনে হয়, আমরা সমতলভূমিতে পৌঁছানোর পর হিউজ হামলা চালাবে আমাদের উপর।'

'মনে হবার কারণ?'

'সামনের ওই ঢাল,' হাত তুলে ইঙ্গিত করল জন। 'ওটা দিয়ে একবার নামলে আবার উঠতে খুব কষ্ট হবে আমাদের ঘোড়াগুলোর। তার ওপর কাদায় নিশ্চয়ই একেবারে পিচ্ছিল হয়ে আছে জায়গাটা। সহজ কথায়, ওখানে একবার নামলে আর উঠতে পারবো না। হিউজ জানে সাপ্লাই নিয়ে রওনা হবো আমরা। গত তিন দিন আবহাওয়া খারাপ গেছে—এটাও জানে সে। সুতরাং, ধরে নিতে পারো, ঢালের ওপাশে অপেক্ষা করছে শয়তানটা।'

চোয়াল শক্ত করল এড। 'ঠিকই বলেছ মনে হয়,' বলে হোলস্টারে হাত দিল সে। পিস্তলের বাঁটটা স্পর্শ করল একবার। ওয়্যাগন-ড্রাইভারের সীটের পাশে রাখা রাইফেলটা তুলে রাখল কোলে।

'আচ্ছা,' কথা চালাবার জন্য জানতে চাইল জন, 'নো স্ট্রাইকের রানশাররা গরু নিয়ে পাহাড়ে রয়ে গেল কেন? কারও কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে চলে এলেই তো পারত।'

'না, পারত না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল এড। 'এলাকাটা চিনলে প্রশ্নটা করতে না তুমি। নো স্ট্রাইক থেকে বের হবার রাস্তা দুটো—একটা ওয়্যাগন রোড আরেকটা ক্যাটল ট্রেইল। ক্যাটল ট্রেইলটা খুবই দুর্গম; কারণ কিছুটা গিয়েই একটা পাথুরে ক্যানিয়ন শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে আট-নয় মাইল পরে। কখনও সেখানে গেলে দেখবে, পুরো ক্যানিয়ন একটা ফানেলের মতো। এজন্যে আমরা সেটার নাম দিয়েছি ফানেল ক্যানিয়ন। গরু নিয়ে

চারণভূমিতে যেতে তা-ই জান বের হবার দশা হয় একেকজন রানশারের। তিন কি বেশি হলে চারজন লোক ফানেল ক্যানিয়নে ঠিকমতো পজিশন নিতে পারলে হিউজ ওর সব লোক নিয়েও কিছু করতে পারবে না। আবার উল্টোটাও সম্ভব। মাত্র দু'জন শার্প শ্যুটারকে ফানেল ক্যানিয়নের বাইরে বসিয়ে রাখলে সারা জীবন চেষ্টা করলেও ওই পথে জীবিত বের হয়ে আসতে পারবে না রানশারদের কেউ।'

'এবং কাজটা করেছে হিউজ, নাকি?'

'হ্যাঁ, করেছে। নো স্ট্রাইক থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে রানশারদের। শুধু তা-ই নয়, ক্যানিয়নের ভেতরে ছোট-বড় মিলিয়ে আরও অনেকগুলো রানশ আছে; ওরাও ফানেল ক্যানিয়ন দিয়েই চলাচল করে। নো স্ট্রাইকের রানশারদের সঙ্গে আটকা পড়ে গেছে ওরাও।'

'রাতের বেলায় তো যে-কেউ ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে পারে?' আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ল জন।

'পারে,' একমত হলো এড। 'তবে লোকটাকে খুব দক্ষ ঘোড়সওয়ার হতে হবে আর পুরো এলাকাটাকে চিনতে হবে হাতের তালুর মতো। কিন্তু কেউ ফাঁকি দিয়ে চলে এলেও বা কী লাভ? নো স্ট্রাইককেও তো অবরুদ্ধ করে রেখেছে শয়তান হিউজ।'

'কতগুলো গরু নিয়ে ফানেল ক্যানিয়নে ঢুকেছিল তোমাদের রানশাররা?' এডের প্রশ্নটার উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল জন। 'দুশো?' এডকে মাথা নাড়তে দেখে বলল, 'ধরলাম তিনশো। তিনশো গরুকে সামলাতে কত লোক লাগে?'

হাসল এড। 'হাজারখানেকের মতো গরু আর নো স্ট্রাইকের তিরিশজন শক্ত-সমর্থ পুরুষ আছে ওখানে। একেক জন তিরিশটারও বেশি গরু সামলাচ্ছে। কিন্তু আসল কথা সেটা নয়। ওদেরকে আটকে ফেলেছে হিউজ, তাই ছুটে আসতে পারছে না।'

চুপ করে রইল জন। ভাবছে সে। খাপে খাপে মেলাতে চেষ্টা করছে কতগুলো ঘটনা।

'হিউজ প্রথমবার হামলা করল ব্যাঙ্কে,' জনকে চুপ করে থাকতে দেখে বলে চলল এড। 'আমরা ভাবলাম, ব্যাঙ্ক দখল করাটাই বুঝি ওর উদ্দেশ্য। তখন গরু নিয়ে পাহাড়ে যায়নি কেউ, তা-ই সবাই মিলে বাধা দিলাম হিউজকে। দল নিয়ে পালাল শয়তানটা। আসলে পালানোর ভান করল। আফসোস, সেটা বুঝতে পারলাম না আমরা কেউই। হিউজ চলে গেছে মনে করে গরু নিয়ে রওনা হবার প্রস্তুতি শুরু করল সবাই। তখনই একটা জোর গুজব উঠল শহরে—গরুর পালের উপর নাকি হামলা করবে হিউজ। ব্যাঙ্ক দখল করতে পারেনি, হাজার গরু লুটে নিয়ে ক্ষতিটা পূরণ করবে। সুতরাং গরুর পালকে রক্ষা করতে রওনা হয়ে গেল সবাই। ফিলিপ ডেনভার চলে যাবার পর বুঝতে পারলাম কত বড় ভুলটা করেছে ওরা।'

'তারমানে,' উপরে-নীচে মাথা নাড়ল জন। 'ব্যাঙ্কে হামলা করাটা হিউজের একটা নাটক। বোঝাতে চেয়েছিল, ব্যাঙ্ক দখল করাটাই ওর উদ্দেশ্য। আসলে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল তোমাদেরকে। এবং পেরেছেও।'

'ঠিক,' একমত হলো এড। থু করে থুতু ফেলল কাদাভর্তি রাস্তায়। 'এই কথাগুলো এত পরে জানতে চাইছ কেন?'

'কারণ, আমি ভেবেছিলাম, এই ছয়দিনে হয়তো ফিরে এসেছে রানশাররা। যদি তা-ই হতো, তা হলে রসদ নিয়ে রাউন্ড আপে ফিরে যেতে বলতাম তোমাকে। আর আমি যেতাম নো স্ট্রাইকে, লোক যোগাড় করে আনতাম। সবাই মিলে লড়তাম হিউজের বিরুদ্ধে।'

করুণ মুখে জনের দিকে তাকাল এড। 'এখন নো স্ট্রাইক বুড়ো, শিশু আর মেয়েদের শহর। সেখানে গেলে সাহায্য চাওয়ার মতো অনেককে পাবে, কিন্তু তোমাকে সাহায্য করবে এমন

কাউকে পাবে না। তোমার একার নো স্ট্রাইকে যাবার পরিকল্পনাটা বাদ দিয়ে বরং রসদ নিয়ে কীভাবে হিউজের হাত থেকে পালানো যায়, সেটা ভেবে বের করো। মনে রেখো, তোমাকে সাহায্য করার জন্যে আমিও নেই। কারণ হিউজ আক্রমণ করলে ওয়্যাগন নিয়ে ছুট লাগাতে হবে আমাকে।'

মাথা নেড়ে সায় দিল জন। ওয়্যাগনের পিছন দিকে এগিয়ে গেল সে। বাঁধন মুক্ত করল পিন্টোকে। তারপর এডকে কিছু সময়ের জন্য থামাতে বলল ওয়্যাগনটা। কিথ বার্নের সোরেল পনির পিঠ থেকে খুলে নিল স্যাডল, পরাল পিন্টোর পিঠে। কিথের ঘোড়াটাকে বাঁধল পিন্টোর জায়গায়। তারপর মালপত্রের ভিতর থেকে বের করল এড উইকের স্যাডল। চাপাল সোরেল পনির পিঠে। বলল, 'ওয়্যাগন নিয়ে নয়, হয়তো প্রাণ নিয়ে পালাতে হবে তোমাকে। সেক্ষেত্রে তোমার রসদের কথা ভুলেও চিন্তা কোরো না। বেঁচে থাকলে আরও অনেকবার যোগাড় করা যাবে ওসব। হিউজ যদি সত্যিই আমাদেরকে মেরে ফেলার জন্যে আক্রমণ করে, তা হলে কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা ছুট লাগাবে জঙ্গলের উদ্দেশে।'

'তোমার মতলবটা কী?'

'জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছি আমি। তুমি সোজা যেতে থাকো। আমি জঙ্গলের ভেতর থেকে নজর রাখবো তোমার উপর। যদি হিউজ আক্রমণ করে, তা হলে কভার ছেড়ে বের হয়ে আসবো। পাল্টা হামলা চালাবো ওর উপর। আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে পাবে না সে,' ওয়্যাগনটা ঢেকে রাখা হয়েছে একটা তেরপল দিয়ে, কথা শেষ করে সেটার পিছনের দিক সামান্য উঁচু করল জন। একটা ছোট কিন্তু ভারী বস্তা বের করল। বস্তাটাতে কী আছে, জানা থাকায় সে ব্যাপারে প্রশ্ন করল না এড। সতর্ক গলায় বলল, 'এ সব নাড়াচাড়া করার অভ্যেস আছে? না থাকলে বরং বাদ দাও।'

'হয়তো জানো, একসময় একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করতাম আমি,' এডকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করল জন। 'কাজের কথা শোনো। কোলের উপর থেকে নামিয়ো না রাইফেলটা। আর এমন ভান কোরো, যেন তুমি খুব ক্লান্ত—ঘুমিয়ে পড়বে এক্ষুণি। তাতে হিউজ কিছুটা আশ্চর্য হবে; গুলি চালানোর আগে থামাবে তোমাকে, হয়তো দুয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবে।'

ঘুরে রওয়ানা হয়ে গেল জন। কিছুদূর এগোবার পর থামল, ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ওরা তোমাকে আটকে প্রেমালাপ শুরু করলে আমাদের দু'জনের জন্যেই মঙ্গল। কিন্তু যদি প্রথমে গুলি করতে আরম্ভ করে...'

তা হলে কী হবে, বলে শেষ করতে দিল না এড। 'টমের ব্যাপারে সাবধান থেকো, জন। লোকটা জাত খুনি। জো কী বলেছিল খেয়াল আছে? ওকে গুলি করেছিল টম। শুনেছি মানুষ খুন করে নাকি দারুণ মজা পায় বিকৃত রুচির লোকটা,' বিদায় না জানিয়েই বিরাট চাবুকটা ছয়টা ঘোড়ার পিঠে উপর বাতাসে কষাল এড। আবার হাঁটতে আরম্ভ করল জন্তুগুলো।

পিন্টোকে আগে বাড়াল জন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আরেকবার। *কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও লেগে আছে বুড়ো, রসদ নিয়ে রওয়ানা হয়েছে ঠিকই। হয়তো মারা পড়বে, কিন্তু ঝুঁকি নিতে পিছু পা হয়নি। খাঁটি লোক।*

রাস্তা ছেড়ে তৃণভূমির উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটাল সে। সামনে জঙ্গল, মোড় নিল সেদিকে। যতটা ভেবেছিল, তার চেয়েও বেশি দূরে জঙ্গলটা। আবারও একবার ঘাড় ঘুরাল সে, এড কতদূর এগিয়ে গেছে, দেখল। ঢালটার কাছে পৌঁছাতে বুড়োর কতক্ষণ লাগবে, অনুমান করল। এক হাতে ভারী বস্তাটা ধরে রেখে কাদাভরা তৃণভূমির উপর দিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুটাল ঘোড়াটা। আশা করল, খানাখন্দ এড়িয়ে চলতে পারবে পিন্টো।

জঙ্গলে ঢুকবার পর পিন্টোর গতি কমাল জন। এদিক-ওদিক

তাকিয়ে ট্রেইল বা ডিয়ার ট্র্যাক পাওয়া যায় কি না দেখল। পুব দিকে একটা দেখতে পেয়ে সেদিকে পিন্টোর মুখ ঘুরাল।

বেশিরভাগ অ্যানিম্যাল ট্রেইলের মতোই এই ট্রেইলটাও অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট। ট্রেইলটা বার বার হারিয়ে ফেলল সে, কিন্তু ধৈর্য হারাল না; অনুমানের উপর ভর করে ঘোড়া চালিয়ে গেল। হাতের ভারী বস্তাটার কারণে ঘন জঙ্গলের দিকে যাওয়ার সাহস হলো না ওর। আগেরবার ব্যবহার করেছিল—এরকম একটা ট্রেইল আচমকা খুঁজে পেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জোরে ঘোড়া ছোটাল। কিছুদূর এগোতে এক জায়গায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেল ট্রেইলটা। সামান্য ইতস্তত করে সোজা এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল সে। জঙ্গলের ধারে পৌঁছে রাশ টানল। দেখল, ঢাল ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে এসেছে। উন্মুক্ত প্রান্তরের একেবারে শেষে দেখা যাচ্ছে নো স্ট্রাইকের কতগুলো দালান—কাগজে আঁকা ছবির মতো। কিছুটা নীচে তাকিয়ে এডের ফ্রেইট ওয়্যাগনটা দেখতে পেল সে। ঘোড়া ছয়টা এখনও আগের গতিতে চলেছে। সামনের ঢালটা অতিক্রম করতে আরও দেরি আছে এখনও। সীটের উপর প্রায় নুয়ে পড়েছে এড উইক। ঘুমের অভিনয় করতে গিয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল কি না, ভাবল জন।

ওয়্যাগন রোডটার দু'পাশে বাজপাখির দৃষ্টিতে তাকাল সে। মার্ভ হিউজ বা ওর সঙ্গীদের পাত্তা নেই। আগের চেয়েও সতর্ক হলো জন। ঢালটার আড়ালেই আছে হিউজ—প্রায় নিশ্চিত সে। সুতরাং দানবটাকে না দেখা পর্যন্ত নিজেকে জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে রাখবার সিদ্ধান্ত নিল।

কিন্তু এড ঢালটার দিকে আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর সিদ্ধান্তটা পাল্টাতে বাধ্য হলো সে। ঢাল পার হলে এডকে দেখতে পাবে না সে এখান থেকে। ফলে হিউজ কী করছে—জানা যাবে না। তা-ই ঝুঁকি নিয়েও আড়াল ছেড়ে বের হলো জন। ওয়্যাগন রোডের প্রস্থ বরাবর অগ্রসর হলো, দূরত্বটুকু অতিক্রম করে ঢুকল

ওপাশের জঙ্গলে। গাছের আড়ালে এগোলো অনেকদূর। তারপর আবার ঢালের কিনারে এসে উঁকি দিল নীচে। ব্রাউনকে চিনতে ভুল হলো না মোটেও। ওর সামনে বিশাল ডানটার উপরে মার্ভ হিউজ, ঢালের পরে সরু হয়ে আসা ওয়্যাগন রোড আটকে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু টমকে দেখা যাচ্ছে না। লোকটা কি তা হলে দূরের জঙ্গলে লুকিয়ে আছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল জন। হিউজ বা ব্রাউন ব্যর্থ হলে পিছন থেকে অ্যামবুশ করতে চায়? উল্টোদিকের জঙ্গলের ভিতরে একটা নড়াচড়া লক্ষ করে সেদিকে তাকাল জন। এডের ওয়্যাগনের গতির সঙ্গে তাল রেখে এগিয়ে চলেছে টম। সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওয়্যাগনটার দিকে।

খুব সাবধানে হাতে ধরা বস্তাটার মুখ খুলল জন। বের করল তিনটা ডিনামাইট স্টিক। ফেলে দিল খালি বস্তাটা। পকেট থেকে ছুরি বের করে ফিউজ তারটা কেটে ছোট করল। আগুন ধরালে খুব অল্প সময় পাওয়া যাবে, এর ভিতরে ছুঁড়তে না পারলে…। আর ভাবতে চাইল না সে। তাকাল সামনে। ধীর গতিতে এগিয়ে চলা ফ্রেইট ওয়্যাগনটা দেখল। এখনও মাথা নামিয়ে রেখেছে এড উইক। ছয় ঘোড়ার লাগামটা আলগাভাবে ধরে রেখেছে, সামান্য টান লাগলেই ছুটে যাবে হাত থেকে।

বেশিক্ষণ ঘুমের ভান করতে হলো না এডকে। খানিকটা এগোবার পর ডানের পেটে খোঁচা দিল হিউজ। ব্রাউনও এগোল। ফ্রেইট ওয়্যাগনের লাগাম টেনে ধরল হিউজ। ওয়্যাগনটা থেমে যাওয়াতে চোখ খুলতে বাধ্য হলো এড।

'হারামজাদাটা কোথায়?' হিউজের প্রশ্নটা কার ব্যাপারে, বুঝতে মোটেও অসুবিধা হলো না জনের।

'আসেনি আমার সঙ্গে,' শান্ত গলায় জবাব দিল এড।

'ব্রাউন,' এডের উত্তরটা একফোঁটাও বিশ্বাস করল না হিউজ। 'চোখ রেখো। কাছেপিঠেই আছে জন।'

জঙ্গলে, ঘন গাছপালার আড়ালে থাকা জনের কান এড়াল না একটা শব্দও। ম্যাচবাক্সটা বের করে একটা ডিনামাইট স্টিকে আগুন ধরাল সে। ভালোমতো জ্বলতে দিল ফিউজ তারটাকে। তারপর স্টিকটা সর্বশক্তিতে ছুঁড়ে মারল উল্টোদিকের জঙ্গলের উদ্দেশে, টমের দিকে। এক মুহূর্তও নষ্ট না করে হাতে তুলে নিল প্রিয় রাইফেলটা। নেমে পড়ল স্যাডল ছেড়ে।

ফিউজ তারটা ছোট থাকায় মাটিতে পড়বার আগেই বিস্ফোরিত হলো ডিনামাইট স্টিকটা। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারদিক। কাদা, শুকনো মাটি, গাছপালার ছোট ডাল আর ঝোপঝাড় আচমকা লাফিয়ে উঠল শূন্যে। ভয়ে চিৎকার করে উঠল সবগুলো ঘোড়া। ছুটে পালাতে চাইল ফ্রেইট ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো, সর্বশক্তিতে লাগাম টেনে ধরল এড। কিন্তু আটকে রাখতে সক্ষম হলো না, নো স্ট্রাইকের দিকে ছুট লাগাল ওগুলো।

ওদিকে নাচতে আরম্ভ করেছে হিউজ আর ব্রাউনের ঘোড়া, সামাল দিতে গিয়ে স্যাডল থেকে পড়ে যাওয়ার দশা হয়েছে ওদের। ফ্রেইট ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে ওরা দু'জনই রাস্তা থেকে নিজেদের ঘোড়া সরিয়ে নিতে বাধ্য হলো।

দূরে তাকিয়ে দেখল জন, টমের অবস্থা খুব একটা সুবিধার নয়। বিস্ফোরণের ধাক্কায় স্যাডল থেকে পড়ে গেছে সে, মাটিতে শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। কাদা আর লতাপাতায় ঢেকে গেছে ওর শরীর। সার্কাসের সং-এর মতো দেখাচ্ছে অনেকটা। ফ্রেইট ওয়্যাগনটাকে রওয়ানা হতে দেখে কোনরকমে উঠে বসল লোকটা। বন্য ঘোড়ার মতো লাফাতে থাকা নিজের ঘোড়াকে বহু কষ্টে সামলাল। তারপর তিনবারের চেষ্টায় চড়ল স্যাডলে।

কিছুটা দূরে গিয়ে ফেঁসে গেছে ফ্রেইট ওয়্যাগনটা। গর্তে পড়েছে সেটার বাম চাকা, একদিকে কাত হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে গেছে এড উইক। ঘোড়াগুলোকে বার বার তাগাদা দিচ্ছে সে, কিন্তু ভারী ওয়্যাগনটাকে টেনে গর্ত থেকে তুলতে সক্ষম হচ্ছে না

জন্তুগুলো। সামান্য উঠলেই আবার বসে যাচ্ছে গর্তে।

ডানের পাগলামি সহ্য করতে না পেরে স্যাডল থেকে পড়ে গেল মার্ভ হিউজ। বিশাল দেহের কারণে মাটি থেকে উঠতে পারল না তৎক্ষণাৎ। ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ব্রাউন। ততক্ষণে স্যাডলে উঠে বসেছে টম, এডের ফ্রেইট ওয়্যাগনের দুরবস্থা খেয়াল করেছে। হোলস্টার থেকে পিস্তলটা বের করল সে, দাঁড়িয়ে থাকা এডের দিকে তাক করল। রাইফেলটা তুলল জন, নিশানা করেই টেনে দিল ট্রিগার।

জন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবার লোক নয়। তা-ই টমের বুক লক্ষ্য না করে পিস্তল ধরা ডান হাতে গুলি চালাল। টমের আর্তচিৎকারটা শোনা গেল স্পষ্ট। আবারও গুলি করল জন—টমের ঘোড়ার নিতম্বে। মাংস কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। এক লাফে দাঁড়িয়ে গেল জন্তুটা, আতঙ্কিত হয়ে সামনের পা দুটো কয়েকবার ছুঁড়ল শূন্যে। পা দুটো মাটিতে নামিয়েই পিছনের পা দুটো শূন্যে তুলল সেটা, প্রচণ্ড জোরে লাথি মারল অদৃশ্য কোনও শত্রুকে। এরপর ছিটকে ফেলে দিল টমকে। দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আবার কাদামাটিতে মুখ লুকাল টম। পিস্তলটা হারিয়েছে আগেই।

ততক্ষণে ব্রাউনের সহায়তায় ডানের উপর চড়ে বসেছে হিউজ। স্যাডলবুটে রাখা কারবাইনটা তুলে নিল সে। ওর উদ্দেশ্য স্পষ্ট। পিন্টোর পেটে খোঁচা দিল জন, একলাফে আগে বাড়ল ঘোড়াটা। গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সে। রাইফেলটা তাক করে রেখেছে হিউজের দিকে। কঠোর গলায় বলল, 'হাত থেকে কারবাইনটা ফেলে দাও, হিউজ। দেরি কোরো না।'

ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল হিউজ। দু'চোখে তীব্র জিঘাংসা নিয়ে জন আর নিজের মধ্যের ত্রিশ ফিটের ব্যবধানটা মাপল একবার। জনের হুমকিটা অমূলক নয়, বুঝতে সময় নিল না সে। ধীরে ধীরে হাতের মুঠি আলগা করল, ছেড়ে দিল কারবাইন।

'টম,' চেঁচিয়ে ডাকল সে।

'তুমি বোধহয় কানা হয়ে গেছ, হিউজ। মাটিতে পড়ে কাদায় হাবুডুবু খাচ্ছে টম, পিছনে তাকিয়ে দেখো একবার। আর ফ্রেইট ওয়্যাগনের ব্রেক আটকে দিয়েছে এড, ব্রাউনের দিকে রাইফেল তাক করে আছে এগুনোর বদলে। ছক পাল্টে গেছে, হিউজ। টম উঠে দাঁড়িয়ে বাড়াবাড়ি করার চেষ্টা করলেই তোমাকে গুলি করবো, কথা দিলাম। অবশ্য বাড়াবাড়ি করার মতো শক্তি বা সামর্থ্য কোনটাই ওর নেই বলে মনে হয়,' চকিতে একবার টমকে দেখল সে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে লোকটা।

ঘাড় ঘুরাল হিউজ। চারদিকে তাকিয়ে দেখল। এক বর্ণ মিথ্যে বলেনি জন।

'এবার ভালোমানুষের মতো গানবেল্টটা খুলে ফেলো,' বুটের খোঁচায় ঘোড়াটাকে আরও দু'কদম আগে বাড়িয়ে আবার আদেশ দিল জন। 'ব্রাউন আর টমকেও একই কাজ করতে বলো। তারপর তোমার কাছে এগিয়ে আসবে ওরা। রাউন্ড আপের সেলুনের মতো চাঁদিতে হাত রেখে ঘোড়া চালাবে দু'জনই। উনিশ-বিশ কিছু করার চেষ্টা করলে তিনজনকেই খুন করবো আমি। তারপর পুঁতে রাখবো এই ওয়্যাগন রোডেই। কেউ খোঁজ নেবে না তোমাদের।'

'লাগাম ছেড়ে আবার ঘোড়া চালানো যায় নাকি?' অসহ্য ক্রোধে চেঁচিয়ে উঠল হিউজ।

'যায়। পনেরো বছরের একটা ছেলেও পারবে কাজটা। আর তুমি তো...' হিউজের বেঢপ আকৃতি দেখে নির্মল হাসল জন।

'কোন দিকে যেতে বলছ আমাদের?' আবার প্রশ্ন করল হিউজ।

'নো স্ট্রাইকের দিকে।'

দীর্ঘক্ষণ জনের দিকে নিস্পলক তাকিয়ে রইল হিউজ। তারপর খুলে ফেলল ওর গানবেল্ট, ফেলে দিল মাটিতে। ব্রাউন আর টমকেও একই কাজ করবার আদেশ দিল। আদেশ পালিত

হলে চাঁদিতে হাত রেখে হিউজের কাছে এগিয়ে এল ওরা। দাঁড়াল কাছাকাছি।

'এবার স্যাডল ছেড়ে নামো সবাই,' স্থির, নিষ্কম্প গলা জনের। 'ঠেলা দিয়ে ওয়্যাগনটাকে উঠাও গর্ত থেকে।'

চেহারা দেখে মনে হলো, রাগে পাগল হয়ে যাবে হিউজ। পাথরের মূর্তির মতো জমে গেছে দানবটা। হোলস্টার থেকে সিক্স শ্যুটারটা বের করে শূন্যে একবার গুলি করল জন। জিজ্ঞেস করল, 'কথা কানে গেছে নাকি যাবার জন্যে কানের ছিদ্রটা আরও বড় করতে হবে? ছিদ্র করার একটা পদ্ধতিই জানি আমি–গুলি করে।'

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল হিউজ আর ওর দুই সঙ্গী। ঠেলা দিল ওয়্যাগনের পিছনে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গর্ত ছেড়ে উঠে এল ওয়্যাগনের চাকা।

'সাবাস!' পিছন থেকে আবারও ব্যঙ্গের চাবুক চালাল জন। 'দেখা যাচ্ছে শুধু বিয়ারই নয়, অন্য কিছুও খাও তোমরা। এবার দেরি না করে আবার উঠে পড়ো স্যাডলে।'

আদেশটা পালিত হতে বেশি সময় লাগল না।

'আশা করি, এবার দু'হাত স্যাডলে রাখতে কোনও সমস্যা হবে না তোমাদের। ব্রাউন আর টম, তোমরা আগে যাও। তোমাদের পরে থাকবে হিউজ। আমি ওর পিছনে। আর সবার শেষে যাবে ফ্রেইট ওয়্যাগন।'

'কোথায় যাবো আমরা?' জানতে চাইল ব্রাউন।

'বলেছি একবার। নো স্ট্রাইকে।'

'জাহান্নামে যাও তুমি,' ভয়ঙ্কর গলায় চেঁচিয়ে উঠল হিউজ।

'তুমি না বললেও হয়তো যেতে পারি। তবে আমি নিশ্চিত সেখানে গিয়ে তোমাকে দেখতে পাবো, আর তাতে আমার জ্বালা-যন্ত্রণা অনেকখানি কমবে।'

দুর্বলদেহী টম ওয়্যাগন ঠেলেই হাঁপিয়ে গেছে। হাঁপাতে

হাঁপাতে সবার আগে স্যাডলের দিকে এগিয়ে গেল সে। কোনরকমে উঠে বসল, তারপরই সবাইকে চমকে দিয়ে খোঁচা দিল ঘোড়ার পেটে। আগে থেকেই ছটফট করছিল জন্তুটা, ছুটবার আদেশ পাওয়ামাত্রই দৌড় দিল বন্য ঘোড়ার মতো। খুব দ্রুত ঢুকে গেল জঙ্গলে। টমকে আর দেখতে পেল না কেউ।

'ভালোই হলো,' হাসল জন। 'তিনজনের বদলে এবার দু'জনকে নজরে রাখতে হবে আমার। আগেরবার টম আর ব্রাউনকে সামনে থাকতে বলেছিলাম, এবার আর সেটার দরকার হবে না। পাশাপাশিই চলতে পারবে তোমরা দু'জন। তবে টমের বুদ্ধি খাটাতে যেয়ো না কেউ। এবার প্রস্তুত আছি আমি,' ব্রাউনের স্যাডলের সঙ্গে দড়ি বাঁধা দেখে বলল, 'ব্রাউন, এক কাজ করো। তোমার স্যাডল থেকে আলগা করে নাও দড়ির বান্ডিলটা। তারপর কষে বাঁধো হিউজকে। সব দড়ি কাজে লাগিয়ে ফেলো না আবার, কিছুটা বাকি রেখো। আমার দরকার আছে।'

মুখ খারাপ করে গোটা পাঁচেক গাল দিল ব্রাউন। দূর জঙ্গলকে নিশানা করে আরেকবার সিক্স শ্যূটারের একটা গুলি খরচ করতে বাধ্য হলো জন। থেমে গেল ব্রাউনের গালিগালাজ। স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা দড়ির বান্ডিলটা খুলে নিয়ে হিউজের দু'হাত বাঁধল সে। বাড়তি অংশটুকু কাটল ছুরি দিয়ে, তারপর এক হাতে বাড়িয়ে ধরল জনের দিকে।

'এড, রাইফেলটা রেখে দিয়ে নামো ওয়্যাগন থেকে। তুলে নাও দড়ির টুকরোটা। কষে বাঁধো ব্রাউনকে। তারপর ওকে তুলে দাও স্যাডলে।'

নিঃশব্দে কাজটা করল বুড়ো। তারপর আবার ফিরে গেল ওয়্যাগন-ড্রাইভারের সীটে।

'চলতে আরম্ভ করো, হিউজ। মনে রেখো, আমি পেছনে আছি। হাতে রাইফেল।'

কিছুটা এগিয়ে ঘোড়ার গতি কমাল হিউজ। পিছন থেকে

চেঁচিয়ে উঠল জন, 'সাবধান! কোনও চালাকির চেষ্টা কোরো না। গুলি করার সুযোগ দিয়ো না আমাকে।'

চেঁচাল হিউজও, 'আমাকে ছাড়িয়ে নিতে আসবে টম। যাবার আগে সারা নো স্ট্রাইক জ্বালিয়ে দিয়ে যাবো আমি। নিজের হাতে খুন করবো সবাইকে।'

'আমাকে দেখলে কি বুড়ো জো ডিবলনের মতো মনে হয়, হিউজ? আমার বউ নেই। মরতেও ভয় পাই না। টম দল নিয়ে ফিরে আসতে পারে জেনেও ওকে গুলি না করে কেন চলে যেতে দিয়েছি জানো? কারণ, সে নো স্ট্রাইকে পা রাখামাত্রই তোমাকে আর ব্রাউনকে খুন করব আমি। নো স্ট্রাইকে মার্শাল নেই; কেন কে জানে...'

'হিউজের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে মরেছে,' পিছন থেকে চিৎকার করে জানাল এড উইক।

'খুব খারাপ, হিউজ। আইনের লোকদের প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই দেখা যাচ্ছে। যা-ই হোক, নো স্ট্রাইকে আইন নেই; তারমানে তোমাদের দু'জনকে খুন করলে কেউ কিচ্ছু বলবে না আমাকে। বরং খুশি হবে বলে আমার বিশ্বাস। কথাটা পরিষ্কার জানিয়ে দিলাম, আশা করি মাথায় ঢুকেছে। এমন কোনও কাজ কোরো না, যাতে আমি ভাবতে বাধ্য হই যে, শরীরের মতো তোমার মাথাটাও মোটা।'

আধঘণ্টা একটানা চলল ওরা। হঠাৎ খেয়াল করল, দূরের জঙ্গলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে জনা ছয়েক রাইডার। হিউজকে চিনতে পারামাত্রই একটা বীভৎস চিৎকার দিয়ে উঠল ওরা। স্যাডলবুট থেকে রাইফেল তুলে নিল সবাই। নিশানা করল এদিকেই। পিন্টোর গতি বাড়িয়ে হিউজ আর ব্রাউনের কাছাকাছি হলো জন। ওদের পিছনে আড়াল করল নিজেকে। টের পেল, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে হিউজ। কিছু একটা করবার মতলবে আছে বিশাল

লোকটা–বোঝা যাচ্ছে স্পষ্ট।

হিউজের পিঠে রাইফেলের নল দিয়ে জোরে খোঁচা দিল জন। 'ওদেরকে কোনও ইঙ্গিত দিয়ো না, হিউজ। ফল ভালো হবে না।'

'আমার কী হবে না হবে, সেটা না ভেবে তোমাদের কী হবে–সেটা ভাবো। শুধু ওই ছ'জনই নয়, ওখানে আমার আরও পনেরোজন লোক আছে।'

'আমার লোক নেই,' স্বীকার করল জন। 'কিন্তু সঙ্গে এখনও দুটো ডিনামাইট স্টিক আছে। ওয়্যাগনে আছে আরও ছয়টা,' বলতে বলতে একটা স্টিক বের করল সে। হিউজের শার্টের ভিতরে, ঘাড়ের কাছাকাছি জায়গায় ঢুকিয়ে দিল সেটা। সলতেটা বের করে রাখল বাইরে। নিজের শার্টের পকেট থেকে বের করল ম্যাচবাক্স। সবশেষে বলল, 'শুধু আগুন জ্বালবো, হিউজ। সলতেটা পুড়ে শেষ হওয়ামাত্রই কোনও চিহ্ন থাকবে না তোমার। রাজি আছো?'

কথাটা শুনে চুপ করে গেল হিউজ। পরিস্থিতিটা বিবেচনা করল। তারপর ভয়ার্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে, আবারও জিতলে তুমি। তবে মনে রেখো, এ-ই শেষ।'

'আমার স্মরণশক্তি দুর্বল। মনে রাখতে পারবো না। তোমার লোকদের দূরে সরে যেতে বলো।'

চিৎকার করে ওর লোকদেরকে দূরে সরে যাওয়ার আদেশ দিল হিউজ। কিছুক্ষণ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগল লোকগুলো, নিজেদের মধ্যে আলোচনা সেরে নিল দ্রুত। তারপর হিউজের কথামতো আবার জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

নয়

নো স্ট্রাইকে ঢুকবার পর ফ্রেইট ওয়্যাগনটাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এল অনেকে। সবাইকে দেখল জন–শিশু, মহিলা আর নইলে বুড়ো। শক্ত-সমর্থ পুরুষ নেই একজনও। বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে সবাই। সবার মুখে হাসি। বুড়োদের কেউ কেউ টুপি খুলে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। পাল্টা হাত নেড়ে জবাব দিল এড উইক। রাইফেলটা আকাশের দিকে তাক করে একবার গুলি ছুঁড়ল। *খুশিতে আত্মহারা হয়ে গেছে এড*, ভাবল জন। ষোলো-সতেরো বছর বয়সী একটা মেয়ে দৌড়ে এল হঠাৎ, ধীর গতিতে এগিয়ে চলা ওয়্যাগনে উঠল এক লাফে। বসে পড়ল এডের পাশে। তারপর বিনা নোটিশে চুমু খেল এডের গালে। হই হই করে উঠল জনতা।

'বাহ্!' কৌতুক করল জন। 'কী পুরস্কার! পাবার কথা কার, আর পাচ্ছে কে!'

'আমাকে চুমু দেয়া আর আমার কবরে চুমু দেয়া এক কথা,' এক মুহূর্ত দেরি না করে ব্যাখ্যা করল এড। 'কিন্তু তোমাকে চুমু দেয়ার মানে বোঝো?'

মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল জন, 'তোমাদের জেলহাউসটা কোন দিকে?'

হাত তুলে দূরের একটা লগ বিল্ডিং-এর দিকে ইশারা করল এড। 'ওই যে। আগেই বলেছি, এ শহরে আইন নেই। হিউজের

আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে মারা গেছে আমাদের মার্শাল। তারপর আর কেউ দায়িত্বটা নিতে রাজি হয়নি।'

'ডেপুটিও নেই নাকি?'

'ডেপুটির দরকার পড়েনি কখনও। এক সময় মাইনিং শহর ছিল নো স্ট্রাইক, তখন গণ্ডগোল হতো মাঝেমধ্যে। মাইনিং ক্যাম্পগুলো উঠে যাবার পর থেকে এখানে কেউ মদ খেয়ে মাতলামি করেছে কি না সন্দেহ আছে আমার...' জন অন্যমনস্ক দেখে কথা থামাল এড। ফ্রেইট ওয়্যাগনের আশেপাশে জড়ো হওয়া লোকজনকে দেখল। তারপর তাকাল হিউজ আর ব্রাউনের দিকে। নিচু স্বরে কথা বলছে ওরা দু'জন। ঘাড় ঘুরিয়ে আবার জনকে দেখল। জেলহাউসের দিকে এখনও একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রাক্তন বাউন্টি হান্টার। 'জন?' ডাক দিল সে। 'তুমি যদি দায়িত্বটা নিতে...'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নাড়ল জন। 'আইনকে সহযোগিতা করার কাজ ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগেই। ওই পথে আর পা বাড়াতে চাই না,' বলে হিউজকে কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল, 'অনেক ফুসুর-ফাসুর করেছ, এবার আগে বাড়ো। চলো জেলহাউসে।'

ডানের পেটে খোঁচা দিল হিউজ। জনের দিকে একবার বিষদৃষ্টি হেনে নেতাকে অনুকরণ করল ব্রাউনও।

জেলহাউসটা যথেষ্ট মজবুত বলে মনে হলো জনের। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে বানানো হয়েছে, বয়সও হয়েছে যথেষ্ট। তবুও একবার তাকিয়েই বলে দেওয়া যায়, কামান দাগলেও সেটাকে ধূলিসাৎ করতে সময় লাগবে। তা ছাড়া জেলহাউসটা শহরের শেষ প্রান্তে, মেইন স্ট্রিট দিয়ে কেউ এলে সময় পাওয়া যাবে যথেষ্ট। ভরসা পেল জন। ক্যাটল ট্রেইলটা দেখবার আশায় এদিক-ওদিক তাকাল, কিন্তু ঠাহর করতে পারল না। *এডকে জিজ্ঞেস করে চিনে নিতে হবে,* একবার পিছনে তাকিয়ে ফ্রেইট ওয়্যাগনটা দেখে নিয়ে ভাবল।

ব্যাঙ্ক ছাড়িয়ে আরও কিছুটা এগোলো ওরা তিনজন। বহু পুরনো একটা হোটেলকে পাশ কাটাল। রোদ-বৃষ্টির ছোবলে বিবর্ণ হয়ে যাওয়া একটা তেরপল দেখতে পেল জন, সেটা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বেশ কিছু কাঠের আসবাবপত্র। *নিলামের জন্যে বোধ হয়*—ভাবল সে। একটু পর লগ বিল্ডিংটার সামনে থামল ওরা। উপরে তাকিয়ে প্রায় খসে পড়া সাইনবোর্ড পড়ল জন—সিটি অফিস। দরজায় তালা নেই, পাল্লা দুটো ভিড়ানো। হিউজ আর ব্রাউনকে তাড়া দিয়ে সেখানে ঢুকালো জন।

জানালাগুলো বন্ধ থাকায় তেমন একটা আলো নেই ভিতরে। রাইফেলের নির্দেশে হিউজকে একটা সেলারে ঢুকতে বাধ্য করল জন, তারপর তালা আটকাল। ভালোমতো টেনে দেখল দরজাটা। সন্তুষ্ট হয়ে ব্রাউনকে ঢুকাল পাশের সেলে। তালা মারল সেটাতেও। আগের মতোই দু'তিনবার টান দিল দরজাতে। চাবিগুলো প্যান্টের পকেটে ভরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একবার। ঘুরে দেখতে লাগল অফিসটা।

দুটো কামরা, বাইরেরটাতে কোমর সমান উঁচু একটা কাউন্টার। সেটার উল্টোদিকে একটা বড় ডেস্ক। ভিতরের রুমটা, এখন যেখানে দাঁড়িয়ে আছে জন, আরও বড়। কক্ষটার পশ্চিম দিকের দেয়ালের সঙ্গে দুটো সেলার। অনেকদিন পর কেউ আটকা পড়ল সেখানে—থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা হিউজকে একবার দেখে নিয়ে ভাবল সে। আরেকবার চারদিকে তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তাকাল দূরে।

ফ্রেইট ওয়্যাগনটা ঘিরে আরও বেড়েছে জনতার ভিড়। অনেকে আবার দাঁড়িয়ে আছে এড উইকের স্টোরের চারদিকে। মাল খালাসের গতি অত্যন্ত ধীর; কারণ হাসতে হাসতে, ঠাট্টা-মশকারা করতে করতে কাজটা করছে এড। লোকজন সাহায্য করছে ওকে। সিটি অফিসের ভিতরে আরেকবার ঢুকল জন। ডেস্কের একটা ড্রয়ার খুলে একটা বিরাটাকৃতির তালা বের করল।

হিউজ আর ব্রাউনকে সেলারে ভরবার আগে ড্রয়ার খুলে চাবি বের করেছিল সে, তখন দেখতে পেয়েছিল তালাটা। সেটা হাতে নিয়ে আবার বাইরে বের হয়ে এল, আটকে দিল দরজায়। শার্টের পকেটে, তামাকের প্যাকেট আর পাইপের সঙ্গে রাখল চাবিটা। *কাউকে বুঝিয়ে দিতে হবে সিটি অফিস আর সেলারের চাবি, তারপর আমার দায়িত্ব শেষ*—ভেবে হাঁটা ধরল এডের স্টোরের দিকে।

ব্যাঙ্কটা পার হওয়ার পর নারীকণ্ঠে হাসির আওয়াজ শুনতে পেল সে। ডানে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, এদিকেই এগিয়ে আসছে কিথ বার্ন আর নোরা বিউয়েল। ডান হাতে নোরার কোমর জড়িয়ে ধরে আছে কিথ। নোরার চোখ-মুখ ঝকঝক করছে খুশিতে। দেখে জনের মনে হলো, আনন্দের প্রাবল্যে শূন্যে ভাসছে মেয়েটা।

ভদ্রতা দেখাবার জন্যে নোরার উদ্দেশে একবার মাথা ঝাঁকাল জন, আলতো করে হ্যাটের কোণা স্পর্শ করল। কাছে এসে দাঁড়াল কিথ আর নোরা। মেয়েটা বলল, 'ফ্রেইট ওয়্যাগন এসেছে শুনেই ছুটে বের হয়েছি আমি। কিথ শোনেনি কিছুই, ওকে জোর করে নিয়ে এলাম। ব্যাঙ্কে বসে কী সব হিসাবপত্র করছিল। এরকম কাজ পাগল মানুষ আমি আর দেখিনি··· বুড়ো এডের এই উপকারের কথা কেউ ভুলবে না কোনদিন।'

প্রথমে ওয়্যাগনটার দিকে, তারপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা জনের দিকে তাকাল কিথ। ওকে দেখে মনে হচ্ছে রেগে আছে—যেন ফ্রেইট ওয়্যাগন না এলেই খুশি হতো। *অথবা হয়তো মেজাজ খারাপ—কাজ থেকে টেনে আনবার জন্যে*, ভাবল জন। ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাইল না সে। নোরার উদ্দেশে আরেকবার মাথা ঝাঁকিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিথের গলা শুনে থেমে ঘুরতে হলো। 'তোমরা অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছ, মিস্টার জন। তোমাদের উপকারের প্রতিদান দেয়া যাবে

না কোনদিন···

কথাটা শেষ করতে দিল না নোরা। 'শুনলাম সেনাদল নাকি এগিয়ে আসছে? তার মানে, হিউজের খেল খতম?'

'সেনাদলের আসার খবরটা দিল কে?' গোপন কথাটা ফাঁস হয়ে গেছে দেখে সতর্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জন।

'এড উইক।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। বিরক্ত বোধ করছে। ঢাকঢোল পিটিয়ে সবাইকে সব কিছু জানাচ্ছে বুড়ো। অস্বীকার করলে হয়তো অন্য কিছু ভেবে বসবে নোরা, তাই বলল, 'আগে সেনাদলকে আসতে দাও। ওরা ধরে নিয়ে যাক হিউজকে। তারপর মন্তব্যটা কোরো। ওরা আসার আগ পর্যন্ত আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। ঢিল দেওয়া চলবে না। হিউজ জেলে ঢুকেছে, কিন্তু ওর সাগরেদরা ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বাইরে। নেতাকে জেল থেকে ছাড়ানোর সব রকম চেষ্টা চালাবে ওরা।'

'নোরাকে কিছুক্ষণ আগেও বললাম,' মুখ খুলল কিথ। 'নো স্ট্রাইকে একজন আইনরক্ষকের দরকার আছে। একজন মার্শাল আর একজন ডেপুটি ছাড়া আটকে রাখা যাবে না হিউজকে।'

'ন্যায্য কথা,' পাশ কাটাতে চাইল জন। 'শুনেছি বেন হাটনের হাত নাকি খুবই চালু। তা ছাড়া সে সৎ, সাহসী। আমার মনে হয়, বয়স অল্প হলেও মার্শাল হওয়ার উপযুক্ত সে।'

'বেন ভালো, তাতে কোনও সন্দেহ নেই,' স্বীকার করল কিথ। 'কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে, শহরে নেই সে। আর সবার মতো গরু নিয়ে গেছে পাহাড়ে। আটকে আছে সেখানে। তা ছাড়া ওর বয়স খুবই কম। এত কম বয়সে···' কথাটা শেষ না করেই কী বলতে চায়, বুঝিয়ে দিল নো স্ট্রাইকের ব্যাঙ্কার।

'এ বছরের সামার ড্রাইভের জন্যে বেনকে ফোরম্যান বানানো হয়েছে,' গুণগান গাইল নোরা। আসলে ছেলেটা যেন মার্শাল না হতে পারে, সেজন্য ওর ব্যস্ততার একটা অজুহাত দিল।

'গরু নিয়ে যারা পাহাড়ে গেছে,' সামান্যতম নরম হলো না জন। 'ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আছে, যে দায়িত্বটা বুঝে নেয়ার মতো উপযুক্ত...'

'ওরা এখন আটকে আছে পাহাড়ে,' জনের কথাটা শেষ হতে দিল না কিথ। 'তুমিই বলেছ হিউজের লোকেরা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে শহরের বাইরে। তারমানে ক্যাটল ট্রেইলটার দখলও ছেড়ে দেয়নি ওরা। ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে আসা সম্ভব নয় কারও পক্ষে।'

'আমাদের খবরও জানে না ওরা। হয়তো আশা করে আছে আমরা উদ্ধার করবো ওদের,' প্রায় ফিসফিস করে বলল নোরা। 'অথচ ওদের কাছে খাবার আর অ্যামুনিশন পৌঁছে দেবার মতো কেউ নেই এখানে! এতদিন ওরা কোনরকমে ঠেকিয়ে রেখেছে হিউজকে, এবার কী হবে?'

'কেউ যদি এখানে এসে নিয়ে যেতে পারে, তা হলে হয়তো ওদের টিকে থাকার একটা সম্ভাবনা আছে,' বলল কিথ। 'হিউজের দলটাকে কে নেতৃত্ব দেবে এখন, সেটা নিয়েই হয়তো তর্কে মেতে আছে ওর লোকেরা। সুতরাং হাতে কিছুটা হলেও সময় আছে আমাদের। এর মধ্যে সব কিছু গুছিয়ে ফেলতে পারলে অনেকখানি জোর পাবো আমরা।...আচ্ছা, স্পেন্সার ছেলেটাকে দিয়ে একটা খবর পাঠালে কেমন হয়?'

'আমিই যেতে পারি,' মার্শালের দায়িত্ব এড়াবার একটা ছুতো পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল জন। 'একটা ম্যাপ এঁকে দাও আমাকে। বাকিটা চিনে নেবো।'

মাথা নাড়ল নোরা। 'হয়তো পারবে, মিস্টার জন, কিন্তু পথ চেনো না বলে তোমার সময় লাগবে অনেক বেশি। স্পেন্সারের ততটা লাগবে না। বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানোর অভ্যেস আছে ছেলেটার।'

'তা ছাড়া,' বলল কিথ। 'পরে সবাই ফিরে এলে পরিস্থিতি

ব্যাখ্যা করে বোঝাবো আমি। নো স্ট্রাইকের সবাই খুব সম্মান করে আমাকে, তাই কেন মার্শাল বানানো হলো তোমাকে—আমি বুঝিয়ে বললে আশা করি সেটা মেনে নেবে অন্যেরা। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, এই মুহূর্তে তোমার মতো শক্ত লোক আর একজনও নেই নো স্ট্রাইকে। একমাত্র তুমিই পারবে হিউজকে আটকে রাখতে, অন্য কেউ নয়।'

'না,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'আইনের সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ।'

'খুব বেশিদিনের জন্যে করতে হবে না কাজটা, মিস্টার জন,' অনুনয় করল নোরা। 'সেনাদল পৌঁছুলেই ছেড়ে দিয়ো...'

'খেয়াল আছে, মিস্টার জন, এডকে বাঁচানোর জন্যে কী রকম তাড়াহুড়ো করে রওনা হয়েছিলে তুমি? আমি জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলে, তুমি নো স্ট্রাইকের একটা রানশের মালিক; যে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রসদ আনতে ছুটেছে, তাকে বাঁচানো তোমার কর্তব্য। কথাটা যদি সত্য হয়, তা হলে ভেবে দেখো, এখন নো স্ট্রাইকের প্রতিটি মানুষকে বাঁচানো তোমার দায়িত্ব। কেউ তোমাকে বলেনি হিউজকে বন্দি করে আনতে, তুমি নিজে থেকে করেছ কাজটা। এবং এই শহরের প্রতিটি লোকের জীবন ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিয়েছ। প্রতিশোধ নিতে হামলা করবেই হিউজের লোকেরা, তখন হয়তো নির্বিচারে গুলি করবে আমাদেরকে। তুমি আসার আগে অবরুদ্ধ ছিলাম, কিন্তু আমাদের জীবন নিয়ে শঙ্কিত ছিলাম না। যদি বলি তুমি আমাদেরকে বিপদে ফেলেছ, তা হলে কি ভুল বলা হবে? নো স্ট্রাইকের লোকজন যদি সিটি অফিসের সামনে জড়ো হয়ে হিউজকে ছেড়ে দেবার দাবি জানায়, কোন অজুহাতে বা কোন অধিকারে ওকে আটকে রাখবে তুমি?'

জোরালো যুক্তিটা মেনে নিয়ে চুপ করে রইল জন। ভুল বলেনি কিথ। চোখ তুলে তাকিয়ে দেখল, বিজয়ীর হাসি হাসছে ধূর্ত লোকটা। রাগে জনের সারা শরীর জ্বলে গেল। নো স্ট্রাইকে

আসবার পর থেকে যতবার দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছে সে, ততবার স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেটা চেপে বসেছে ওর কাঁধে। মাথা নিচু করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে, রাগটা দমন করল।

'তারমানে,' জনকে চুপ করে থাকতে দেখে করুণ স্বরে জানতে চাইল নোরা। 'আমাদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে কেটে পড়তে চাইছ তুমি?'

কঠোর দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকাল জন। কড়া কিছু বলতে চাইল, কিন্তু কেন যেন পারল না। নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, মার্শাল হতে রাজি আছি আমি। কিন্তু সেনাদল আসা পর্যন্ত। মনে রেখো, একদিক দিয়ে ওরা আসবে আর আমি...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই জনের কাঁধে একটা হাত রাখল নোরা। 'তোমাকে কী বলে যে ধন্যবাদ দেবো...

'খুঁজে দেখি রাতে ডিউটি করার জন্যে কাউকে পাই কি না,' এদিক-ওদিক তাকাল কিথ।

'লাগবে না, আমিই পারবো,' সরাসরি প্রত্যাখ্যান করল জন। ডেপুটি হিসেবে হয়তো কোনও ঘাটের মড়াকে হাজির করবে ব্যাঙ্কার। প্রয়োজনের সময় ঠিকমতো রাইফেল ধরতে পারবে না লোকটা, গুলি করা তো পরের কথা।

পুরনো হোটেলটাতে একটা রুম নিল জন। পুরো বিকেলটা মড়ার মতো ঘুমাল সেখানে। সূর্য ডুববার ঘণ্টাখানেক পর উঠল। রুমের জানালা দিয়ে সিটি অফিসে ঢুকবার দরজাটা দেখা যায়। সেটা দিয়ে বাইরে তাকাল। সিটি অফিসের বাইরে, রাস্তায় বাতি জ্বলছে; সেটার মৃদু আলোতে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ দেখে একবার সন্তুষ্ট চিত্তে মাথা ঝাঁকাল। উপযুক্ত কাউকে ডেপুটি হিসেবে যোগাড় করতে পারেনি কিথ বার্ন, তাই নিজেই উইনচেস্টার হাতে বসে আছে ভিতরে। পাহারা দিচ্ছে হিউজ আর

ব্রাউনকে। জনকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিয়েছে। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করল জন। বিছানা ছেড়ে উঠল সে, হাত-মুখ ধুয়ে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল বাইরে। দরজায় তালা আটকাবার প্রয়োজন বোধ করল না। কারণ সে ছাড়া আর কোনও কাস্টোমার নেই।

টেবিলে বসে খাবারের অর্ডার দেওয়ার সময় পরিচয় হলো মালিকের সঙ্গে। পঞ্চাশের মতো বয়স লোকটার, কিন্তু টান টান শরীর। হাসিমুখে এগিয়ে এল সে, বাম হাত বাড়িয়ে দিল জনের দিকে। দু'হাতে সেটা ধরে সামান্য ঝাঁকাল জন। জিজ্ঞেস করল, 'কী নাম তোমার?'

'স্যামুয়েল জনসন। স্যাম বলে ডাকে সবাই।'

'স্যাম,' কেটে ফেলা ডান হাতটার দিকে ইঙ্গিত করল জন। 'দুর্ঘটনা?'

উপরে-নীচে মাথা নাড়ল স্যাম। 'এক সময় সেনাবাহিনীতে সার্জেন্ট মেজর ছিলাম। ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে ডান হাতটা হারাই। অবসর নিতে বাধ্য হই। এখন ওয়ার পেনশন পাচ্ছি, তা দিয়ে চালিয়ে নিচ্ছি কোনরকমে।'

বলবার মতো কিছু খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইল জন। আলগা সান্ত্বনার কথা-বার্তা আসে না ওর মুখে।

'খাবার তৈরি হতে একটু দেরি হবে, মিস্টার জন...'

'জন বলে ডাকলেই খুশি হবো।'

'ময়দা ছিল না এতদিন, মাত্র পেলাম। ছিল না দুধ, কফি আর বুলেট,' বাম উরুতে নিচু করে বাঁধা হোলস্টারে চাপড় দিল স্যাম। 'তোমার আর এডের সৌজন্যে সবই এসে গেছে। তোমাদেরকে অনেক ধন্যবাদ।'

ধন্যবাদটা পুরোপুরি আন্তরিক। সামান্য অস্বস্তি বোধ করল জন। কারও আন্তরিকতাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারে না সে। বাউন্টি হান্টিং আর একাকীত্ব ওর ভিতরের সামাজিকতাকে

বিলীন করে দিয়েছিল প্রায়। মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করে সেটা অনেকখানি ফিরে পেয়েছে সে। রানশিং শুরু করলে ভদ্রসমাজে মেলামেশা আরম্ভ হবে, তাতে হয়তো...

স্যামের ডাকে ওর কল্পনার জাল ছিঁড়ে গেল। 'চলো, দেরি না করে খেয়ে নেই।'

একসঙ্গে সাপার খেল ওরা। কথাও বলল প্রচুর। খাওয়া শেষে এক বোতল হুইস্কি নিয়ে বসে পড়ল স্যাম। বোতল থেকেই চুমুক দিয়ে গিলতে আরম্ভ করল। কফি পটটা নিজের দিকে টেনে নিল জন, এক কাপ কফি ঢেলে পাইপ ধরাল। জিজ্ঞেস করল, 'স্পেন্সার নামের একটা ছেলেকে চেনো?'

ততক্ষণে অর্ধেক বোতল গিলে ফেলেছে স্যাম। নেশা-ধরা গলায় উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, চিনি। কেন?'

'ওকে পাহাড়ে পাঠিয়েছে কিথ। নো স্ট্রাইকের লোকদের কাছে। পৌঁছাতে কতক্ষণ সময় লাগবে ছেলেটার?'

'কতক্ষণ আগে রওনা হয়েছে স্পেন্সার?'

'আধঘণ্টা হবে।'

'তা হলে আরও তিন-চার ঘণ্টার মতো লাগবে ধরে নাও।'

'আচ্ছা, স্যাম,' নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করবার পর জিজ্ঞেস করল জন। 'কিথ তো আরও আগে কাউকে পাঠাতে পারত সেখানে। পাঠাল না কেন?'

'পাঠানোর মতো কোনও খবর ছিল না, তাই। তোমরা রসদ নিয়ে এসেছ আজকে, সুতরাং এখন সেখান থেকে কেউ পালিয়ে এসে রসদ নিয়ে যেতে পারবে। আগে সেটা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া,' আবার এক ঢোক গিলল স্যাম। 'বছরের এই সময়টা, মানে বসন্তের শুরুতে বরফ গলে পানি গড়িয়ে নামতে আরম্ভ করে। সেটা না শুকানো পর্যন্ত ঢাল বেয়ে ওঠার সাধ্য নেই কারও। কাকতালীয় কি না জানি না, গতকালই শুকিয়ে গেছে পানি। পাহাড়ের ঢাল এখন মোটামুটি নিরাপদ। দক্ষ যে-কেউ

উঠতে পারবে এখন, ঘোড়ার পা পিছলে আছড়ে পড়বে না কয়েক শো ফুট নীচে।'

'ভালো,' কেন ভালো, না জেনেই শুকনো গলায় মন্তব্যটা করল জন। তারপর চোখ তুলে একদৃষ্টিতে যাচাই করল সামনে বসে থাকা স্যামকে। *লোকটা বাচাল, বলতে গেলে পঙ্গু; কিন্তু বুদ্ধিমান। সবচেয়ে বড় কথা—আমাকে পছন্দ করে ফেলেছে,* ভাবল জন।

এই মুহূর্তে স্যাম বা এডের মতো লোকই দরকার ওর। বেন আর এড ছাড়া নো স্ট্রাইকের কারও সঙ্গে তেমন খাতির নেই ওর। প্রয়োজনের মুহূর্তে কতটা সাহায্য পাওয়া যাবে, জানা নেই। কিন্তু খুব শীঘ্রিই সাহায্যের দরকার হবে আমার।

আবারও ধোঁয়া ছাড়ল সে। *নো স্ট্রাইকের পরিচিত কারও কারও আচরণ খুবই অদ্ভুত। যেমন, কিথ বার্ন। লোকটা প্রথম থেকেই হাসিখুশি আচরণ করছে, কিন্তু প্রাণ নেই সেই হাসিতে। তারপর নোরা। মেয়েটা আমার ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। অস্বাভাবিক নয়। হয়তো কিথকে খুব ভালোবাসে, তার ওপর সামনের গ্রীষ্মে ওদের বিয়ে; এ কারণে মোটেও পাত্তা দিচ্ছে না আমাকে। কিন্তু তাই বলে হিউজের কবল থেকে উদ্ধার করার পর একবার ধন্যবাদ না দেওয়ার মতো কঠোর নয় নিশ্চয়ই।*

উড়ন্ত ধূম্র-কুণ্ডলীর দিকে তাকাল জন। মনে পড়ে গেল-বিকালের কথা। *নোরা বলেছে, 'বুড়ো এডের এই উপকারের কথা কেউ ভুলবে না কোনদিন।' কিন্তু আমার কথা উল্লেখ করেনি একবারও। ব্যাপারটা কী? মেয়েটা খুব ভালোমতোই জানে, এডকে বাঁচিয়েছি আমি। তারপরও এড়িয়ে গেল কেন?*

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সে। *বাউন্টি হান্টার পরিচয়টাই পদে পদে সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাউন্টি হান্টার শুনেই পিস্তল তাক করেছিল এড, হিউজ ছুটে গিয়েছিল শাসাতে। বেন হাটনের ব্যাপারটাই বা কী? মন্ট্যানার আইন যদি সত্যিই ওর*

পিছনে লেগে থাকে, তা হলে জিম রবার্টসন কিছু না কিছু বলতোই। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি জিম। উল্টো হিউজের সঙ্গে ছেলেটার একটা সম্পর্ক আছে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে। কেন? এত গুজব, সন্দেহ আর অবিশ্বাসের পিছনে কার মাথা কাজ করছে?

বেশ কিছুক্ষণ ভাবল জন, কিন্তু উত্তর পেল না।

আরও এক কাপ কফি ঢেলে নিল সে। তাকাল স্যামের দিকে। আর দু'ঢোকের মতো বাকি আছে হুইস্কির বোতলে। ইতিমধ্যেই টলতে আরম্ভ করেছে লোকটা। ঘোলা হয়ে আসা দৃষ্টি পরিষ্কার করতে বার বার চোখ পিটপিট করছে, মাথা ঝাঁকাচ্ছে। মাতালদের একেবারে সহ্য করতে পারে না বলে একবার নাক কুঁচকালো জন। তারপর আবার ডুবে গেল ভাবনায়।

বেন হাটনকে চায় মন্ট্যানার আইন—কথাটা সবার আগে কে জানতে পারল? এড উইকের কথা সত্য হলে কিথ বার্ন। বেনকে ধরতে নো স্ট্রাইকে আসছে বাউন্টি জন—কথাটা কে প্রথম বলল? একই লোক—কিথ বার্ন। হিউজকে ভাড়া করে এনে থাকতে পারে বেন—মন্তব্যটা জিম রবার্টসনের। কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলবার পর মন্তব্যটা করতে বাধ্য হয় সে? কার সঙ্গে কথা বলবার পর জনকে চিঠি না লিখে পারেনি লোকটা? আবারও একই উত্তর—কিথ বার্ন।

কিন্তু গুজবগুলো ছড়িয়ে লাভ নেই ব্যাঙ্কারের, বুঝতে পারছে জন। লোকটার সঙ্গে দু'বার কথা হয়েছে ওর, একবারও বাচাল বা দায়িত্বজ্ঞানহীন মনে হয়নি। জনকে মার্শাল হতে যেরকম পিড়াপিড়ি করেছে সে, তাতে বোঝা যায়, নো স্ট্রাইকের জন্য দরদ আছে ওর। তা ছাড়া নো স্ট্রাইকে বড় রকমের সমস্যা হলে ওর ব্যাঙ্কেরই ক্ষতি।

সিদ্ধান্তে আসতে পারছে না জন। স্যামের দিকে তাকাল সে। মাথা নিচু করে বসে আছে লোকটা। নড়ছে না। ওর ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে।

'স্যাম?' কাজ হবে না জেনেও ডাকল জন।

কিন্তু জনের ধারণাটা ভুল প্রমাণ করে মাথা তুলে তাকাল স্যাম। স্বাভাবিক গলায় বলল, 'কী করতে হবে?'

লোকটা জ্ঞান হারায়নি দেখে আশ্চর্য হলো জন। বলল, 'ওঠো। চেয়ার ছেড়ে ছ'কদম পিছিয়ে যাও। তারপর ড্র করো। সাবধান, ট্রিগার টানতে যাবে না। আর পিস্তল তাক করে রাখবে অন্য দিকে।'

কাঠের মূর্তির মতো উঠল স্যাম। এমন ভঙ্গিতে এগোলো যে, দেখে পর্বতের ঢাল থেকে ভারী পাথর গড়াবার দৃশ্য ভেসে উঠল জনের কল্পনায়। ছ'কদম দূরে গিয়ে থামল হোটেল মালিক, তারপর উল্টোদিকে ঘুরে দ্রুত ড্র করল। সন্তুষ্ট হলো জন। স্বাভাবিক অবস্থায় হয়তো আরও ফাস্ট লোকটা।

'দিনের কাজ-কর্ম করতে একজন ডেপুটির দরকার আমার,' বলল জন।

'খুশি মনে করবো। কথাটা আগে বললেই পারতে,' স্যামের কণ্ঠে মৃদু অভিযোগ। 'বোতলটা শেষ করতাম না তা হলে। অবশ্য অভ্যেস হয়ে গেছে আমার, এক বোতলে কিছু হয় না।'

'আজ সারা রাত পাহারা দেবো আমি,' কাজের কথায় ফিরে গেল জন। 'আগামীকাল ভোরে চলে এসো সিটি অফিসে। দায়িত্ব বুঝে নিয়ে ছুটি দিয়ো আমাকে। পারবে?'

'আরে কী বলে?' খুশিতে সব দাঁত বেরিয়ে পড়েছে স্যামের, দু'চোখের ঘোলাটে দৃষ্টি কেটে গেছে। 'কাল ভোরে ঠিক সূর্যোদয়ের সময় দেখা হবে,' বলতে বলতে বারের দিকে এগিয়ে গেল, উবু হয়ে ভিতর থেকে বের করল আরেকটা বোতল।

এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বেরিয়ে এল জন। পা চালিয়ে গিয়ে ঢুকল সিটি অফিসে। ডেস্কের পিছনের সুইভেল চেয়ারে বসে ঝিমাচ্ছিল কিথ, জনকে ঢুকতে শুনে হাত বাড়াল উইনচেস্টারের দিকে।

'ওটা রেখে দাও, আমি জন। বাতি জ্বালাওনি কেন?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম...' তাড়াহুড়ো করে চেয়ার ছাড়ল কিথ। একটা কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালল। তারপর তাকাল জনের দিকে। 'কোনও সমস্যা হয়নি। ঠিকমতোই আছে হিউজ আর ব্রাউন। দুয়েকবার কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম হিউজের সঙ্গে, আমাকে সামান্যতম পাত্তাও দিল না লোকটা। এমন দৃষ্টিতে তাকাল...'

'ডেপুটি হিসেবে একজনকে পেয়েছি,' বাধা দিয়ে বলল জন।

'কে?'

'স্যাম। আগামীকাল ভোরে আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেবে সে।'

'কিন্তু লোকটা তো...'

'বাম হাতে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ওকে ড্র করতে দেখেছি। ভালোই। কাজ চলে যাওয়ার মতো কাউকে পেলে মন্দ কী? তুমি তো ব্যাঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, সব সময় থাকতে পারবে না এখানে। আমার পক্ষেও চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়া সম্ভব নয়।'

প্রতিবাদ করল না কিথ। 'ঠিক আছে, থাকো তুমি। আমি চললাম।'

'দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে কথা আছে,' শীতল গলায় বলল জন।

থমকে গেল কিথ। 'কী কথা?'

'বেন হাটনকে ধরতে আমি মন্ট্যানায় এসেছি—কথাটা ছড়ালো কে?'

'আমি জানি না। আগে উত্তরের একটা মাইনিং ক্যাম্পে কাজ করত বেন। সেখান থেকে ফিরে এল, আর এসেই রানশ্ কেনার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল। এত টাকা পেল কোত্থেকে ঈশ্বরই জানে। কাকতালীয় কি না জানি না, সে এখানে আসার আগেরদিন একটা স্টেজ লুট হয়েছিল। রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ হবার কারণে লোকমুখে গুজব রটল, কাজটা বেনের...

'সে একা কিনছে না রানশটা, আমিও আছি ওর সঙ্গে।

বেশিরভাগ টাকা আমার। তার ওপর কম দামে পাওয়া গেছে রানশটা। মাইনিং ক্যাম্পে ওর সঙ্গে আমিও কাজ করতাম, সুতরাং ওর প্রতিটা ডলার সৎ পথে উপার্জিত—নিশ্চয়তা দিতে পারি। বেতনও খারাপ ছিল না সেখানে। রানশ্ কেনার টাকা কীভাবে যোগাড় হলো ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে?'

'তুমি আমাকে সন্দেহ করছ কেন বুঝতে পারছি না। আমি তোমাদের ব্যাপারে সবই জানি। কিন্তু লোকের মুখ বন্ধ রাখার ক্ষমতা নেই আমার...'

'তা হলে দয়া করে যে কথাগুলো বললাম, সেগুলো জানিয়ে দিয়ো সবাইকে,' রেগে গেছে জন।

মাথা ঝাঁকাল কিথ। 'তোমার ব্যাপারে অনেকে জানতে চেয়েছে আমার কাছে। সবাইকে সত্য কথাটাই বলেছি আমি। তুমি কী করো জানতে চাওয়াতে বলেছি—বাউন্টি হান্টার। কিন্তু তুমি যে কাজটা ছেড়ে দিয়েছো, তখন সেটা জানতাম না।'

চুপ করে রইল জন। কিথকে আরও কিছু বলবার সুযোগ দিতে চায়।

'লোকে দুইয়ে দুইয়ে যোগ করে পাঁচ বানাল। ভাবল, বেন স্টেজ লুট করেছে আর ওকে ধরতে ফেডারেল আইন বাউন্টি হান্টার পাঠাচ্ছে। এ-ই হচ্ছে আসল ঘটনা। আমার কোনও দোষ নেই এতে, কাজেই আমার উপর রাগ করে লাভ নেই।'

'আর সবার সঙ্গে বেনও গেছে পাহাড়ে। ওকে সামার ড্রাইভের ফোরম্যান বানিয়েছ তোমরা। খুব ভালো কথা। কিন্তু যে রানশে কাজ করে ছেলেটা, শুনেছি ওই রানশের মালিক নাকি আগেই সব গরু বিক্রি করে দিয়েছে। তা হলে কী কারণে গেল বেন? লোকের কাছ থেকে দূরে থাকতে চায়?'

'সম্ভবত। তোমার বিরুদ্ধে সবাই অপবাদ দিতে আরম্ভ করলে টিকতে পারবে তুমি? যদি কখনও টের পাও যে সবাই তোমার সামনে এক রকম আর পিছনে আরেক রকম কথা বলছে, তখন

কেমন লাগবে তোমার?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করল কিথ। 'ওই যে বললাম, দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ—ওটা হচ্ছে আসল কারণ।'

আর কথা বাড়াল না জন, চুপ করে গেল। কিথও দেখল জনের মন খারাপ, তা-ই ওকে আর না ঘাঁটিয়ে নিঃশব্দে বিদায় নিল।

ডেস্কের পিছনের সুইভেল চেয়ারটাতে বসে পড়ল জন। হাতের কাছে রাখল রাইফেলটা। দু'পা তুলে দিল ডেস্কের উপর। পকেট থেকে পাইপ বের করে ধরাল। একবার তাকাল সেলারের দিকে, পায়চারি করতে থাকা হিউজকে দেখল। ব্রাউন চুপ করে বসে আছে খাটে, কী যেন ভাবছে একমনে।

কিছুক্ষণ পরই ঝিমাতে আরম্ভ করল জন। পাইপটা নিভিয়ে যথাস্থানে রেখে দিল। তারপর চোখ বুজল আবার।

রাত যত বাড়ছে, তত কমছে কোলাহল। হিউজের লোকেরা আক্রমণ করলে ঠেকাবার জন্য কিথ বার্নের উদ্যোগে শহরের বুড়োরা একটা "টহল দল" গড়েছে—নেতৃত্বে আছে এড উইক্‌; পিঠে আরোহী নিয়ে একটা-দুটো ঘোড়া চলে যাচ্ছে মাঝেমধ্যে, জানান দিচ্ছে দলটার অস্তিত্ব। নিস্তব্ধতা চেপে বসল জনের উপর, অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। আবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল হিউজের দিকে। ঘুমহীন চোখে এদিকেই দেখছে দানবটা, কিছু একটার অপেক্ষায় আছে যেন। হতাশ হয়ে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। ওর ঝিমুনি কেটে গেছে, দেহের প্রতিটি পেশীতে উত্তেজনা বোধ করছে সে।

রাইফেলটা ডেস্কের উপর তুলল সে, নলটা তাক করল হিউজের দিকে। অস্ত্রটাকে রেখে দিল সেখানেই। হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করল, তারপর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। নিভিয়ে দিল বাতিটা। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করে বাইরে বের হলো। তাকাল চারদিকে।

নো স্ট্রাইকের বেশিরভাগ বাতিই নিভে গেছে, রাস্তায় টিম টিম করে জ্বলছে দুয়েকটা। ঘোড়া নিয়ে এখনও টহল দিচ্ছে কয়েকজন। পুব দিগন্তে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে একটু পর পর। ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে থেকে থেকে।

ঝড় আসবার আগে একেবারে শান্ত হয়ে যায় চারদিক, থেমে যায় সব কোলাহল—ভেবে আবার ভিতরে ঢুকল সে। বসল চেয়ারে, নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে রইল বাইরের অন্ধকারের দিকে।

দশ

সিটি অফিসের দেয়ালে বসানো ঘণ্টাটা ঢং ঢং করে ঘোষণা করল রাত বারোটা বাজে। মিনিট দুয়েক পর শোনা গেল একজোড়া ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। *ঝড়টা এসে গেছে*, ডেস্কের উপর থেকে রাইফেলটা তুলে নিতে নিতে ভাবল জন। এক দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাইরে তাকিয়ে দেখল, দু'জন ঘোড়সওয়ার তুমুল গতিতে ছুটে আসছে এদিকেই। এডের লোকজন ওদের আটকাচ্ছে না কেন, ভেবে কিছুটা আশ্চর্য হলো সে। সময় নষ্ট না করে দরজার পাশে, মোটা দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল। রাইফেল তাক করল আগন্তুকদের দিকে।

সিটি অফিসের কাছাকাছি এসে ঘোড়ার গতি কমাল ওরা। চাঁদের আলোয় ওদের চেহারা দেখতে পেল জন। সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল ওদেরকে। আনন্দের ঢেউ জাগল ওর মনে। একজন স্পেন্সার, যাকে পাঠানো হয়েছিল পাহাড়ে। আরেকজন

বেন হাটন।

হিচিং রেইলের সামনে থামল ওরা। এগিয়ে গেল জন। দরজা পার হয়ে বোর্ডওয়াকে দাঁড়াল। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকল, 'বেন!'

স্যাডল ছেড়ে নামতে যাচ্ছিল বেন, জনের ডাক শুনে থমকে গেল। মুখ তুলে তাকাল জনের দিকে। খেয়াল করল জন, স্বস্তি বা আনন্দের চিহ্ন নেই ছেলেটার চেহারায়; থমথম করছে ওর সরু, বালকসুলভ মুখটা। ডান হাত তুলল বেন, তাক করল জনের দিকে। যার পর নাই আশ্চর্য হয়ে দেখল জন, হাতটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক লম্বা—ওর দিকে পিস্তল তাক করেছে ওরই পার্টনার বেন হাটন!

'রাইফেলটা ফেলে দাও, জন।'

কিছুক্ষণ নির্বাক তাকিয়ে রইল জন, তারপর পালন করল আদেশটা। কাঠের বোর্ডওয়াকের উপর রাইফেল পতনের আওয়াজ রাতের নিস্তব্ধতায় অনেক জোরে শোনাল। বেনকে বোঝাবার চেষ্টা করল, 'পাগলামি কোরো না। যে-কোনও সময়...

'কথা কম বলো,' কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল বেন। 'ভালো চাইলে গানবেল্টটাও খুলে ফেলো। চালাকির চেষ্টা কোরো না। তোমার মতো লোভী, নীচ আর ধোঁকাবাজকে গুলি করতে হাত কাঁপবে না আমার।'

কথা বাড়ানো বৃথা বুঝে গানবেল্ট খুলে ফেলল জন, ছেড়ে দিল হাত থেকে। তারপর পিছিয়ে গেল এক পা। বলল, 'খুব বড় ভুল করছ, বেন। হিউজ আটকে আছে ভেতরে।' ঘাড় ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করল সে। 'তার মানে এ-ই নয় যে, জিতে গেছি আমরা। আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করলে একটা গুলিও ছুঁড়তে হবে না ওকে, আপনা থেকেই জিতে যাবে।'

'আমি তোমার ছাত্র নই, সুতরাং জ্ঞান দিতে এসো না দয়া করে। কাজ আছে আমার এবং হাতে একদম সময় নেই,' ঘাড় সামান্য ডান দিকে ঘুরিয়ে বলল, 'স্পেন্সার, এড উইকের বাসায়

যাও এক্ষুণি। ওকে ঘুম থেকে জাগিয়ে একটা ওয়্যাগন রেডি করতে বলো। তারপর ফিরে যাবে বাকিদের কাছে, বলবে সিটি অফিস দখল করেছি আমি। ওরা শহরে এসে যেন লোডিং-এ সাহায্য করে।'

কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনল স্পেন্সার, তারপর ঘোড়া দাবড়ে চলে গেল দ্রুত।

নিজের ঘোড়া থেকে নামল বেন। আবার কঠোর কণ্ঠে আদেশ দিল, 'যাও, সোজা অফিসের ভেতরে গিয়ে ঢোকো। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। এক পা-ও এদিক-ওদিক করলে সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবো।'

আদেশটা পালন করতে বাধ্য হলো জন।

বোর্ডওয়াকের উপর থেকে জনের রাইফেল আর গানবেল্টটা তুলে নিল বেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল, 'আমি দরজার কাছে দাঁড়াচ্ছি, তুমি বাতি জ্বালবে।'

আলো জ্বালবার পর ঘুরে বেনের মুখোমুখি হলো জন। বেনের চোখে খুনির দৃষ্টি নেই, বরং এক ধরনের বেদনা ফুটে আছে স্পষ্ট। বুঝতে পারল জন, নিতান্ত বাধ্য না হলে গুলি চালাবে না ছেলেটা। *হয়তো সেলারে আটকাবে আমাকে,* অনুমান করে কথা বাড়াবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'জিম রবার্টসন...

'জিম রবার্টসন?' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল বেন। 'তারমানে ঠিকই বলেছিল কিথ! তুমি আমাকে ধরতেই এসেছ এখানে। আমাকে খুন করে রানশটা দখল করতে চাও। তোমার মতো নীচ...' কথাটা শেষ করল না বেন। বাম হাতে ধরা জনের রাইফেল আর গানবেল্ট নামিয়ে রাখল ডেস্কের পাশে, মেঝেতে। 'জন, বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে তোমাকে নিজ হাতে খুন করতে পারলে খুব খুশি হতাম আমি। কিন্তু আপাতত সেটা করা যাচ্ছে না। কারণ, যে-কোনও উপায়েই হোক, নো স্ট্রাইকের মার্শাল সেজে বসে আছো তুমি। এমনিতেই একটা অপবাদ নিয়ে পালিয়ে

বেড়াচ্ছি, আইনের লোককে খুন করে আরেকটা জোটাতে চাই না। আমরা অনেক কষ্ট করে এখনও ধরে রেখেছি ক্যানিয়নটা,' হিউজের দিকে ইঙ্গিত করে একটা গাল দিল সে। '...লোকেরা প্রায় শেষ করে দিয়েছে আমাদের। ইতিমধ্যেই আমাদের ছয়জন মারা গেছে, চিকিৎসার অভাবে কাতরাচ্ছে আরও অনেকে। নো স্ট্রাইকে রসদ এসে গেছে শুনে মাত্র দু'জনকে সঙ্গে নিয়ে অনেক ঘুরপথে, বহু কষ্ট করে পালিয়ে এসেছি আমি। আসবার সময় গুলি খেয়েছে একটা ঘোড়া, সেটা এখন মরে পড়ে আছে ক্যাটল ট্রেইলে,' শুনে মনে হলো, কণ্ঠ ভেঙে গেছে বেনের। 'রসদ দরকার আমাদের, আর একদিনও দেরি হলে ঘোড়াটার মতোই অবস্থা হবে আমাদের সবার। যেভাবেই হোক, রসদ নিয়ে ফিরতে হবে আমাকে। আমি ফোরম্যান, ওদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার কাঁধে।'

আশ্চর্য হয়ে ভাবল জন, *যে ছেলে এতটা দায়িত্ববান, যে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে উদ্ধার করতে ছুটেছে, সে কী করে স্টেজ লুট করতে পারে? নাকি ঘটনাটা সম্পূর্ণ বানানো?*

বেনের হুঙ্কার শুনে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল জন। 'কী হলো? কতবার বলবো? তাড়াতাড়ি করো। আজ রাতটা হিউজের সঙ্গেই কাটাও। তোমাদের দু'জনকে মানাবে ভালো। যাও, তাড়াতাড়ি...'

'তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বেন। তোমাকে খুন করে রানশ্ দখল করতে চাই—ভাবলে কী করে?'

'জিম রবার্টসনের হয়ে আমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসোনি তুমি?'

'না, আসিনি। কী করতে এখানে এসেছি আমি খুব ভালোমতোই জানা আছে তোমার। কিথ বার্ন আমাকে বলেছে, তুমি এখানে আসার সময় একটা স্টেজ লুট হয় আশেপাশে কোথাও; দুর্নামটা জোটে তোমার কপালে। ঘটনাটা সত্য হলে

তোমাকে ধরতে জিম রবার্টসন নিজেই আসত। অথবা কোনও রেঞ্জারকে পাঠাত। অথবা যোগাযোগ করতে পারত স্থানীয় শেরিফের সঙ্গে। কিন্তু কোনটাই না করে কোন যুক্তিতে আমাকে পাঠাবে সে?'

একটা প্রশ্নেরও উত্তর না দিয়ে চুপ করে রইল বেন। ছেলেটা কাবু হতে আরম্ভ করেছে টের পেয়ে হেঁটে সুইভেল চেয়ারটার কাছে গেল জন, বসে পড়ল।

'সেলারে ঢুকতে বলেছি আমি,' বেনের আদেশে তেমন জোর নেই।

'হ্যাঁ,' পিছন থেকে শোনা গেল হিউজের ভরাট কণ্ঠ। দুই পার্টনারের ঝগড়া দারুণ উপভোগ করছে সে। 'চলে এসো, জন। তোমাকে চুমু দেবার কথা আমার।'

'নিজেকেই দাও আপাতত, পরে কাউকে খুঁজে এনে দেবো,' বেনের দিকে তাকাল জন। 'হয় গুলি করো আমাকে, আর নইলে সব খুলে বলো। এভাবে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। সেলারে ঢুকবো না আমি।'

জনের দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল বেন। তারপর এক সময় নামিয়ে নিল পিস্তল ধরা হাতটা। কিন্তু হোলস্টারে ভরল না পিস্তল। সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে ছেলেটা, পরিষ্কার বুঝতে পারল জন। ওকে কথা বলতে বাধ্য করবার জন্য বলল সে, 'এক কাজ করতে পারো। আমার পকেটে সেলারের চাবি আছে, ইচ্ছে হলে নিয়ে খুলে দিতে পারো দরজা। মুক্তি পাবে তোমার আসল পার্টনার হিউজ।'

'কী যা-তা বলছ? হিউজ আমার পার্টনার নয়।'

'নো স্ট্রাইকে আসার আগে জিম রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করেছি আমি। সে আমাকে কী বলেছে জানতে চাও?'

'না, চাই না। কারণ আমি জানি আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগটাই আগাগোড়া তোমাকে শুনিয়েছে সে।'

'ভুল। মোটেও সেরকম কিছু আমাকে বলেনি সে। বরং ব্যাপারটা আমি জেনেছি এড উইকের মুখ থেকে। এডকে সঙ্গে নিয়ে রাউন্ড আপে যাচ্ছিলাম, পথে একটা প্রাকৃতিক টানেলে রাত কাটাই; তখন আমাকে ঘটনাটা বলে এড।'

'তা হলে জিম কী বলেছে?'

'বলেছে, হিউজ কখনোই নিজে থেকে কিছু করে না। সব সময় ভাড়া খাটে। এবারও সেটাই করছে। এবং ওকে ভাড়া খাটাচ্ছ তুমি।'

'জিম বলেছে কথাটা?' এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না বেন।

'হ্যাঁ, জিম বলেছে। বিশ্বাস হচ্ছে না? তুমি যখন আমার ব্যাপারে রানশ্ দখলের অভিযোগ করলে তখন আমারও বিশ্বাস হয়নি।'

'তোমাকে অভিযুক্ত করে আমার লাভ নেই। কিথ বার্ন বলেছে সব। মিথ্যে বলার লোক নয় সে।'

'কিথ বার্ন কাকে বলেছে? তোমাকে? তখন তো তুমি লুকিয়ে ছিলে পাহাড়ে। তা হলে জানলে কীভাবে?'

'স্পেন্সার জানাল আজকে।'

'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?'

'তুমি কি সত্যিই জানো না?' ক্লান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল বেন।

'না, সত্যিই জানি না। বিশ্বাস করো।'

'গুজব আছে নো স্ট্রাইকে–আমি একটা মেইল স্টেজ লুট করে মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নিয়েছি। খুন করেছি স্টেজ ড্রাইভার আর গার্ডকে।'

'কিন্তু গুজব তো আর এমনি এমনি রটে না। কী করেছিলে তুমি? নো স্ট্রাইকে আসার সময় কী ঘটেছিল?'

হিউজের দিকে তাকিয়ে আবার গাল দিল বেন। তারপর নিচু গলায় বলতে আরম্ভ করল, 'বোকামি করে ফেঁসে গেছি,' বলেই

থামল বেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মেঝের দিকে। একটু পরে মুখ তুলে বলল, 'জমানো টাকা-পয়সা সব নিয়ে মাইনিং ক্যাম্প ছেড়ে রওনা হলাম। এখানে আসার আগে থামলাম ব্যানাকে। গলা ভেজাতে ঢুকলাম একটা সেলুনে। প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই গিলে ফেললাম। ওখানে পরিচয় হলো এক স্ট্রেঞ্জারের সঙ্গে। নেশার ঘোরে বক বক করতে আরম্ভ করলাম। কোথায় কাজ করেছি এতদিন, কোথায় যাচ্ছি, পার্টনারশিপে রানশ্ কেনার ইচ্ছে আছে–সব বললাম ওকে। চুপচাপ শুনল স্ট্রেঞ্জার, মাঝেমধ্যে নো স্ট্রাইকের ব্যাপারে একটা-দু'টা প্রশ্ন করল। যা যা জানতাম, সব বলে দিলাম। মন দিয়ে শুনল স্ট্রেঞ্জার, তারপর এক সময় বিদায় নিয়ে চলে গেল। আরও কিছুক্ষণ গিললাম আমি, তারপর বের হলাম সেলুন থেকে। সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ধরল লোকটা। আরও চারজনকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল সে। আমার টাকার থলেটা কেড়ে নিল ওরা। ঘোড়ায় চড়তে বাধ্য করল। দু'জন দু'দিক থেকে পিস্তল তাক করে রইল, সামনে রইল একজন, পিছনে আরেকজন। স্ট্রেঞ্জার চলল সবার আগে। ব্যানাকের বাইরের এক পাহাড়ে ঘাঁটি গেড়েছিল হিউজ, ওরা সেখানে নিয়ে গেল আমাকে। ততক্ষণে আমার নেশা কেটে গেছে।'

'কী জানতে চাইল হিউজ?' ঘাড় ঘুরিয়ে সেলারের দিকে তাকাল জন।

'নো স্ট্রাইকের ব্যাপারে সবকিছু–শহরটা কোথায়, কতজন লোক বাস করে, মার্শাল কেমন, বের হওয়ার রাস্তা কয়টা, সেগুলো কোন দিকে...এড়িয়ে যেতে চাইলাম আমি; তখন আমাকে দু'দিক থেকে চেপে ধরল ব্রাউন আর টম। হিউজ ঘুসি মারতে আরম্ভ করল। সব বলে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না আমার।'

'তারপর? টাকার থলেটা রেখে ওরা ছেড়ে দিল তোমাকে?'

দুঃখের হাসি হাসল বেন। 'টাকার থলেটা রাখল কিন্তু

আমাকে ছাড়ল না। দলের অন্যদের মতো আমাকে ব্যানাকে নিয়ে এল হিউজ। তারপর শহরটা ছাড়িয়ে আরও পুবে গেল। ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পারিনি তখনও। ইচ্ছে ছিল, একটা সুযোগ পেলেই থলেটা নিয়ে কেটে পড়বো। সুযোগটা পেলাম ঠিকই, কিন্তু না পেলেই বোধহয় ভালো হতো.' থামল বেন. হ্যাট খুলে অসহায়ের মতো হাত বুলাল মাথায়। 'অ্যাস্পেন গালশ্ থেকে একটা মেইল স্টেজ আসছিল। দু'ভাগে ভাগ হয়ে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল হিউজ। কাছাকাছি হওয়ামাত্রই দু'দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা। ড্রাইভার, গার্ড, ঘোড়া—কাউকে গুলি করতে বাকি রাখল না। ঘোড়াগুলো মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ামাত্রই ভেতর থেকে লাফিয়ে বের হলো দু'জন যাত্রী। ওদেরকে খুন করল না হিউজের লোকেরা; ধরল, টাকা-পয়সা, আংটি—যা পেল, কেড়ে নিল। তারপর তাড়িয়ে দিল রাইফেল দিয়ে পিটিয়ে।'

'ডাকাতির সময় তুমি কোথায় ছিলে?'

'হিউজের দু'জন লোক পাহারা দিচ্ছিল আমাকে। তাই পালানোর সুযোগ পাইনি। কিন্তু মেইল বক্সটা খোলামাত্রই অসতর্ক হয়ে পড়ল ওরা। ভাগের টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল সবার মধ্যে। হিউজের কাছে ছিল আমার টাকার থলেটা। সুযোগ পাওয়া গেছে ভেবে এক দৌড়ে ঘোড়ার কাছে গেলাম আমি। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘোড়া নিয়ে ছুটে গেলাম ওর দিকে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার চেষ্টা করল শয়তানটা, আমি কেড়ে নিলাম ওর হাত থেকে।' তারপর ওর পিস্তল দিয়েই ওর মাথায় দিলাম এক বাড়ি। ছিনিয়ে নিলাম আমার টাকার থলেটা,' দাঁত বের করে হাসল বেন। সেলারের ভিতর থেকে ভেসে এল চূড়ান্ত অশ্লীল গালি-গালাজের আওয়াজ। পাল্টা গাল দিয়ে সেগুলোর উত্তর দিল বেন। তারপর বলতে লাগল, 'হিউজকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে কেউ গেল ওকে

তুলতে, কেউ গাল দিতে লাগল, আবার কেউ সুযোগ পেয়ে অন্যের ভাগের টাকা ভরল পকেটে। আমার পেছনে ছুটে এল না একজনও, সুতরাং পালাতে অসুবিধে হলো না।'

'যা-ই হোক,' মুচকি হেসে মুখ খুলল জন। 'স্টেজ লুটের অভিযোগে তোমাকে খুঁজছে না জিম রবার্টসন। আর আমিও তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে আসিনি। তোমাকে মেরে রানশ্ দখল করারও ইচ্ছে নেই। এখন যাও, যা যা দরকার ওয়াগনে তোলো। আর ভবিষ্যতে কাউকে অভিযুক্ত করতে চাইলে একটু ভেবেচিন্তে কোরো; তাতে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি নিয়ে মন্তব্য করবে না কেউ এবং যাকে বদনাম করছ, সে বেচারাও দুঃখ পাবে না।'

'কিন্তু তোমার কথা মেনে নেওয়ার মানে হচ্ছে কিথ বার্ন মিথ্যেবাদী...'

'কিথ বার্ন কি ফেরেশতা? স্বর্গ থেকে নেমেছে? জীবনে কি কোনদিন মিথ্যে বলেনি সে? গুজবটা ছড়ানোর পেছনে ওর উদ্দেশ্য কী, বলতে পারবো না; কিন্তু আমি নিশ্চিত এ সবের জন্যে সে-ই দায়ী। এত গুরুতর একটা গুজব যে ছড়ায়, তার উদ্দেশ্যও গুরুতর না হয়ে পারে না। আরও কয়েকটা দিন কাটতে দাও, আপনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। ততদিন আমাকে বিশ্বাস না করো, অন্তত আমার কাজে দয়া করে বাধা দিয়ো না। আশা করি এই উপকারটুকু করবে। মনে রেখো, কিথ একা নয়, আমিও কাজ করছি নো স্ট্রাইকের জন্যে। এবার যেতে পারো—অনেক সময় নষ্ট করেছ এখানে।'

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে উঠে দাঁড়াল বেন। জনের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল কিছুক্ষণ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, ওর সন্দেহ দূর হয়নি এখনও। কিথকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করে সে, হয়তো নো স্ট্রাইকের সবাই; সেই বিশ্বাসে আঘাত লাগাতে কর্তব্য স্থির করতে পারছে না সহজ-সরল ছেলেটা। নীরবে ঘুরল সে, ধীরে ধীরে বের হয়ে গেল সিটি অফিস থেকে। এক সময় মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

এগারো

বেনের গমনপথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর ভ্রূ কুঁচকালো জন। চিন্তার ঝড় বইছে ওর মাথায়। *সব দোষ কিথ বার্নের–ধরে নিলে প্রত্যেকটা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু একটা জটিল প্রশ্ন থেকে যায়–কেন? কিথ বার্নের মতো লোক কেন গুজবটা ছড়াবে? সে মার্ভ হিউজকে ভাড়া করে থাকলে সেটার কারণই বা কী? হিউজকে দিয়ে নিজের ব্যাঙ্ক লুট করালে ওর লাভটা কোথায়? রানশারদের প্রায় প্রত্যেকে ওর থেকে টাকা ধার নিয়েছে, এখন ওদের জমি দখল করে নিলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?*

একটা প্রশ্নেরও উত্তর নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে ভিতরের রুমে গেল জন। সেলারের সামনে থামল। চোখ রাখল হিউজের চোখে। জিজ্ঞেস করল, 'কিথ বার্ন তোমাকে নো স্ট্রাইকে এনেছে কেন?'

'তোমার মাথাটা ঘোলা হয়ে গেছে, বাউন্টি জন। ভেতরে এসো, পরিষ্কার করে দেই। আমাকে ভাড়া করে এনেছে বেন হাটন, কিথ বার্ন নয়,' হাসল দানব।

কথাটা যদি মিথ্যে না হয়ে থাকে, তা হলে হিউজ স্বীকার করে নিল, কেউ আছে ওর পিছনে। কিন্তু তাতেও লাভ হলো না। সন্দেহের কাঁটাটা বিঁধেই রইল জনের মনে।

হতাশ হয়ে ঘুরল সে; আবার বসল সুইভেল চেয়ারে।

একটাই উপায় আছে এখন–সরাসরি কিথ বার্নকে জিজ্ঞেস করা। কিন্তু লোকটা দোষী হলে আগের মতোই সব অভিযোগ অস্বীকার করবে–একটা বাচ্চা ছেলেও বোঝে সেটা।

সিটি অফিসের বাইরে বেরিয়ে এল জন। কিছুক্ষণ আগেও একেবারে নীরব ছিল চারদিক, এখন হই চই শোনা যাচ্ছে। নিভে গিয়েছিল নো স্ট্রাইকের অধিকাংশ বাতি, জ্বলে উঠেছে আবার। লোকজন জড়ো হয়েছে এড উইকের স্টোর হাউসের চারপাশে। বোর্ডওয়াকে উঠে দাঁড়িয়েছে অনেকে। একটা ওয়্যাগন দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। স্বেচ্ছাসেবকেরা লাইন ধরে দাঁড়িয়ে গেছে, সুশৃঙ্খলভাবে মাল লোড করছে। নোরাকেও দেখতে পেয়ে কৌতূহল বোধ করল জন। নোরা মানেই কিথ বার্ন–ধারণাটা ওর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তা-ই ব্যাঙ্কারের খোঁজে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। কিন্তু দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হলো কিছুটা। মাল লোডিং-এ উৎসাহ নেই নাকি লোকটার?

পুরনো হোটেলটার দিকে তাকাল জন। তারপর আরও ডানের ব্যাঙ্ক বিল্ডিংটা দেখল একনজর। অন্ধকারে ঢেকে আছে সেটা। চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল সে, একটা নড়াচড়া দেখতে পেয়ে ঔৎসুক্য বোধ করল; তাকাল আবার।

ব্যাঙ্ক আর নাপিতের দোকানের মাঝখানে ঘাসে ঢাকা একচিলতে জমি। কেউ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। অন্ধকারে লোকটাকে চিনতে পারল না জন। ভালোমতো দেখবার উদ্দেশ্যে আরেকটু আগে বাড়ল সে। ততক্ষণে পিছিয়ে গেছে লোকটা, কাছেই রাখা ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছে। লুকোচুরি খেলাটা জনের কৌতূহলকে সন্দেহে পরিণত করল।

খুব ধীরে মেইন স্ট্রিট থেকে পিছিয়ে গেল লোকটা। এখন জঙ্গলের দিকে এগোচ্ছে। লোডিং-এ ব্যস্ত সবাই, তাই কেউ খেয়াল করছে না ওকে। একটা জোরালো বাতাস বইল এমন সময়, সরিয়ে নিল আকাশের কিছু মেঘ; এতক্ষণ আড়ালে থাকা

চাঁদ উঁকি দেওয়ার সুযোগ পেল। অস্পষ্ট আলোতে ঘোড়াটাকে কেন যেন পরিচিত বলে মনে হলো জনের।

এত রাতে জঙ্গলে যাওয়ার উদ্দেশ্য কী হতে পারে, আন্দাজ করবার চেষ্টা করল সে। হয়তো সেখানে অস্থায়ী ঘাঁটি গেড়েছে হিউজের লোকেরা, আর ওদের কাছেই খবর নিয়ে বা ওদের থেকে খবর আনতে যাচ্ছে লোকটা। অথবা হয়তো অভিসারে যাচ্ছে, অন্যভাবে ভাববার চেষ্টা করল জন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল, এই দু'দিনে কিথ বার্ন ছাড়া নো স্ট্রাইকের আর যাদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, তাদের প্রেম করবার বয়স অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

সুতরাং, নিশ্চিত হলো জন, হিউজের লোকেরা জড়ো হয়েছে পাশের জঙ্গলে—জেল ভেঙে নেতাকে বের করে নিয়ে যাওয়ার মতলবে আছে। ওদের সঙ্গে দেখা করতেই চুপিসারে ঘোড়ায় চেপেছে কেউ। ব্যস্ত থাকায় লোকটাকে দেখতে পায়নি এড উইকের লোকেরা।

ঘাড় ঘুরিয়ে একবার সিটি অফিসের দিকে তাকাল জন। এক মুহূর্তের জন্য হলেও হিউজকে একা রেখে যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাওয়া লোকটাকে ফলো করতেই হবে; জানতে হবে কোথায়, কী উদ্দেশ্যে চলেছে সে। একটা দায়িত্ববোধ চেপে বসল ওর মনে। সামান্য অস্থিরতা অনুভব করল নিজের ভিতর, সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে আরম্ভ করল।

এতক্ষণে পাঁড় মাতাল হয়ে গেছে স্যাম, হয়তো ঢলে পড়েছে গভীর নিদ্রায়; সুতরাং হোটেলে গিয়ে ওকে ডাকবার চেষ্টা করাটা বৃথা। অনেক ডাকলে হয়তো সাড়া দিতে পারে লোকটা, কিন্তু ততক্ষণে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে রহস্যময় রাইডার।

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জন। ব্যাঙ্ক আর নাপিতের দোকানের মাঝখানের ঘেসো জমিটার উদ্দেশে রওয়ানা হলো। হাঁটতে হাঁটতে ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর থেকে জঙ্গলের দূরত্ব অনুমান করবার

চেষ্টা করল। *পঞ্চাশ গজের মতো হবে*—ভাবল সে। রহস্যময় রাইডার ইতিমধ্যে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে, ওকে থামাতে তাই দৌড় দিল জন।

ব্যাঙ্কের কোণায় পৌঁছে থামল সে। মেঘের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসেছে ক্ষয়া চাঁদ, ঘেসো জমি আর জঙ্গলের মাঝখানের পঞ্চাশ গজ জায়গাটুকু এখন প্রায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। উন্মুক্ত প্রান্তরটা দৌড়ে পার হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাইল না সে। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, রাইডারকে ধরতে না অন্ততপক্ষে লোকটার চেহারা দেখতে ব্যর্থ হয়েছে। রহস্যময় লোকটা পৌঁছে গেছে জঙ্গলের কিনারায়। হতাশ হয়ে এতক্ষণের চেপে রাখা দম ছাড়ল জন। রহস্যময় লোকটা ঢুকে গেল জঙ্গলে, মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর ছায়ায় দাঁড়িয়ে রইল জন। চিন্তার ঝড় চলছে ওর মাথায়।

কে হতে পারে লোকটা? সহজ উত্তর—যে-কেউ। তবে অবয়ব দেখে শক্ত-সমর্থ বলেই মনে হয়েছে। তবে বুক চিতিয়ে বসে থাকলে বুড়োকেও যুবকের মতোই দেখাবে অন্ধকারে। আবার হিউজের দলেরও কেউ হতে পারে; অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে ঢুকেছিল নো স্ট্রাইকে, গুপ্তচরগিরি করবার পর নিরাপদে ফিরে গেছে ঘাঁটিতে। মনের পর্দায় ঘোড়াটা আরেকবার দেখল জন। *আগেও কোথাও দেখেছি ঘোড়াটা নো স্ট্রাইকে আসবার পর—কিন্তু কোথায়? ধেৎ, মনে আসছে না!* জায়গা ছেড়ে নড়তে যাচ্ছিল, লোকটাকে ফিরতে দেখে পাশের দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গেল আঠার মতো।

এবার আর হেঁটে নয়, দৌড়ে আসছে ঘোড়াটা। সোজা জনের দিকে। উজ্জ্বল চাঁদের আলোয় লোকটাকে চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গেল জন। এ জন্যই পরিচিত মনে হয়েছিল ঘোড়াটাকে! সোরেল পনি-যেটাতে চড়ে এড উইক নো স্ট্রাইক ছেড়ে পালিয়েছিল। রেইনি পাসে জেফের সেলুনের বাইরে ম্যাচকাঠি

জ্বেলে ঘোড়াটা চিনে নিয়েছিল জন: ওটার নিতম্বে "কে.বি." মার্কা মারা। রহস্যময় রাইডার সেটার মালিক। লোকটা আর কেউ নয়—কিথ বার্ন। জনকে এখনও দেখতে পায়নি।

ব্যাঙ্ক বিল্ডিং আর নাপিতের দোকানের মাঝখানের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল কিথ। নড়বার সময় হয়েছে, টের পেল জন। হোলস্টার থেকে সিক্স শ্যূটারটা বের করল সে। কিথের বাড়ি চেনা আছে ওর, জানে সেখানেই যাচ্ছে লোকটা; আরও জানে সরু গলিটা ছাড়িয়ে এদিক দিয়েই যেতে হবে কিথকে।

মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করতেই বাঁক ঘুরে হাজির হলো সোরেল পনি। আড়াল ছেড়ে বের হলো জন। সিক্স শ্যূটার উঁচু করে ধরে কড়া গলায় বলল, 'থামো, কিথ! তোমার খেল খতম।'

কিছুটা চমকে উঠে রাশ টানল কিথ। সামনে ঝুঁকল। চাঁদের আলোতে স্পষ্ট চিনতে পারল জনকে। আশ্চর্যান্বিত কণ্ঠে বলল, 'জন! তোমাকে দায়িত্ববান লোক বলে ভেবেছিলাম! দেখা যাচ্ছে ভুল করেছি। হিউজকে একা রেখে নো স্ট্রাইকে ঘুরে বেড়াচ্ছ? আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল মার্শাল হওয়ার যোগ্যতা নেই তোমার...'

'চুপ করো!' কড়া ধমকে ব্যাঙ্কারকে থামিয়ে দিল জন। 'প্রথম থেকেই তোমার উপর সন্দেহ ছিল আমার। আমাকে শাসাতে হিউজ বিভারহেড নদী অতিক্রম করল; অথচ এখানে আসার আগে আমরা কেউই কাউকে চিনতাম না। তা হলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? আমার পরিচয় ফাঁস করে দিয়েছিল কেউ। সেই কেউ-টা কে—প্রথম থেকেই ভাবনাটা কুরে-কুরে খাচ্ছিল আমাকে। আজ প্রশ্নটার উত্তর পেলাম। কিথ, একমাত্র তুমিই দেখা করেছ জিম রবার্টসনের সঙ্গে, আমার ব্যাপারে খোঁজ-খবর করেছ। আমি বাউন্টি হান্টার—গুজবটা তুমিই নো স্ট্রাইকে রটিয়েছ। আর এ কারণেই আমি এখানে পা দেয়ার আগেই আমাকে চিনে ফেলল অনেকে। যারা খুব ভালো বন্ধু হতে পারত, তাদেরকে তুমিই

ভড়কে দিয়ে আমার থেকে দূরে ঠেলে দিলে; আমার শত্রু বানালে,' সামান্য বিরতি দিয়ে শুকিয়ে আসা ঠোঁট দুটো চাটল সে। 'হিউজের মতো এক ভাড়াটে গুণ্ডা নো স্ট্রাইক দখল করার পরিকল্পনা করতে পারে না। যে-কেউ বুঝতে পারবে কথাটা। বুঝতে পারবে না কোনটা? হিউজকে ভাড়া করে এনেছে কে। সে নো স্ট্রাইক আক্রমণ করল, সবাই মিলে ঠেকাল ওকে। পালাল হিউজ। প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাঙ্ক দখল করাই যদি ওর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তা হলে গরু নিয়ে সবাই পাহাড়ে চলে যাবার পর হামলা করল না কেন আবার?'

উত্তর দিল না কিথ। চুপ করে বসে রইল সোরেল পনির পিঠে।

'কী আছে বিউয়েলদের বাড়িতে?' প্রশ্ন করে চলল জন। 'কিচ্ছু না। তা হলে সেখানে হামলা করার মানে কী? একটা ব্যাখ্যা শুনিয়েছিল বিউয়েল, মেনে নিতে পারিনি আমি। কিছুক্ষণ আগে তোমাকে জঙ্গল থেকে ফিরতে দেখে হঠাৎ বুঝতে পারলাম। নোরার সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছে তোমার; ওদের কাছে তোমাকে দুধে ধোয়া তুলসি পাতা বানাতে তোমারই বুদ্ধিতে সামান্য নাটক করেছে হিউজ, তা-ই না?'

'উদ্ভট কথাবার্তা শোনার সময় নেই আমার, জন। রাস্তা ছাড়ো। কাজ আছে।'

'ইতিমধ্যেই একটা কাজ সেরে এসেছ তুমি, নিজ চোখে দেখেছি। কাজটা কী, সেটা না দেখলেও অনুমান করতে খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না আমার। জঙ্গলের ভেতরে অপেক্ষমাণ হিউজের লোকদের বলে এসেছ, বেন হাটন ফিরে এসেছে নো স্ট্রাইকে; একটা ওয়্যাগন লোড করছে, রসদ নিয়ে ফিরে যাবে পাহাড়ে। ভুল বলেছি?'

অল্প অল্প কাঁপছে সোরেল পনিটা। হয়তো গভীর রাতের ঠাণ্ডা বাতাসের কারণে। পা ঠুকছে বার বার, ছটফট করছে প্রথম

থেকেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জনের কাছে। চেষ্টা করেও তেজী ঘোড়াটাকে থামাতে পারছে না কিথ। জনের দিকে একবার অগ্নিদৃষ্টি হানল সে, রাতের অন্ধকার আড়াল করে রাখল সেই দৃষ্টিকে। 'তুমি একটা গাধা, জন! হিউজকে আমি ভাড়া করেছি—কথাটা বিশ্বাস করবে না কেউ।'

হাসল জন। 'বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা নিয়ে পরে ভাববো। আপাতত একটা মহৎ দায়িত্ব পালন করবো আমরা দু'জনে মিলে। তোমার আদেশমতো বেনের ওয়্যাগনের ওপর নেকড়ের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়বে হিউজের লোকেরা; ওরা যেন কাজটা না করতে পারে, সে-জন্যে তুমি ওয়্যাগনটার সঙ্গে যাবে। আবার, তোমার পিঠে সিক্সগান ধরে রেখে তোমাকে ঠিকমতো নিয়ে যাবো আমি। ঠিক আছে?'

হঠাৎ লাফ দিল সোরেল পনিটা, কেন—বুঝতে একটা মূল্যবান মুহূর্ত নষ্ট করে ফেলল জন। কিথ বার্ন প্রচণ্ড জোরে খোঁচা দিয়েছে ঘোড়াটার পেটে। ভয় পেয়ে সামনের দুই পা শূন্যে তুলে দিয়েছে জন্তুটা। টানা হ্রেষায় রাতের নিস্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে এগোল কিছুদূর। জন সরে যাওয়ার আগেই আঘাত করল ওকে। সামনের পা দুটো লাগল জনের ডান হাত আর কাঁধে। ওর মনে হলো, কামানের গোলা লেগেছে। ফুসফুস থেকে সব বাতাস বের হয়ে যাওয়ায় কুঁজো হয়ে গেল সে। আপনা থেকেই ঢিল হয়ে গেল আঙুল, খসে পড়ল সিক্স শ্যুটার। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে, অবশ হওয়া ডান হাতে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না দেখে বাম হাত বাড়িয়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করল অস্ত্রটা।

আবারও শোনা গেল হ্রেষা। মুখ তুলে সামনে-না তাকিয়ে পারল না জন। আবার লাফ দিয়েছে সোরেল পনিটা। নিজেকে বাঁচাতে লাফ দিল সে-ও: কিন্তু সময়মতো সরে যেতে পারল না। বাম কাঁধে জোরালো ধাক্কা খেয়ে লুটিয়ে পড়ল কাদামাটিতে। ওর

বুকে এক পা তুলে দিয়ে দৌড় দিল জন্তুটা। পিছনের একটা ক্ষুরের আঘাতে জনের হ্যাট খুলে পড়ে গেল। চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সময় চাঁদটাকে আবার কালো মেঘে ঢেকে যেতে দেখল সে। সিক্স শ্যুটারটা চাপা পড়ল ওর পিঠের নীচে।

কপালে তরল কিছুর উপস্থিতি টের পেয়ে বুঝল ক্ষুরের আঘাতে কেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। দু'পা ছাড়া শরীরের অন্য কোথাও তেমন সাড়া নেই। একটা ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ওর দিকেই আবার দৌড়ে আসছে সোরেল পনি। দূরত্ব খুব বেশি নয়।

বাঁচবার তাগিদে ডান হাতটা বাঁকা করে পিঠের কাছে নিল সে, সিক্স শ্যুটারটার অস্তিত্ব অনুভব করল। তারপর শরীরের সব শক্তি কাজে লাগিয়ে একটা গড়ান খেল। আবার চিৎ হওয়ার আগে তুলে নিল অস্ত্রটা। কামানের মতো ভারী মনে হলো সেটাকে। কক করবার চেষ্টা করল। কিন্তু জোর পেল না হাতে। আবারও ওর হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্রটা।

ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে ঘোড়াটা। জনকে সরে যেতে দেখে রাশ টানল কিথ। ঘোড়াটার মুখ ঘুরাল। বলল, 'তুমি খুব ভালো অনুমান করতে পারো, জন। তবে আজকের পর আর কখনও ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে পারবে না। মরা মানুষেরা অনুমান করতে পারে না।'

'গুলির আওয়াজ শুনে ছুটে আসবে সবাই,' কিথকে সতর্ক করল জন।

'গুলি করে নয়, আমার সোরেল পনি দিয়ে পিষে মারবো তোমাকে। তা ছাড়া আমার কাছে পিস্তল নেই এই মুহূর্তে। আগামীকাল সকালে সবাই খুঁজে পাবে তোমাকে—নো স্ট্রাইকের মার্শাল নয়, মাংসের দলা হিসেবে...'

প্রাণপণে চেষ্টা করেও সিক্স শ্যুটারটা কক করতে পারছে না জন, তাই সময় পাওয়ার উদ্দেশ্যে কিথকে বাধা দিয়ে বলল, 'কিন্তু

একটা প্রশ্নের উত্তর এখনও পাইনি আমি। হিউজকে কেন ভাড়া করে আনলে? না জেনে মরলে কবরে শুয়েও শান্তি পাবো না...'

হা হা করে হাসল কিথ। 'ভালো বলেছ। কবরে শুয়েও শান্তি পাবে না। তা হলে তো তোমার শান্তির ব্যবস্থা করতেই হয়,' বলতে বলতে ঘোড়া থেকে নামল কিথ। এগিয়ে এল জনের দিকে। 'বছর পাঁচেক আগে টেক্সাসে একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়। ডিপ ফাউন্টেইন শহরে। তুমি তো বাউন্টি হান্টার ছিলে তখন, তোমার জানার কথা।'

মনে করতে পারল জন। ধরা পড়েনি ডাকাতের দল। চড়া দাম ঘোষণা করা হয়েছিল ওদের মাথার উপর। কিন্তু সুচতুর ডাকাতের দল পালাবার সময় ট্র্যাক রাখেনি। তখন জন ছিল ওহায়োতে, ওই দলটার পিছনে ছুটবার সময় পায়নি। পত্রিকাতে পড়েছিল খবরটা। মৃদুস্বরে বলল, 'হ্যাঁ, মনে পড়ে। তোমার টাকা লুট করেছিল নাকি ওরা?'

আবারও হা হা করে হাসল কিথ। 'না। আমি ওই দলটার একজন সদস্য ছিলাম। মোটা অংকের টাকা, লোভ সামলাতে পারলাম না আমরা কেউই। নিজেদের মধ্যেই মারামারি শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত টিকতে পারলাম একমাত্র আমিই। কীভাবে জানো?'

চুপ করে রইল জন।

'কারণ হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করিনি আমি। বাকি চারজনের মধ্যে যে বেঁচে গেল, টাকা নিয়ে সে কোথায় যাবে, খুব ভালোমতোই জানা ছিল আমার। দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করলাম, টাকার ওপর দাবি নেই জানিয়ে ভালোমানুষের মতো সরে এলাম। পরে অ্যামবুশ করে খুন করলাম লোকটাকে।'

'চমৎকার! তোমার অনেক গুণ আছে দেখা যাচ্ছে!' কনুইয়ের কাছে সামান্য জোর পেল জন। আঙুলগুলোকে মুঠি করবার চেষ্টা করতে লাগল।

'পুরো টাকাটা চলে এল আমার হাতে। ভালোমানুষ হয়ে গেলাম আমি। কী করা যায় ভাবতে লাগলাম। বিভিন্ন ব্যবসায় খাটালাম, সুবিধে করতে পারলাম না। বছর দুয়েক আগে ঘুরতে এলাম এই এলাকায়। নো স্ট্রাইকে এসে বুঝতে পারলাম, শহরটা বিচ্ছিন্ন। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। যেমন নিঃশব্দে এসেছিলাম, তেমনিভাবেই ফিরে গেলাম। অনেক উল্টে-পাল্টে ভেবে দেখতে লাগলাম আমার পরিকল্পনার কোথাও ফাঁক রয়ে গেল কি না। না পেয়ে বছর দেড়েক আগে নো স্ট্রাইকে এসে একটা ব্যাঙ্ক খুললাম। আগে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে কাজ চালাত ওরা, আমি ব্যাঙ্ক খুলে একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করলাম।'

'হিউজের সঙ্গে পরিচয় হলো কী করে?' ডান হাতের আঙুলগুলো মুঠি পাকাল জন।

'হলো যেভাবেই হোক। ওকে আমার প্ল্যানের কথা খুলে বললাম। শুনে রাজি হয়ে গেল সে। গত এক বছর ধরে ওর আউটফিটকে চালাতে হয়েছে আমার।'

চুপ করে রইল জন। ধীরে ধীরে ডান হাতে সাড়া ফিরে পাচ্ছে। আরেকটু সময় পেলেই...

'যা-ই হোক,' বলে চলল কিথ, 'আমার পক্ষে রানশিং সম্ভব ছিল না, অত খাটতে পারব না আমি। আবার বিশ্বস্ত কেউ নেই যাকে দিয়ে কাজটা করাতে পারি। সুতরাং ব্যাঙ্ক ব্যবসার আড়ালে একটা ফাঁদ পাতলাম। অল্প সুদে টাকা ধার দিলাম নো স্ট্রাইকের রানশারদের। আমার উপর খুশি হলো ওরা। ক্রমাগত উৎসাহ দিলাম ওদের। গাধার মতো খাটল সবাই। বছর ঘুরবার আগেই আমার সব টাকা সুদ সহ ফেরত পেয়ে গেলাম। আর এখন? পাহাড়ে নিয়ে যাওয়া গরুগুলোকে যদি দেখতে...' সামান্য বিরতি দিল কিথ। কল্পনায় দেখল মোটাতাজা গরুগুলোকে। 'এবার সব আমার হবে। স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমার হাতে সবকিছু তুলে দেবে ওরা। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। আগামী গ্রীষ্মের

আগেই নো স্ট্রাইক পরিণত হবে বিশাল এক রানশে। সেটার মালিক হবো আমি। আমার আদেশে চলতে বাধ্য হবে সবাই।'

'তোমার প্ল্যানটা খারাপ নয়। আমাকেও জালে আটকে ফেলেছ, আর কী চাই তোমার? তবে একটা সমস্যা রয়ে গেছে এখনও।'

'কীসের সমস্যা?' জিজ্ঞেস না করে পারল না কিথ।

'বেন হাটন। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ওর মাল লোড করা শেষ। আর কিছুক্ষণের ভেতরেই রওনা হয়ে যাবে। তা ছাড়া সেনাবাহিনীর একটা দল এগিয়ে আসছে নো স্ট্রাইকের উদ্দেশে, শুনেছ নিশ্চয়ই? ওদেরকে ঠেকাবে কীভাবে?'

ওয়্যাগনটা সত্যিই চলে গেছে কি না দেখবার জন্য ডানদিকে একবার ঘাড় ঘুরাল কিথ। সুযোগটা কাজে লাগাল জন। হাত বাড়িয়ে একেবারে নিঃশব্দে সিক্স শ্যুটারটা তুলে নিল। চাঁদটা মেঘের আড়ালে থাকায় কিছুই বুঝতে পারল না কিথ। আবার জনের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'ঠিকই বলেছ, বেন একটা সমস্যা বটে। তবে সেনাদলকে নিয়ে ভাবছি না আমি। হিউজ বেনকে আটকাবে আর আমি রওনা হবো দক্ষিণে। সেনাদলকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলবো, নো স্ট্রাইকের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। আমার কথায় অবিশ্বাস করার মতো কিছু না পেয়ে দল নিয়ে ফিরে যাবে লেফটেন্যান্ট।'

কথা শেষ করে জনের শার্ট-প্যান্টের পকেট হাতড়ে সিটি অফিসের সবগুলো চাবি বের করল সে। ভরল নিজের রেইন কোটের পকেটে। তারপর ধীর-স্থির ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল সোরেল পনির দিকে। একটা পা রাখল রেকাবে, আরেক পা ঘুরিয়ে উঠে বসল স্যাডলে। ঘাড় ঘুরিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা জনকে দেখল।

ওদিকে শেষ পর্যন্ত সিক্স শ্যুটারটা কক্ করতে পারল জন। আওয়াজটা শুনে মূর্তির মতো জমে গেল কিথ, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জনের দিকে। ব্যাপারটা কী, বুঝতে চায়। সময় দিল না

জন। কোনরকমে নিশানা করেই টেনে দিল ট্রিগার। গুলিটা লাগল কিথের ডান হাঁটুর পিছন দিকে, কিছুটা নীচে। বেরিয়ে গেল সোরেল পনির চামড়া কেটে। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল কিথ আর ওর ঘোড়া। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল জন্তুটা, ছিটকে মাটিতে ফেলে দিল কিথকে।

আবারও গুলি করল জন। কিন্তু সময় মতো গান মাজল ঘোরাতে ব্যর্থ হওয়ায় মিস করল। পাশ ফিরল সে। মাটিতে পড়ে থাকা কিথের মাথা লক্ষ্য করে গুলি করল আবার। কিন্তু দুর্বল হাতে নিশানা ঠিক রাখতে পারল না। কিথের হ্যাট উড়িয়ে নিয়ে গেল গুলিটা। পাগলের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে দৌড় দিল। যথাসম্ভব দূরে সরে যেতে চায়।

চতুর্থবার গুলি করল জন। কিথের ডান কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে গেল সেটা। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ব্যাঙ্কার। কিন্তু উঠে দাঁড়াল পরমুহূর্তেই। আবারও গুলি করবার চেষ্টা করল জন, শক্তি ফুরিয়ে যাওয়াতে পারল না। দৌড়াতে দৌড়াতে সিটি অফিসে পৌঁছে গেল কিথ।

হালকা ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধের মধ্যে শুয়ে লোকজনের চিৎকার-চেঁচামেচি শুনতে পেল জন। পর পর চারটা গুলির আওয়াজ শুনেছে ওরা। বুড়ো প্রহরীদের নিয়ে নিশ্চয়ই ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিয়েছে এড উইক।

চাবি নিয়ে গেছে কিথ। *তার মানে, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মুক্ত করবে হিউজ আর ব্রাউনকে।* আবারও একটা দায়িত্ববোধ অনুভব করল জন। *বেন হাটনকে সতর্ক করতে হবে। কারণ হিউজ মুক্তি পেলে যেভাবেই হোক খুন করবে ছেলেটাকে। কিথের আসল পরিচয়ও ফাঁস করে দিতে হবে সবার কাছে।*

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। হাঁটুর উপর ভর দিতে পারল কেবল, উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। জোর পাচ্ছে না শরীরে। সিক্স শ্যুটারটা আবার খসে পড়ল ওর হাত থেকে। সেটা তুলতে গিয়ে

পড়ে গেল সে নিজেই। ক্ষান্ত দিল না, চেষ্টা করল আবার। মিনিট দুয়েকের চেষ্টায় সিক্স শ্যূটারটা তুলল মাটি থেকে, ভরল হোলস্টারে। তারপর আরও কতগুলো মিনিট খরচ করে দু'হাত আর হাঁটুর উপর ভর দিয়ে উঠে বসল। খুব ধীরে ধীরে ঘুরল। প্রচণ্ড ব্যথা করছে মাথাটা, পাত্তা না দিয়ে হামাগুড়ি দিতে আরম্ভ করল মেইন স্ট্রিটের উদ্দেশে।

দূরত্বটা অসীম মনে হচ্ছে। টলছে জন। অনেকবার মনে হলো পড়ে যাবে। কিন্তু পড়ল না দেখে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। মনের সমস্ত ইচ্ছাশক্তি খাটিয়ে কাজটা করতে পারল। বসে পড়তে হলো সঙ্গে সঙ্গেই, মাথা ঘুরছে প্রচণ্ড। ওর মনে হলো বমি হবে। ডিনারটা টিকবে না পেটে। শেষ পর্যন্ত সামলে নিতে পারল সে। ধীরে ধীরে হেঁটে এসে দাঁড়াল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর এক কোণায়, মেইন স্ট্রিটের পাশে। তাকাল সিটি অফিসের দিকে।

ভিতরে এখন আর আলো জ্বলছে না। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ডুবে আছে জায়গাটা। তারমানে পালাবার সময় আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে কিথ। লোকজন ছুটে বেড়াচ্ছে রাস্তায়। সিটি অফিসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পাঁচজন রাইডার, প্রত্যেকের ডান হাত স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক লম্বা। দূরের একটা দোতলা বাড়ির জানালা খুলে গেল হঠাৎ; প্রথমে গাল দিল একটা দুর্বল কণ্ঠ, তারপর হিউজের পালিয়ে যাওয়ার খবর ঘোষণা করল। নিজের চোখে বিশাল লোকটাকে দৌড়ে পালাতে দেখেছে বলে দাবি জানাল।

একটা হুলুস্থুল শুরু হলো সর্বত্র। আতঙ্কটা স্পষ্ট টের পেল জন। আর কিছু দেখবার বা শুনবার আগেই কেমন আচ্ছন্ন বোধ করল সে, গন্ধবিহীন অদ্ভুত এক ধোঁয়া দেখতে পেল চোখের সামনে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল ওর। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। চেহারার একপাশ দেবে গেল নরম কাদামাটিতে, ছোট ছোট ঘাসের ফাঁকে।

ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল রাতের ঠাণ্ডা। একসময় কিছুটা স্তিমিত হয়ে এল নো স্ট্রাইকের উত্তেজনা। আরও ঘণ্টাখানেক পর রওয়ানা হলো বেন হাটনের ওয়্যাগনটা। রাতের নিস্তব্ধতায় ঘর্ঘর আওয়াজটা কেমন অবাস্তব শোনাল। মেইন স্ট্রিট ধরে, ব্যাঙ্ক বিল্ডিংটার দশ ফিট দূর দিয়ে চলে গেল সেটা।

কিছুই টের পেল না জন, পড়ে রইল মড়ার মতো।

বারো

শেষরাতের ঠাণ্ডা বাতাস আর কয়েকটা রাগান্বিত, রুক্ষ কণ্ঠ ওর জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

নাকের ভিতর সুড়সুড়ি দিচ্ছে চিকন ঘাস। হাঁচি পেল ওর, দু'কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে মাথা সোজা করল। হাঁচিটা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এখনও টলমল করছে। হাঁটবার সময় বুঝল শক্তি ফিরে পেয়েছে অনেকখানি। মেইন স্ট্রিটের উপর দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক তাকাল, শেষ রাতের চাঁদের আলোতে যাচাই করল নো স্ট্রাইককে।

সিটি অফিসের বাইরে, বোর্ডওয়াকের কাছে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়াবার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে লোকগুলো হতাশ, ক্লান্ত। হাতে একটা জ্বলন্তমশাল নিয়ে এড উইকও আছে ওদের সঙ্গে। চোখে-মুখে বিরক্তি নিয়ে একহাতি স্যাম বসে আছে বোর্ডওয়াকের উপর। একটা বাগিতে চড়ে হাজির হয়েছে বিউয়েল।

'হিউজকে পালাতে সাহায্য করেছে জন!' ষাঁড়ের মতো চেঁচাল উল্টো ঘুরে থাকা একজন। 'ওর ব্যাপারে কিথ বার্ন যা বলেছিল, দেখা যাচ্ছে সেটাই ঠিক। লোকটা আসলে রানশিং করতে নয়, বেন হাটনকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছে নো স্ট্রাইকে। এসব বাউন্টি হান্টারদের চেনা আছে আমার। পয়সার জন্যে এমন কাজ নেই, যা ওরা করতে পারে না। নিশ্চয়ই হিউজ ওকে টাকার লোভ দেখিয়েছিল...'

'পাগলের মতো কথা বোলো না!' কড়া ধমক দিল এড। 'পয়সা কামানোর জন্যে নো স্ট্রাইকে এসে থাকলে আমাকে বাঁচাতে ছুট লাগত না জন। ওকে ঠিকই চিনেছি আমি।'

'শুধু তোমাকেই নয়, আমাকে আর আমার নোরাকেও বাঁচিয়েছে সে,' গুণগান গাইল বিউয়েল। 'দরকার ছিল না কাজটা করার, নিজে থেকে করেছে। সাহায্যের জন্যে আমরা একবারও চেঁচাইনি।'

উল্টো ঘুরে থাকা লোকের সংখ্যাই বেশি, সুতরাং জন একেবারে কাছে না যাওয়া পর্যন্ত টের পেল না ওরা। ওকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সবাই, কিন্তু কী বলা উচিত ভেবে পেল না কেউই।

'ফালতু কথা বাদ দাও,' বলতে বলতে বোর্ডওয়াকে উঠে দাঁড়াল জন। কেউ বাধা দিল না। 'হিউজ পালিয়েছে। বেন হাটনের কী খবর? ওয়্যাগন নিয়ে রওনা হতে পেরেছে?'

এড মাথা ঝাঁকাল।

'ভালো,' যে লোকটা অভিযোগ করছিল, তার দিকে তাকাল জন। চিনতে পারল। লিভারি স্টেবলের মালিক, নাম নর্টন। ভীষণ মোটা। লোকটার চোখে চোখ রাখল জন। 'তোমার কথাটা ঠিক নয়। হিউজ পয়সার লোভ দেখায়নি আমাকে, আর আমিও ওকে ছেড়ে দেইনি। যার জন্যে ভাড়া খাটছে হিউজ, সে-ই জেল থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছে দানবটাকে।'

'কার জন্যে ভাড়া খাটছে হিউজ?'

ঘটনাটা সংক্ষেপে খুলে বলল জন। শেষে যোগ করল, 'সুতরাং নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি না করে আমাদের উচিত হবে বেন হাটনকে সাবধান করা। ওকে অ্যামবুশ করবে হিউজ,' সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি ফুটে উঠতে দেখে কথা থামাল সে। জানতে চাইল, 'কী ব্যাপার?'

উত্তরটা দিল বিউয়েল। 'আধ ঘণ্টার বেশি হবে রওনা হয়ে গেছে বেন। তবে ভরসার কথা, ঘোড়াগুলোকে হাঁটিয়ে নিয়ে রওনা হয়েছে ছেলেটা; তাই খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি,' কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু কিথ বার্নের ব্যাপারটা...তোমার ভুল হয়নি তো? কথাটা বিশ্বাস করা কঠিন।'

চোখের সামনে উড়ছে শেষ রাতের পাতলা কুয়াশা, ডান হাত তুলে সেটা তাড়াবার চেষ্টা করল জন। 'না, আমার ভুল হয়নি। মিথ্যা বলে লাভ নেই আমার,' ঘুরল সে। স্যামের দিকে তাকাল। 'তুমি এখন ডেপুটি, স্যাম। সূর্যোদয়ের সময় দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার কথা ছিল তোমার। আগে এসে ভালো করেছ। যাও, কিছু অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করার ব্যবস্থা করো। তবে আগে আমার রাইফেলটা নিয়ে এসো ভেতর থেকে। ডেস্কের ওপর থাকার কথা। যদি পারো, একটা বুলেটের বাক্স দিয়ো সঙ্গে,' হোলস্টার থেকে সিক্স শ্যুটারটা বের করল সে, গানবেল্টের খাঁজ থেকে একটা একটা করে বুলেট নিয়ে পূর্ণ করল। গলা চড়িয়ে বলল, 'স্যাম, সিক্সগানের বুলেটও লাগবে।'

হিচিংরেইলের দিকে এগিয়ে গেল সে। এখনও বুক ভরে দম নিতে কষ্ট হচ্ছে ওর। কপালে হাত দিয়ে দেখল, কাদামাটি লেগে আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছে ক্ষতটা। দু'হাত নাড়তে এখন আর কষ্ট হচ্ছে না তেমন, তবে দু'কাঁধ এখনও প্রায় অসাড় হয়ে আছে। নিজের পিন্টোর বাঁধন ছুটাল সে। জন্তুটার কানে ফিসফিস

করে বলল, 'সময় হয়ে গেছে, খোকা, আবার ছুটতে হবে তোকে। এবার জানের বাজি রেখে।'

স্যাডলে উঠে বসবার পর এডের দিকে তাকাল জন। 'কোন পথে গেছে বেন সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলো আমাকে।'

বলতে আরম্ভ করল বুড়ো। ওর কথা শেষ হলে মাথা ঝাঁকাল জন। বলল, 'চাইলে যে কেউ আসতে পারো আমার সঙ্গে, কিন্তু আগেই বলে রাখি, কপালে মৃত্যু জোটার সম্ভাবনাই বেশি,' পিন্টোকে আগে বাড়াল।

'নোরাকেও বেনের সঙ্গে পাঠিয়েছি,' পিছন থেকে চেঁচাল বিউয়েল। 'ভেবেছিলাম নো স্ট্রাইকে হামলা চালাবে হিউজ, শোধ নেবে তোমার উপর। এখন দেখা যাচ্ছে মারাত্মক ভুল করেছি...। তবে মেয়েটা পিস্তল বা রাইফেল যে-কোনটা চালাতে পারে। তা ছাড়া এডের ভাতিজা ডেরেক আছে সঙ্গে।'

'তারমানে ওরা মোট তিনজন?' জানতে চাইল জন।

'নিকোলাস নামে আরও একজন আছে। ডেরেক আর নিক দু'জনই বেনের সঙ্গে এসেছিল।'

আর কিছু শুনবার প্রয়োজন বোধ করল না জন। যথাসম্ভব জোরে ছুটাল ওর ঘোড়াকে।

ওরা তা হলে চারজন—ভাবল সে। *আর ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হিউজ কতজনকে নিয়ে গেছে? দশ, পনেরো, বিশ? এতক্ষণে হয়তো*...পিন্টোর গতি বাড়াল।

সামনের বাঁক ধরে বামে এগোল সে। ভিজে মাটির দিকে তাকাতে সহজেই ওয়্যাগনের চাকার দাগ খুঁজে পেল। ডুবন্ত চাঁদের আলোতে সামনের পাহাড়গুলোর চূড়া মানুষের মাথার মতো দেখাচ্ছে অনেকটা। আরও এগোতে জঙ্গলে ঢুকল জন, অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষের মাথাগুলো। এডের দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী অচেনা পথে চলতে লাগল। পিন্টোর গতি সামান্য কমাল না। এ কারণে জঙ্গলটা পার হতে বেশি সময় লাগল না। শুধু

পিন্টোর ক্ষুরের শব্দই নয়, মুখ হাঁ করে দম নেওয়ার শব্দও শুনতে পেল স্পষ্ট।

আধ ঘণ্টা পর চন্দ্রালোকিত একটা সমতলে হাজির হলো সে। দূরে তাকিয়ে দেখল, বেন হাটনের ওয়্যাগনটা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সামনের কতগুলো ন্যাড়া গাছের দিকে। গতি কিছুটা কমিয়ে দূরত্বটা রাইফেলের রেঞ্জের আওতায় রাখল সে, তারপর ফলো করে চলল আগের মতোই। ওয়্যাগন থেকে কেউ ওকে দেখতে পাচ্ছে কি না বুঝল না।

একটা ঢালের কাছে পৌঁছে আরও কমে গেল ওয়্যাগনের গতি। ব্যাপারটা কী বুঝবার জন্য দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল জন। ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে হবে ওয়্যাগনটাকে; তাই আলাপ সেরে নিচ্ছে আরোহীরা। অভিজ্ঞ অনুভূতিতে বিপদ টের পেল সে। ঢালটার আশপাশে তাকাল।

চারদিকে উঁচু গাছ, খানাখন্দ, ঝোপঝাড়। বিশজনের একটা দল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে জায়গাটায়। অ্যামবুশের জন্য আদর্শ—ভাবল সে। আবার উর্ধ্বশ্বাসে ছুটাল পিন্টোকে। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওয়্যাগনের পাশে চলে এল সে। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

ওয়্যাগনের ভিতরে বসে আছে দু'জন—বেন হাটন আর নোরা বিউয়েল। দু'পাশে দুটো ঘোড়ায় চলেছে ডেরেক আর নিকোলাস। তবে কে ডেরেক আর কে নিকোলাস চিনতে পারল না জন। ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে চারজনই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওর দিকে। একটা রাইফেল তুলে নিল বেন, নিশানা করল; কিন্তু জনকে চিনতে পেরে ট্রিগার টানা থেকে বিরত রইল।

'বেন, সাবধান!' চেঁচাল জন। 'তোমাদেরকে অ্যামবুশ করার জন্যে সামনে ফাঁদ পেতে আছে হিউজ।'

যেন কথাটা প্রমাণ করতেই রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে দিয়ে দূরের জঙ্গল থেকে একসঙ্গে গর্জে উঠল একাধিক রাইফেল।

নিকোলাস বা ডেরেকের কেউ একজন গুঙিয়ে উঠল, পড়ে গেল স্যাডল থেকে। চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরল বেন, জঙ্গলের দিকে তাক করল রাইফেলটা, টেনে দিল ট্রিগার। পাশে রাখা কারবাইন টেনে নিল নোরা। এক মুহূর্তও দেরি না করে গুলি করল। দূর থেকে ভেসে এল কারও আর্তচিৎকার। রাতের বাতাসে চিৎকারটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই আরও কাছ থেকে আর্তনাদ করে উঠল কেউ। ঘাড় ঘুরাল জন। ড্রাইভিং সীট থেকে পড়ে গেছে বেন, মালপত্রের উপর শুয়ে কাতরাচ্ছে। ওদিকে একটা বড় ময়দার বস্তার আড়ালে হাঁটু গেড়ে পজিশন নিয়েছে নোরা, কারবাইনটা তুলেছে কাঁধে। আবার গুলি করল মেয়েটা।

ওয়্যাগনের ঘোড়াগুলো হতভম্ব হয়ে গেছে, এত গোলাগুলির মধ্যে এগোবে না পিছাবে বুঝতে পারছে না। অস্থির হয়ে ক্রমাগত পা ঠুকছে মাটিতে। থেমে যাওয়া ওয়্যাগনের পাশে পিন্টোকে দাঁড় করাল জন। চট করে স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল। ওয়্যাগনের একটা লোহার রডের সঙ্গে বাঁধল সেটাকে। একটা বুলেট বিদ্ধ হলো ওয়্যাগনটার ছাদে, আরেকটা জনের মাথা থেকে উড়িয়ে নিয়ে গেল হ্যাট। দেরি না করে ওয়্যাগনে উঠে পড়ল সে। নোরা গুলি করে চলেছে এখনও। মেয়েটার রিলোড করবার দক্ষতা দেখে এই সময়েও আশ্চর্য না হয়ে পারল না জন।

একটা কফির বস্তার পাশে শুয়ে পড়ল সে, বুলেট কেসটা রাখল পাশে। কোমর থেকে টেনে খুলল ছুরি, সেটা দিয়ে দুই পোচে কেটে ফেলল সামনের তেরপল। দূরের জঙ্গলটা দেখতে পেল স্পষ্ট। রাইফেলটা কাঁধে তুলে নিল সে। প্রতিপক্ষের গুলি বর্ষণের অপেক্ষায় রইল, আগুনের ঝলকানি দেখামাত্রই পাল্টা জবাব দেবে।

ডান দিক থেকে গুলি করল কেউ। ঘাড় ঘুরাতে দেখল জন, বয়স চল্লিশ বছর কমিয়ে হাজির হয়েছে এড। লোকটা ডেরেক-এডের ভাতিজা। চাচা-ভাতিজার চেহারায় অবিশ্বাস্য

মিল। ডেরেক নিশ্চুপ ছিল এতক্ষণ, এবার একটা উইনচেস্টার তুলে নিয়েছে; ওয়্যাগনের বাম দিকের চাকার আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি করছে।

আবারও গর্জাল প্রতিপক্ষের অস্ত্র। ডেরেককে উদ্দেশ্য করে গুলি করছে ওরা। অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো খেয়াল করল জন, তারপর ধীরে-সুস্থে টানল রাইফেলের ট্রিগার। চেম্বার খালি না হওয়া পর্যন্ত গুলি করল একটানা। দু'বার আর্তনাদ ভেসে এল জঙ্গলের ভিতর থেকে।

গাছের আড়ালে কারও অস্পষ্ট নড়াচড়া। গুলি করল নোরা। কিন্তু লাগাতে পারল না। রিলোড করা শেষে আবার নিশানা করল জন। ভালো পজিশন খুঁজতে আরেকটু ছড়িয়ে পড়ছে হিউজের লোকেরা। একেবারে কিনারায় চলে এসেছে একজন, ক্রল করে এগোচ্ছে সামনে। লোকটার উইনচেস্টারে লেগে ঝিক্ করে উঠল চাঁদের আলো। কালো অবয়বটার মাথা উদ্দেশ্য করে গুলি করল জন। লোকটা পড়ে রইল সেখানেই, আর নড়ল না।

কাজ হচ্ছে না বুঝে ভিন্ন পথ অবলম্বন করল হিউজের লোকেরা। ওয়্যাগনের চারটা ঘোড়াকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে আরম্ভ করল। আতঙ্কে পাগল হয়ে গেল ঘোড়াগুলো, দৌড় দিল সামনে। মুহূর্তের মধ্যেই চাকা দুটো সচল হলো আবার, তীব্র গতিতে আগে বাড়ল ওয়্যাগনটা। পাথুরে ট্রেইলে এত বেশি ঝাঁকুনি খেতে লাগল যে, জনের মনে হলো-কলকব্জা, স্ক্রু সব খুলে পড়ে যাবে।

বেন ছুটন্ত ওয়্যাগন থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে হাত থেকে রাইফেলটা ছেড়ে দিল জন। ওয়্যাগনের মেঝেতে পড়ে গেল সেটা, চলে গেল এক কোণায়, মালপত্রের আড়ালে। 'নোরা!' চেঁচাল সে। 'গুলি করা বাদ দাও। লাগাম ধরো,' ওয়্যাগনের বাইরে অর্ধেক চলে যাওয়া বেনের কাছে পৌঁছাল সে, হাঁটু দুটো চেপে ধরল শক্ত করে। টেনে আনল ভিতরে। জিজ্ঞেস

করল, 'কী অবস্থা, বেন?'

'খারাপ, ব্যথা হচ্ছে প্রচণ্ড,' নাক-মুখ কুঁচকে উত্তর দিল বেন। 'নোরা ঘোড়া দুটোকে সামলাতে পারবে না। তুমি কিছু একটা করো।'

উপরে উঠতে আরম্ভ করেছে ওয়্যাগনটা। একটা গর্তের মধ্যে পড়ল ডান দিকের চাকা। ওয়্যাগনের বাইরে আবার অর্ধেক চলে গেল বেন। ওকে ফিরিয়ে আনল জন। আবারও বলল বেন, 'ড্রাইভিং সীট থেকে নোরাকে সরিয়ে দাও, জন। এতগুলো ঘোড়াকে সামাল দিতে পারবে না সে। সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক আছে।'

ঘাড় ঘুরিয়ে নোরার দিকে তাকাল জন। হালকা-পাতলা মেয়েটা সত্যিই চারটা ছুটন্ত ঘোড়া সামলাতে পারছে না। নোরাকে ছাড়িয়ে তাকাল দূরে। তীক্ষ্ণ বাঁকটা দেখতে পেল। সেদিকেই পাগলের মতো ছুটে চলেছে ঘোড়াগুলো, থামাতে না পারলে ওয়্যাগন সহ উল্টে পড়বে নীচে। আর এটাই চেয়েছিল হিউজ।

এদিক-ওদিক তাকাতে একগাছি দড়ি দেখতে পেল জন। নিয়ে এল সেটা। ড্রাইভিং সীটের সঙ্গে ভালোমতো পেঁচিয়ে বাঁধল আহত বেনকে। আগেই সরে গিয়েছিল নোরা, লাগাম ধরে ছিল কোনরকমে; এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল জন। নোরার হাত থেকে লাগাম নিল। বাম দিকেরটা ধরে জোরে টান দিল সে, ঘোড়াগুলো দিক পাল্টাবার আদেশ পেয়ে বামে সরে গেল কিছুটা। এভাবে ক্রমাগত টান দিতে লাগল জন। বাঁকটার কাছাকাছি পৌঁছে গতি কমিয়ে ফেলল কিছুটা, দু'হাত দিয়ে টেনে রাখল বাম দিকের লাগাম। প্রথমে ঘোড়াগুলো, পরে শুধুমাত্র ডান চাকার উপর ভর করে ওয়্যাগনটা বাঁক নিয়ে চলে গেল আড়ালে।

পাশে আরেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ পেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে

তাকাল জন। ডেরেক হাজির হয়েছে। *লোকটা দক্ষ ঘোড়সওয়ার আর নইলে কপাল ভালো,* ভাবল জন, *এত গোলাগুলির মধ্যে ঠিকই বসে থাকতে পেরেছে স্যাডলে, ঘোড়া চালিয়ে হাজির হয়েছে ওয়্যাগনের কাছে।* ওর উদ্দেশে চেঁচাল সে, 'পারলে সামনের ঘোড়া দুটোকে থামানোর চেষ্টা করো। হিউজের দলকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। এবার থামা দরকার।'

গতি বাড়িয়ে সামনের ঘোড়া দুটোর কাছাকাছি হলো ডেরেক। হাতে ধরা উইনচেস্টারটা ঢুকিয়ে রাখল স্যাডলবুটে। প্যান্টের পিছনের পকেটে রাখা একজোড়া গ্লাভস বের করল। স্যাডলে বসেই পরল। তারপর ওয়্যাগনের লাগামের বাম প্রান্তে হাত দিল, জন ইশারা করামাত্রই টান দিল সজোরে। ড্রাইভিং সীটের উপর দাঁড়িয়ে গেল জন। টান দিয়েছে সে-ও। দু'জনের সম্মিলিত টানে গতি কমাতে বাধ্য হলো ঘোড়াগুলো। আবার আগের মতো ধীরে-সুস্থে চলতে আরম্ভ করল ওয়্যাগনটা। কপালের ঘাম মুছল জন। একবার তাকাল এদিক-ওদিক, তারপর ধপ করে বসে পড়ল ওয়্যাগন সীটে।

ডুবে গেছে চাঁদ, অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ করবে আকাশে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেদের অবস্থান যাচাই করল সে। একটা ক্যানিয়ন ধরে এগিয়ে চলেছে ওরা। ডান পায়ের রানের পিছনের দিকে গুলি খেয়েছে বেন, সেখানে পট্টি বেঁধে দিচ্ছে নোরা। খুব যত্ন নিয়ে করছে কাজটা। কিছুক্ষণ দেখল জন, তারপর আগ্রহ হারাল। *বরং ডেরেককে আরেকবার দেখা যাক,* ভাবল।

এড উইকের চেহারা থেকে কুঞ্চনগুলো সরিয়ে ফেলা হলে, ওর উচ্চতার সঙ্গে আরও ইঞ্চি দুয়েক যোগ করলে এবং বুড়োর স্থূল দেহটাকে চিকন বানালে যে অবস্থা দাঁড়াবে, ডেরেক হচ্ছে সেটা। জন ওকে দেখছে বুঝতে পেরে সামান্য মাথা ঝাঁকাল ছেলেটা; তারপর বলল, 'আমার চাচাকে হিউজের কবল থেকে

বাঁচানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

আন্তরিক হেসে ধন্যবাদটুকু গ্রহণ করল জন। 'বিপদ পুরোপুরি কাটার আগেই ধন্যবাদ দিয়ে ফেলেছ তুমি।'

'কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিতে পারছি না,' ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে কঠোর গলায় বলল নোরা। 'কতগুলো প্রশ্নের জবাব দিতে হবে তোমাকে। হিউজ ছাড়া পেল কীভাবে? সে কীভাবে জানল সাপ্লাই নিয়ে রওনা হবে বেন? এই পথে যাবে সেটাই বা জানল কী করে? শয়তানটা পালানোর সময় কোথায় ছিলে তুমি? ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর গলিতে কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা গেছে—কেন? কী হচ্ছিল সেখানে? কত টাকা খেয়েছ হিউজের কাছ থেকে?'

মাঝরাতের ঘটনাটা খুলে বলল জন। শুনে চিৎকার করে উঠল নোরা, 'না, আমি বিশ্বাস করি না তোমার কথা। কিথ...ওরকম কাজ করতেই পারে না। বেন, তুমি কিছু বলছ না কেন? এই বাউন্টি হান্টারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নিজের দোষ আরেকজনের কাঁধে চাপাচ্ছে সে। ওকে...' বেন কিছু বলছে না দেখে থেমে গেল সে।

'কিন্তু,' পাশ থেকে বলল ডেরেক, 'হিউজকে যে-ই সাহায্য করুক, আমাদের কী যায়-আসে? আমাদেরকে অ্যামবুশ করা হয়েছে। মারা গেছে নিকোলাস। গুরুতর আহত হয়েছে বেন এবং আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আমাদের মধ্যে কে হিউজের বন্ধু আর কে শত্রু, সেটা নিয়ে তর্ক করার আগে একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে বের করতে হবে।'

'ঠিকই বলেছে ডেরেক,' সমর্থন জানাল জন। 'কিথ বা আমার ভূমিকা নিয়ে তর্ক করার জন্যে পরে অনেক সময় পাবো। চিকিৎসা পাওয়া যাবে—এরকম এক জায়গায় নিয়ে যেতে হবে বেনকে,' পিছনে তাকাল সে। 'শুধু তা-ই নয়, হিউজের লোকেরা আবার হামলা করার আগেই রসদ পৌঁছে দিতে হবে জায়গামতো। কাজগুলো খুব সহজ নয়।'

'ওরা আসছে!' চাপা স্বরে ঘোষণা করল ডেরেক। তারপর হাত তুলে পিছনে ইঙ্গিত করল।

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল প্রত্যেকে।

মধ্যম গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁকটা পার হচ্ছে একদল ঘোড়সওয়ার। সবার আগের ঘোড়াটা অনেক লম্বা-চওড়া, সেটাতে বসে থাকা লোকটা গাছের গুঁড়ির মতো মোটা। ভোরের প্রথম আলোতে চেহারাগুলো স্পষ্ট দেখা না গেলেও লোকগুলো কারা, বুঝতে কষ্ট হলো না কারও।

ঘোড়াগুলোকে বার বার তাগাদা দিল জন, কিন্তু কাজ হলো না খুব একটা। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে জন্তুগুলো, আর দৌড়াতে চাইছে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অসহায়ের মতো সামনে তাকাল জন। পঞ্চাশ গজ সামনে ক্যানিয়নটা ফানেলের আকৃতি ধারণ করেছে। আনমনে মাথা ঝাঁকাল সে। ডেরেককে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে একটা ফানেল ক্যানিয়নের কথা বলেছিল স্যাম। এটাই কি সেই...'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ডেরেক।

'সামনে হিউজের লোক আছে?'

'মনে হয় না। হয়তো সবাইকে নিয়েই আমাদেরকে অ্যামবুশ করেছিল...'

'তা হলে তোমার লোকদের কাছে পৌঁছে কয়েকজনকে এখানে নিয়ে আসতে কত সময় লাগবে?'

'নির্ভর করছে কে যাবে, সেটার উপর।'

'মানে?'

'তুমি রাস্তা চেনো না, কাজেই তুমি গেলে লাগবে এক ঘণ্টা, আমি গেলে পনেরো মিনিট।'

'যাও তা হলে, আমি ঠেকিয়ে রাখছি হিউজকে,' জনের কথা শেষ হওয়ার আগেই ঘোড়া ছোটাল ডেরেক। মিনিটখানেকের মধ্যে ক্যানিয়নের গভীরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

'নোরা, লাগাম ধরো,' আবারও আদেশ দিল জন। 'এখন যে গতিতে এগোচ্ছে ঘোড়াগুলো, তোমার অসুবিধা হবার কথা নয়,' বলে মালপত্রের ভিতর থেকে নিজের রাইফেলটা খুঁজে বের করল। তাড়াহুড়ো করে সেটা রিলোড করছিল, মৃদু গলায় প্রশ্ন করল বেন, 'হিউজকে ভাড়া করে নিয়ে এলে কিথ বার্নের কী লাভ, জন? নো স্ট্রাইক শহরটা বলতে গেলে সে-ই গড়েছে। সেটা ধ্বংস করে দিয়ে কী পাবে লোকটা?'

ধীর কিন্তু নিশ্চিত ভঙ্গিতে ওয়্যাগনের দিকে এগিয়ে আসছে হিউজ আর ওর সঙ্গীরা। ওদের দিকে তাকিয়ে রইল জন। রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে আসেনি এখনও, আসামাত্রই গুলি করবে। বেনের প্রশ্নটা আনমনে শুনল সে; ওর স্মৃতিতে ভেসে উঠল গত রাতের ব্যাঙ্ক বিল্ডিং-এর পাশের ঘটনাটা, কিথের স্বীকারোক্তি। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার নোরাকে দেখল। মায়া হলো মেয়েটার জন্য। কীভাবে বলা উচিত ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে মুখ খুলল, 'আসলে...।' কথাটা শেষ করতে পারল না সে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছে বেন।

'কী বলছ?'

'বলছি, সম্ভব হতেও পারে। তুমি বার বার জীবন বাজি রেখে উদ্ধার করছ আমাদের, বিনিময়ে কিছুই চাইছ না। অথচ আমাদের বিপদের সময় একবারও এগিয়ে আসতে দেখলাম না কিথ বার্নকে। লোকটা সব সময় আড়ালেই রয়ে গেল। তা-ই বলছিলাম, হতে পারে...গত রাতে তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে কোরো না,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল বেন।

'বাদ দাও। এখন এসব নিয়ে কথা বলার সময় নয়,' হিউজ কত কাছে এসেছে আরেকবার দেখল জন। এখনও রাইফেলের রেঞ্জের বাইরে আছে। ধুরন্ধর লোকটা বুঝে গেছে, ওয়্যাগনের চারটা ঘোড়াই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে; জোরে দৌড়াতে পারবে না। সুতরাং তাড়াহুড়ো করছে না। বার বার ঘাড় কাত করে কী যেন

দেখবার চেষ্টা করছে সে।

বেনের দিকে তাকাল জন। 'প্রয়োজন হলে রাইফেল চালাতে পারবে?'

'ধরো আমাকে। সোজা করে বসিয়ে দাও। পায়ে গুলি খেয়েছি, হাতে নয়। সুতরাং রাইফেল চালাতে না পারার কোনও কারণ নেই।'

দড়ির বাঁধন ঢিলে করল জন। তুলে বসিয়ে দিল বেনকে। দুটো ময়দার বস্তা দিয়ে আড়াল করল ছেলেটাকে। বিড় বিড় করে বলল বেন, 'ডেরেক তাড়াতাড়ি এসে পড়লেই হয়...টিকে থাকতে পারবো...'

কেউ কোনও মন্তব্য করল না।

'তুমি বললে, সেনাদলকে ঠেকাতে গেছে কিথ বার্ন,' আবারও বলল বেন। 'তার মানে সাপ্লাই নিয়ে পাহাড়ে গেলেও আসলে লাভ হচ্ছে না আমাদের। দেখো, ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে আনছে হিউজ। শয়তানটা বুঝে গেছে, এভাবে আটকে রাখতে পারলে জিতবেই সে। তাই আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না।'

কিছু বলল না জন। ঠিকই বলেছে বেন।

ড্রাইভিং সীট থেকে মৃদু গলায় কিছু একটা বলল নোরা, স্পষ্ট বোঝা গেল না।

'ধরো, হিউজকে হারিয়ে দিলাম আমরা,' একটা উপায় আছে জেনে বলল জন। 'তারপর ক্যাটল ট্রেইল ধরে রওনা হলাম কিথকে ঠেকাতে। কাজটা সম্ভব?'

'গরমের সময় হলে কাজটা অনায়াসে করতে পারতে,' একটা উইনচেস্টার টেনে নিল বেন। 'এখনও পুরোপুরি গলেনি বরফ, সুতরাং ট্রেইলটা এখন দুর্গম। আমি তোমার জায়গায় হলে দুঃসাহসটা দেখাতাম না। কখনও কখনও প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সাহস দেখানো বোকামি।'

'কিন্তু এখন ওই বোকামিটা করা দরকার। নইলে কী হবে

আশা করি বুঝতে পারছ।'

চুপ করে গেল বেন। বলে চলল জন, 'তোমার লোকদের হাতে রসদ আর তোমাকে তুলে দিয়ে বিদায় নেবো আমি। রাস্তাটা আরেকবার ভালোমতো বুঝিয়ে বলবে আমাকে। মাথায় গেঁথে রাখার চেষ্টা করবো।'

'আসছে ওরা,' আচমকা হিউজকে গতি বাড়াতে দেখে সতর্ক করল বেন।

চারদিকে তাকাল জন। পথ খুব সরু এখানে। দু'পাশে ঘন গাছ; ট্রেইলের উপর আলগা পাথর আর যত্রতত্র গর্ত। চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে ঘোড়াগুলোর। এ জন্যই গতি কমিয়েছিল হিউজ। চেয়েছিল, এ পর্যন্ত যেন নির্বিঘ্নে পৌঁছাতে পারে ওয়্যাগনটা।

চোয়াল শক্ত করল জন, রাইফেলের বোল্ট টানল। প্রতিপক্ষকে সাবধান করবার জন্য হিউজের বিরাট ঘোড়াটার পায়ের কাছে গুলি করল একবার। সামান্য ভড়কে গেল ডান, কিন্তু দক্ষ হাতে সামলে নিল হিউজ। এগিয়ে আসতে লাগল আগের মতোই। ওয়্যাগনের ভিতর কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল। জন আর বেন অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে রইল, বন্ধুর পথে ওয়্যাগনটাকে চালাতে মনোযোগী হলো নোরা।

কিছুক্ষণ পর দলের একজনকে কিছু বলল হিউজ। সঙ্গে সঙ্গে স্যাডল বুট থেকে রাইফেল টেনে নিয়ে গুলি করল লোকটা। চলন্ত ওয়্যাগনের ধারে-কাছে দিয়েও গেল না বুলেট। পাল্টা জবাব দিল বেন হাটন। কিন্তু ক্ষতি করতে পারল না সে-ও। গুলির আওয়াজটা মিলিয়ে যাওয়ার আগেই হিউজের লোকেরা সবাই একসঙ্গে যার যার অস্ত্র তুলে নিল, ছুটন্ত ঘোড়াতে বসেই গুলি করতে আরম্ভ করল। বেশিরভাগ লাগল ওয়্যাগনের চাকায় আর নইলে লোহার বরগায়, বাকিগুলো শিস তুলে বেরিয়ে গেল। একটা বুলেট ঢুকল বেনকে আড়াল করে রাখা ময়দার বস্তায়। সময় হয়েছে বুঝতে পারল জন, ধীরে-সুস্থে নিশানা করে টান দিল

ট্রিগারে। একেবারে সামনে ছিল লালচে-কালো ঘোড়ার উপর বসা এক দুর্বৃত্ত, স্যাডলের উপর একবার চরকির মতো পাক খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল সে।

আবারও গুলি করল জন, হিউজকে উদ্দেশ্য করে। কিন্তু গুলি করবার সময় একটা গর্তে পড়ল ওয়্যাগনের চাকা, ফলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। হিউজের পাশে সাদার উপর কালো ফুটকিঅলা ঘোড়াতে হাতে কারবাইন নিয়ে ছুটে আসছিল ব্রাউন, গুলিটা লাগল ওর হাতে। পড়ে গেল কারবাইনটা। ভীতি সঞ্চার হলো দুর্বৃত্তদের মধ্যে, কিছুটা পিছিয়ে গেল ওরা। রাইফেল রিলোড করল জন। চেঁচিয়ে বলল, 'সীট থেকে নেমে লোহার রডের উপর বসো, নোরা। ওরা এরপর তোমাকে টার্গেট করবে।'

সঙ্গে সঙ্গে আদেশটা পালন করল নোরা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ফলে গেল জনের ভবিষ্যদ্বাণী। ওয়্যাগনের পিছন দিকের খোলা তেরপল দিয়ে একঝাঁক বুলেট ঢুকল, ঝাঁঝরা করে ফেলল ওয়্যাগন সীটটা। কয়েকটা মুহূর্ত এদিক-ওদিক হলে ঝাঁঝরা হয়ে যেত নোরাও।

শত্রুপক্ষের উপর রাইফেলটা খালি করল জন। স্যাডল থেকে পড়ে গেল আরেকজন, মাটিতে শুয়ে পড়ল একটা ঘোড়া। এতক্ষণ চুপ করে ছিল বেন, এবার গুলি করতে আরম্ভ করল সে-ও। কিন্তু আরেকটা ঘোড়াকে মাটিতে ফেলে দেওয়া ছাড়া আর কোনও সাফল্য পেল না সে।

'নোরা!' চেঁচাল জন। 'যত জোরে পারো ঘোড়াগুলোকে ছুটাও। ওরা হাতের নাগালে পেয়ে গেছে আমাদের।'

আরেকদফা বুলেট বৃষ্টি হওয়াতে প্রমাণ পাওয়া গেল কথাটার। তেরপলের একাংশ ছিঁড়ে পড়ে গেল, প্রায় আলগা হয়ে গেল একটা চাকা। নোরাকে কিছু করতে হলো না, আতঙ্কিত হয়ে জোরে দৌড় দিল ঘোড়াগুলো। দুলতে আরম্ভ করল পুরো ওয়্যাগন। গুলি খেয়ে কখন বেঘোরে মারা পড়ে প্রিয় পিন্টো,

তা-ই কোমরের বেল্ট থেকে একটানে ছুরি বের করল জন; হাত বাড়িয়ে কেটে দিল লাগামের গেরো। মুক্ত হয়ে ওয়্যাগনের থেকে দূরত্ব বাড়াল ঘোড়াটা, তবে অন্যত্র চলে গেল না। অনুসরণ করতে লাগল জনকে।

আরেকদফা বুলেট বৃষ্টি হওয়ার আগে জন আর বেন দু'জনই খালি করে ফেলল যার যার অস্ত্র, কিন্তু লাভ হলো না। দুলুনির কারণে টার্গেটে আঘাত করতে পারল না।

'ডেরেক আসে না কেন?' অভিযোগ জানাল বেন। 'অনেক কাছে এসে পড়েছে ওরা। রাইফেল রেখে পিস্তল তুলে নিয়েছে।'

ব্যাপারটা আগেই খেয়াল করেছে জন। কিন্তু কিছুই করবার নেই। বুলেট কেসটা হাতড়াল সে। আর মাত্র চারটা বুলেট বাকি আছে। হিউজের দলের সঙ্গে ওয়্যাগনটার দূরত্ব অনুমান করল সে। যত জোরেই ছুটুক ওয়্যাগনের ক্লান্ত ঘোড়া চারটা, আর মিনিট দুয়েক পরেই ওয়্যাগনটা ধরে ফেলবে হিউজ।

রাইফেলটা স্যাডলবুটে ঢুকিয়ে রেখে পিস্তল টেনে নিল লোকটা। দূরত্বটা অনুমান করতে পেরেছে সে-ও। চেঁচিয়ে আদেশ দিল সে, পরমুহূর্তেই ওয়্যাগনের ভালো চাকাতেও অনেকগুলো বুলেট বিদ্ধ হলো। এত জোরে কেঁপে উঠল ওয়্যগনটা যে জনের মনে হলো, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। রাইফেলের চেম্বার খুলল সে, বুলেট কেস থেকে শেষ চারটা বুলেট দিয়ে পূর্ণ করল সেটা। তারপর আবার তুলে নিল কাঁধে। বলল, 'ডেরেক আসবে না মনে হচ্ছে। তোমার সঙ্গে বোধহয় রানশিং করা হলো না, বেন। এই ফানেল ক্যানিয়নেই হয়তো আমাদের কবর দেবে হিউজ।'

যেন কথাটা প্রমাণ করতেই আবারও ছুটে এল একঝাঁক বুলেট, ওয়্যাগনের পিছন থেকে একটা তক্তা খসে পড়ল সশব্দে।

তেরো

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নোরা, লাগাম ধরে রাখবার শক্তিও শেষ হয়ে গেছে। আপনা থেকেই ঢিল পড়ল লাগামে। থামবার আদেশ করা হয়েছে বুঝে দৌড়ানো বন্ধ করল ঘোড়াগুলো। একটা বড় ঝোপের আড়ালে থেমে দাঁড়াল ওয়্যাগনটা। দূর থেকে শোনা গেল হিউজের বিজয়োল্লাস। চেঁচিয়ে নিজের লোকদের আদেশ দিল সে, 'আর পারছে না! ওদেরকে ধরে ফেলেছি আমরা। ছড়িয়ে পড়ো তোমরা। দু'দিক দিয়ে ঘিরে ধরো ওদের। একসঙ্গে তিনজনের বেশি থাকবে না।'

'থেমো না, নোরা,' আদেশটা স্পষ্ট কানে যাওয়ার পর চেঁচাল জনও। 'আমরা এঁকেবেঁকে এগুতে পারলে ওদের সময় লাগবে...'

বস্তার আড়াল থেকে মাথা তুলল বেন, একবার গুলি করল। কারবাইন ছেড়ে পিস্তল তুলে নিয়েছে সে। ওর গুলির জবাবে অসংখ্য বুলেট ছুটে এল ওয়্যাগনের দিকে, ময়দার বস্তা দুটোকে প্রায় ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলল। তেরপলের ভিতর দিকে ছিটকে গিয়ে লাগল ময়দা। নিজেকে বাঁচাতে আগেই বস্তাটার আড়ালে শুয়ে পড়েছিল বেন। আবার মাথা তুলল সে, গুলি করল আবার। উত্তরে গুলি করল হিউজের লোকেরাও। কাছে এগিয়ে আসবার আগে দু'দণ্ড ভাবছে ওরা। ওয়্যাগনের লোকদের এখনও লড়াই করবার শক্তি আছে দেখে থমকে গেছে। সুযোগটা নিল জন। মাথা সামান্য বের করে নিশানা করল দ্রুত, তারপর পর পর

দু'বার টান দিল ট্রিগারে। হিউজের লোকসংখ্যা দু'জন কমল। আবারও পিছিয়ে গেল হিউজ।

কিছুক্ষণ চেষ্টা করল নোরা, কিন্তু ঘোড়াগুলো আর এগোবে না বুঝে মাথা তুলল ওয়্যাগন সীটের আড়াল থেকে। 'তোমার পায়ের কাছে আমার কারবাইনটা পড়ে আছে, জন। ওটা পাঠাও আমার দিকে।'

'দরকার নেই,' চাপা গলায় ধমক দিল জন। 'আগের জায়গাতেই চুপ করে বসে থাকো। নিজের অবস্থান ফাঁস করতে যেয়ো না।'

'নিজেকে কীভাবে লুকিয়ে রাখতে হয়, জানা আছে আমার। বাজে বকে সময় নষ্ট কোরো না। হিউজ ওর লোকদের ওয়্যাগনটা ঘিরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে। সেক্ষেত্রে নিজেকে রক্ষা করার অধিকার আছে আমার।'

ভুল বলেনি মেয়েটা। পায়ের কাছে পড়ে থাকা কারবাইনটা লাথি দিয়ে নোরার উদ্দেশে ঠেলে দিল জন। কম্পমান হাতে প্রায় ছোঁ মেরে জিনিসটা তুলে নিল মেয়েটা। সীটের আড়াল থেকে উঁকি দিল, শত্রুদের পজিশন যাচাই করল এক পলকে। তারপর একবার মাত্র নিশানা করেই গুলি করল। উত্তর এল সঙ্গে সঙ্গে। ড্রাইভিং সীটটা স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে গেল মাটিতে। নোরাকে দেখতে পাওয়া গেল স্পষ্ট। প্রমাদ গুণল জন, আড়াল ছেড়ে একটা ডাইভ দিল পিছন দিকে। আরেকটা ময়দার বস্তার উপর গিয়ে পড়ল। বলল, 'গুলি করো, বেন। আমাকে কভার দাও।' তারপর বহু কষ্ট করে সোজা করল বস্তাটা। টেনে-হিঁচড়ে দাঁড় করাল ওয়্যাগন সীটের জায়গায়। ঠিকমতো হলো না, কিন্তু কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট। নোরাকে বলল, 'থাকো ওখানে। বের হলেই...

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই আবার মাথা বের করল মেয়েটা এবং আবারও একঝাঁক বুলেট ডেকে নিয়ে এল।

'থামো, থামো!' সারা ক্যানিয়নে প্রতিধ্বনিত হলো হিউজের চিৎকার। 'ওই মেয়েটা তো নোরা! কিথের বাগদত্তা! ওর কিছু হলে আমাদের চামড়া তুলে নেবে কিথ! ওকে গুলি কোরো না কেউ।'

স্পষ্ট শোনা গেল প্রতিটা শব্দ।

একবার নোরার দিকে না তাকিয়ে পারল না জন। বেদনায় কালো হয়ে গেছে সুন্দর চেহারাটা, নাকের পেশীতে কুঞ্চনের সৃষ্টি হয়েছে। দু'চোখে পানি এসে গেছে, জোর করে চেপে রাখতে চাইছে কান্নাটা। কিন্তু লাভ হলো না, দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল ওর গাল বেয়ে।

জনের দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল নোরা। নির্বাক দৃষ্টি বলে দিল অনেক কিছু। ঘাড় ঘুরিয়ে নিল জন। রাইফেলের চেম্বারে আর দুটো গুলি আছে মনে পড়ে যাওয়াতে হোলস্টারের ফিতে ঢিলে করে টেনে নিল সিক্স শ্যূটার।

পিছন থেকে আবারও গর্জাল কারবাইন। গলা যথাসম্ভব উঁচু করে চেঁচাল নোরা, 'হিউজ, তোমার যত খুশি গুলি করো। কিথ বার্নের সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক নেই আমার।'

বুকের ভিতর অকারণেই একটা খুশি অনুভব করল জন। মাথা সামান্য উঁচু করল সে। নোরার গুলি খেয়ে পাগলের মতো নাচতে আরম্ভ করেছে ব্রাউনের ঘোড়া। সামাল দিতে না পেরে স্যাডল থেকে পড়ে গেল বেঁটে লোকটা। পিস্তল তুলল হিউজ আর টম, কিন্তু সুযোগ দিল না জন। সিক্স শ্যূটার দিয়ে পর পর দু'বার গুলি করল। টমের কাঁধে গুলি লাগল, বেদনায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। হিউজের শার্টের হাতায় টান পড়ল। এভাবে খোলা জায়গায় থাকলে জনের সহজ টার্গেটে পরিণত হতে হবে—বুঝল দানব। চেঁচিয়ে নিজের লোকদের আড়ালে চলে যেতে বলল।

স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল প্রতিপক্ষের সবাই। একজন ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে জড়ো করল একপাশে। তারপর

স্যাডল বুট থেকে রাইফেল আর বুলেটের বেল্ট টেনে নিল, লুকিয়ে পড়ল একটা বড় ক্যাকটাস গাছের পিছনে। বাকিরা পজিশন নিল বড় পাথর নইলে ঝোপের আড়ালে।

প্রতিপক্ষ ব্যস্ত দেখে মৃদু গলায় বলল জন, 'উঠে এসো, নোরা। ময়দার বস্তাটার আড়ালে বসে পড়ো। হাতের বামদিকে খেয়াল রাখবে তুমি। ওরা যেন ছড়িয়ে না পড়তে পারে। আমরা তিনজন মিলেই হয়তো ঠেকিয়ে রাখতে পারব ওদের সাতজনকে। আর শোনো, কারবাইনটা রেখে একটা পিস্তল নাও। বেন, তোমার পিস্তলটা দাও নোরাকে। আমি সামনে দেখছি।'

ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলল সময়। এখন রয়েসয়ে গুলি করছে হিউজ আর ওর দল। বোধ হয় অ্যামুনিশনে টান পড়েছে। ব্যাপারটা খেয়াল করল জন। বলল, 'নোরা, হাত বাড়িয়ে ব্রেকটা নামিয়ে দাও। ছক পাল্টে গেছে; জিততে পারবো কি না জানি না, তবে অ্যামুনিশন শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারবো শয়তানগুলোকে।'

'সেটাই অনেক,' মন্তব্য করল বেন।

পাথরের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছিল একটা স্টেটসন হ্যাট, গুলি করে সেটাকে উড়িয়ে দিল জন। কুৎসিত ভাষায় গালিগালাজ আর অভিশাপ দিল হ্যাটের মালিক, নিজেকে ভালোমতো আড়াল করল পাথরটার পিছনে।

এরপর চারদিক নিঃশব্দ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে বয়ে যেতে লাগল সময়। টান পড়ছে প্রত্যেকের স্নায়ুতে। প্রতিপক্ষের কেউ ওয়্যাগনের কাছে এগিয়ে আসবার সাহস পাচ্ছে না; ওয়্যাগনের ভিতর থেকেও কেউ বের হচ্ছে না। এভাবে হয়তো ডেরেক আসা পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে হিউজকে, বুঝতে পারছে জন। তবে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় সে। হঠাৎ কোনও চাল দিতে পারে ধূর্ত লোকটা, তাতে আকস্মিক পরাজয় ঘটতে পারে।

শুয়ে থেকেই বামে তাকাল সে। ছেঁড়া তেরপলের ফাঁক দিয়ে

তাকাল ত্রিশ গজ দূরে। ঘাসে ঢাকা একচিলতে জমিতে পিন্টো দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। মাঝেমধ্যে মাথা নামাচ্ছে, শুকনো ঘাসগুলো খাদ্যোপযোগী কি না যাচাই করছে।

দু'হাতের চারটা আঙুল মুখের ভিতর ভরে জোরালো, প্রলম্বিত শিস বাজাল জন। পরিচিত শব্দে সচকিত হলো ঘোড়াটা। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল ওয়্যাগনটার দিকে। দ্বিধা করল কিছুক্ষণ, এগিয়ে এল না। আবার শিস বাজাল জন। কী হচ্ছে দেখবার জন্য পাথরের আড়াল থেকে সামান্য বের হলো আরেকটা হ্যাটের কোণা। মুখ থেকে হাত বের করল জন, সিক্স শ্যূটারটা তুলে নিয়ে গুলি করল নির্দ্বিধায়। অদৃশ্য হলো হ্যাটটা।

সূর্য উঠছে। ফানেল ক্যানিয়নে বাড়ছে উত্তাপ। ওয়্যাগনের ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত চারটা ঘোড়া অস্থির হয়ে মাটিতে পা ঠুকছে বার বার। আরেকবার এদিকে তাকাল পিন্টো, তারপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

কাছে আসবার পর স্যাডলের পাশে ঝোলানো ছোট বস্তাটা চট করে তুলে নিল জন। এখনও দুটো ডিনামাইট-স্টিক রয়ে গেছে সেখানে। ওগুলো ব্যবহার করতে চায় সে। হয়তো আগের মতোই রণে ভঙ্গ দিতে পারে হিউজ।

বস্তার মুখটা সাবধানে খুলল জন। স্টিক দুটো বের করে রাখল হাতের নাগালে। সামনে তাকাল সে। আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে একাধিক কাঁধ, সিক্স শ্যূটারের শাসনে সবগুলোকে আবার আগের জায়গায় ফেরত পাঠাল। ঘোড়া পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকটা রাইফেল দিয়ে গুলি করল হঠাৎ। এত কাছ থেকে লাগা ভারী বুলেটের আঘাতে কেঁপে উঠল পুরো ওয়্যাগন। কারবাইন হাতে প্রস্তুত ছিল বেন। পাল্টা জবাব দিল। চিরতরে নিশ্চুপ হয়ে গেল ঘোড়ারক্ষক।

পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করল জন। একটা ডিনামাইট স্টিকে আগুন ধরাল। কিছুক্ষণ জ্বলতে দিল সেটাকে। হিউজ

কোথায় লুকিয়েছে খেয়াল করেছে আগেই, সেদিকে ছুঁড়ে মারল স্টিকটা। শূন্যে থাকা অবস্থাতেই জ্বলে শেষ হলো সলতে, মাটিতে পড়বার আগেই বিকট শব্দে ফাটল।

স্থানচ্যুত হলো অনেকগুলো আলগা পাথর। মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল হিউজ, ওর সামনের পাথরটা গড়িয়ে চলে গেল ওর ডান কাঁধের উপর দিয়ে। ব্যথায় চিৎকার করে উঠল লোকটা। প্রচণ্ড শব্দে আতঙ্কিত হয়ে দৌড় লাগাল ওদের ঘোড়াগুলো। আলগা মাটি আর ছোট পাথরের টুকরো বুলেটের সমান গতিতে ছিটকে গিয়ে লাগল টমের চোখেমুখে। প্রায় অন্ধ হয়ে গেল লোকটা। দলের অন্যরা বিপদ বুঝে সরে পড়ল।

দৌড় দিল হিউজও। ওর মাথা হ্যাটশূন্য, পরনের শার্টটা ছিঁড়ে গেছে। কারবাইন চালাল বেন। কিন্তু দুর্বল হাতে নিশানা ঠিক রাখতে পারল না। হিউজের পায়ের কাছে ধুলো উড়ল দু'বার। রাইফেলটার জন্য খুব আফসোস হলো জনের। পিস্তল খালি করে ফেলল নোরা, কিন্তু দূরত্ব বেশি হওয়াতে লাগাতে পারল না একজনকেও।

ঠিক তখনই ফানেল ক্যানিয়নের অপর প্রান্ত থেকে শোনা গেল একাধিক ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। এসে গেছে ডেরেক। পিছনের দিকে তাকাল জন।

পাঁচজন ঘোড়সওয়ারের একটা দল এগিয়ে আসছে, সবার আগে ডেরেক। দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওকে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে এখানে। আবার পিছনে তাকাল জন। ডানটাকে শান্ত করতে পেরেছে হিউজ, চড়ছে সেটার উপর। আবারও একবার রাইফেলের জন্য আফসোস হলো ওর। বিপদ নেই বুঝে উঠে বসল সে, মুখের কাছে দু'হাত জড়ো করে চেঁচিয়ে বলল, 'হিউজ, চলে যেয়ো না। আমাদের লড়াইটা তো ভালোই হচ্ছিল। দেখো, শক্তি বাড়াতে আরও পাঁচজন যোগ দিচ্ছে আমাদের সঙ্গে। এ-ই সময়, পরে আর বীরত্ব দেখাতে

পারবে না।'

ডেরেকের দলটা দেখল হিউজ। চিৎকার করে অভিশাপ আর গাল দিল। তারপর বলল, 'ভেবো না জিতে গেছ, বাউন্টি জন। পরের বার দু'ডজন লোক নিয়ে হামলা করবো, দেখবো কীভাবে ঠেকাও। সবার আগে খুন করবো তোমাকে...নিজের হাতে,' ডেরেক আরও কাছে এগিয়ে এসেছে দেখে আর দেরি করল না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অনুসরণ করল টম আর ব্রাউনকে।

কাছে এসে রাশ টানল ডেরেক। সঙ্গের লোকগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে ভুগতে দেরি করে ফেলল এরা...

এখনও দূরে তাকিয়ে আছে জন; ধুলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছে হিউজ, সেটা দেখছে। কিছুক্ষণ পর সিক্স শ্যূটারে বুলেট ভরতে আরম্ভ করল সে। বলল, 'বেনের অবস্থা ভালো নয়। যত দ্রুত সম্ভব শুশ্রূষা দরকার ওর।'

ওয়্যাগনের ভিতর উঁকি দিল ডেরেক। প্রায় অজ্ঞান বেনকে দেখল। তারপর জনের উদ্দেশে বলল, 'পাহাড়ে আমাদের সঙ্গে স্টোন নামের এক লোক আছে। ডাক্তার নয়, কিন্তু বিদ্যাটা মোটামুটি জানে,' সঙ্গে আসা লোকগুলোর মধ্যে দু'জনের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'কার্টার, টনি, তোমরা উঠে পড়ো ওয়্যাগনে। মিস নোরার বিশ্রাম দরকার মনে হচ্ছে। তোমাদের ঘোড়া বাঁধো ওয়্যাগনের সঙ্গে। একজন চালিয়ে নিয়ে এসো, আরেকজন ধরে থেকো বেনকে। তা হলেই আর পড়বে না সে।'

রওয়ানা হয়ে গেল ওরা। আবারও শিস বাজাল জন, পিন্টো কাছে এলে চেপে বসল সেটার পিঠে। ছুটল ওয়্যাগনের পিছনে। ডেরেকের কাছাকাছি হওয়ার পর বলল, 'চোখ খোলা রাখতে হবে আমাদের। হিউজ যে-কোনও সময় আবার হামলা করতে পারে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল ডেরেক।

'কিথকে ঠেকাতে হবে,' আবারও মনে করিয়ে দিল জন। 'নো

স্ট্রাইক থেকে পালানোর আগে আমাকে বলেছিল সে-দক্ষিণে যাবে। দক্ষিণ মানে কোন ট্রেইল বুঝতে পারিনি। তোমার কী মনে হয়?'

অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল ডেরেক। 'খুনে পাহাড়ের ওদিকে কোথাও হবে হয়তো। নাম শুনেছ পাহাড়টার?'

'শুনেছি। তোমার চাচার মুখে। একটা প্রাকৃতিক টানেলের ভেতর আশ্রয় নিয়েছিলাম আমরা,' সংক্ষেপে ঘটনাটা বলল জন। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'এই ক্যাটল ট্রেইল ধরে যাওয়া যায় ওখানে?'

উপর-নীচে মাথা ঝাঁকাল ডেরেক। 'সিকি মাইল পরে দু'ভাগে ভাগ হয়েছে এই ক্যানিয়ন। একটা গেছে পুবে, একটা এগিয়ে গেছে সোজা। আমরা সোজা যাবো। পুবেরটা ধরে বেশ কিছুদূর এগুলে একটা প্রাকৃতিক টানেল পাওয়া যাবে। যতদূর জানি, বরফে ঢেকে আছে টানেলটা। অনেক উঁচু জায়গাটা, জুলাই আসার আগে গলবে না বরফ। ওটা ধরে যেতে পারো তুমি। একটানা গেলে পৌঁছে যাবে খুনে পাহাড়ে। কিন্তু প্রাকৃতিক টানেলটাই পার হতে পারবে কি না সন্দেহ আছে আমার। বরফ এত পুরু হয়ে জমেছে সেখানে...'

'অন্য রাস্তা নেই?'

'জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আছে আরেকটা, কিন্তু অনেক ঘুরে যেতে হবে। বরফ কম সেখানে, কিন্তু পথ লম্বা বলে সময় লাগবে প্রচুর। পৌঁছুতে পৌঁছুতে দিন গড়াবে।'

আর কিছু বলল না জন। একবার তাকাল ওয়্যাগনের ভিতর, চিৎ হয়ে পড়ে থাকা বেনকে দেখল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে তাকাল আবার।

ফানেল ক্যানিয়নের মুখে হাজির হয়েছে ওরা। ট্রেইলের উপর নুড়ি পাথরের সংখ্যা অনেক কমে গেছে, ঘাসে ছাওয়া সমতলভূমি দিয়ে এখন এগিয়ে যাচ্ছে ওরা। আশেপাশে ঘাসের প্রাচুর্য দেখে

মৃদু শিস দিল জন। এজন্যই নো স্ট্রাইকের লোকেরা প্রতি বছর গরু চরাতে আসে এখানে। মাটি খুব উর্বর; তাই বসন্তের শুরুতেও কচি ঘাসগুলো একেবারে সবুজ, সরস। খেয়ে গরু-বাছুরের মাংসল হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর।

আরও এগোবার পর কতগুলো ছাপরা কুটির দেখতে পেল সে—গরু পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত লোকেরা পালা করে থাকে ওখানে। ডেরেক জানাল ফানেল ক্যানিয়নটার আশেপাশে আরও তিনটা তৃণভূমি আছে; একই রকম সতেজ, সবুজ ঘাসে ছাওয়া, কিন্তু আরও বড়।

আশেপাশে তাকিয়ে এলাকাটা আরও ভালোমতো চিনে নিতে চাইল জন। উত্তর-পুবে বরফে ছাওয়া বিটাররুটসের চূড়া। সেটার একটা অংশ বাঁক নিয়ে এগিয়ে এসেছে এদিকে, তৈরি করেছে আড়াল। মাঝখানে একটা তীক্ষ্ণ ফাটল, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে একটা ট্রেইল। জনের মনে হলো এটার কথাই বলেছিল ডেরেক। ছেলেটার দিকে তাকল সে। বলল, 'তিনটা ঘোড়া চাই আমার। লম্বা-চওড়া আর শক্তিশালী। সারা রাস্তা বরফে ঢেকে আছে, তাই আমার ঘোড়াটা দিয়ে কাজ হবে না। এটা অতটা শক্তিশালী নয়। আর, একজন গাইড দরকার; যে অন্তত প্রাকৃতিক টানেল পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাকে।'

স্লিপিং কোয়ার্টার্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়, এরকম একটা শ্যাকে বেনকে শুইয়ে দিল ওরা। স্টোনকে ডেকে নিয়ে এল একজন। পেটের সব বিদ্যা খাটিয়ে বেনকে দেখল লোকটা, তারপর শুশ্রূষা আরম্ভ করল। কিছু করবার নেই বুঝে সরে এল জন। ব্রেকফাস্ট সেরে নিল দ্রুত। তৃণভূমির একপ্রান্ত ঘেঁষে অস্থায়ী স্টেবল বানানো হয়েছে, ডেরেককে ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে বলে সেখানে একটা খড়ের গাদার উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘণ্টাখানেক পর ওকে ডেকে তুলল ডেরেক। জানাল সব

ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাতমুখ ধুয়ে নিল জন, কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ডেরেককে জিজ্ঞেস করল, 'আমার সঙ্গে গাইড হিসেবে কে যাচ্ছে?'

'আমি,' জনের দিকে একটা ময়লা টাওয়েল বাড়িয়ে দিল ডেরেক।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওয়ানা হলো ওরা।

একটা উঁচু ডানে চেপেছে জন। বাম হাতে লাগাম ধরে রেখেছে আরেকটা ধূসর ঘোড়ার। ওর প্যাক হর্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা। পাশাপাশি আরেকটা ঘোড়ায় চলেছে ডেরেক। একহাতে অন্য আরেকটা ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে সে-ও।

যতই এগোল ওরা, বরফের পরিমাণ বাড়ল তত। এতক্ষণ একেবারে চুপ করে ছিল জন, এবার মুখ খুলল, 'ডানটা কতদূর চলতে পারবে জানি না। ওটা আটকে গেলে আরেকটা ঘোড়া ব্যবহার করব আমি। তুমি কাছাকাছিই থেকো।'

মাথা ঝাঁকাল ডেরেক।

ধীরে-সুস্থে এগিয়ে চলল ডানটা। বরফের গভীরতা ছয় ইঞ্চির মতো হওয়ায় সহজেই এগোতে পারল। পরবর্তী একশো গজ কোনও সমস্যা হলো না। তারপর একটা পাহাড়ের ঢাল শুরু হলো, বরফের গভীরতা বাড়ল। ডানের হাঁটুর কাছে উঠে এল বরফ। গতি অনেক কমে গেল সেটার।

আরও কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল ঘোড়াটা। সেটাকে কয়েক কদম পিছাল জন, তারপর আবার এগোতে বাধ্য করল। কিন্তু খুব একটা লাভ হলো না। আবারও কিছুদূর গিয়ে থেমে গেল ঘোড়াটা। আগের পদ্ধতি অবলম্বন করল জন। এভাবে আগু-পিছু করে আধ মাইল যাওয়ার পর বরফের পরিমাণ হঠাৎ কমে গেল। বেশ কিছুটা দূরে পড়ে গিয়েছিল ডেরেক, সুযোগ পেয়ে কাছে এগিয়ে এল।

'তুমি এতদূর আসতে পারবে কল্পনাও করতে পারিনি,' কাছাকাছি হওয়ার পর বলল সে।

কিছু না বলে একবার মাত্র মাথা ঝাঁকাল জন। এগিয়ে গেল আরও মাইলখানেক। এরপরই বেঁকে বসল ডানটা। অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে সামনে বাড়ানো গেল না। স্যাডল খুলে অন্য একটা ঘোড়ার পিঠে চাপাল জন। আধমাইল যাওয়ার পর প্রাকৃতিক টানেলটা দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল, কালো হয়ে গেছে; সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। উত্তর দিক থেকে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে আরম্ভ করল এমন সময়। কেঁপে উঠল জন আর ডেরেক।

'ঝড় আসতে পারে,' দশ গজ পিছনে থাকা ডেরেকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল জন। 'তাড়াতাড়ি চলো।'

টানেলের ভিতর আশ্রয় নেওয়ার আগে আরও কালো হলো আকাশ। রাশ টেনে ঘোড়া থামাল জন, নামল মাটিতে। ডেরেক কাছে আসবার পর অব্যবহৃত ঘোড়াটার পিঠে স্যাডল চাপাল। বলল, 'এটা আর প্যাক হর্সটা নিয়ে আমি এগিয়ে যাবো সামনে। বাকি দুটো নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যাও তুমি। আশা করি ঝড় আসার আগেই পৌঁছুতে পারবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল ডেরেক। 'যতদূর জানি, সামনে বরফের পরিমাণ বাড়বে। নাক কুঁচকিয়ো না, কারণ আরও মাইল চারেক যেতে হবে তোমাকে। সামনে ট্রেইলটা দু'ভাগে ভাগ হয়েছে, বামেরটা ধরে পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে এগিয়ো। চিহ্ন ভুলে গেলে পিছনে তাকিয়ে বিটাররুটসের চূড়াটা দেখে নিয়ো। না দেখতে পেলে বুঝে নিয়ো, পথ হারিয়েছ। তখন ঈশ্বরকে ডেকো একমনে।'

হাসল জন। 'ভাগ্যে লেখা থাকলে নো স্ট্রাইকে আবার দেখা হবে আমাদের। সাহায্যের জন্যে ধন্যবাদ।'

চলে গেল ডেরেক।

সিক্স শ্যুটারটা পরীক্ষা করল জন। তারপর স্যাডলবুট থেকে তুলে নিল রাইফেল। চেম্বার খুলে দেখল, তাড়াহুড়োয় বুলেট ভরা হয়নি। সময় নিয়ে চেম্বারটা পূর্ণ করল সে। এরপর বাইরে বেরিয়ে এল, আকাশের অবস্থা দেখল একবার। আরও কালো হয়েছে আকাশ, কিন্তু ঝড় আসতে দেরি আছে এখনও। পাহাড়ি এলাকার আবহাওয়াই এরকম–কখনও কয়লার মতো কালো হয়ে যায় আকাশ, কিন্তু ঝড় শুরু হয় না; আবার কখনও ঝকঝকে সূর্যকে আচমকা নিভিয়ে দিয়ে আরম্ভ হয় বাতাসের তাণ্ডব। আজ যেন প্রথমটা হয়–প্রার্থনা করে ঘোড়ায় চড়ল জন। বের হলো প্রাকৃতিক টানেলটা থেকে।

কিছুদূর এগোবার পর দেখল, ট্রেইলটা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। বামেরটা ধরল সে। সামনে একটা ঢাল। তারপর শুরু হয়েছে ক্যানিয়ন। দু'দিকে পাহাড়; শুরুতে বিশ ফিটের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে, পরে আরও বেড়েছে উচ্চতা। ঘোড়ার পায়ের নীচে বরফ ঘন হচ্ছে বুঝে গতি কমাল জন। সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করল রাস্তার উপর। কোথাও আলগা বরফ দেখলেই সরিয়ে নিল ঘোড়া দুটো।

ক্যানিয়নের গভীরে ঢুকল সে। একটা বড় পাথরের বোল্ডার পার হওয়ার পর বামে তীক্ষ্ণ বাঁক নিল ট্রেইলটা। ধীরে ধীরে আরও উপরে উঠল। কমে গেল ঘোড়া দুটোর গতি।

তীব্র ঠাণ্ডা আর উচ্চতার কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে জনের। বুক ভরে টেনেও প্রয়োজনীয় বাতাস পাঠাতে পারছে না ভিতরে। মাথা নিচু করে রাখল সে। দু'ঠোঁট প্রায় ফাঁক না করে একটু একটু করে বাতাস টানল। তারপরও কিছুটা তুষার ঢুকে গেল ওর মুখের ভিতরে। থু করে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। ঘোড়া দুটোর অবস্থা কল্পনা করে মায়া হলো ওর।

আরও কিছুক্ষণ চলবার পর ঘোড়া থেকে নামল সে। এগিয়ে গিয়ে শক্ত করে ধরল ঘোড়াটার মাথা, গ্লাভস্ পরা হাত ঢুকিয়ে

দিল জন্তুটার নাকের ভিতর। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনল জমাট তুষার। প্যাক হর্সটাকেও একই ভাবে পরিচর্যা করল। তারপর আবার চড়ল স্যাডলে, রওয়ানা হলো গন্তব্যে।

ক্রমেই খারাপ হচ্ছে আবহাওয়া। ঘোড়া দুটো থেমে দাঁড়াচ্ছে একটু পর পর, অনেক কায়দা করে আবার সচল করতে হচ্ছে জন্তু দুটোকে। মিনিট বিশেকের মতো একটানা চলবার পর বিনা নোটিশে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়া দুটো। বাধ্য হয়ে স্যাডল ছেড়ে নামতে হলো জনকে। পথ সমতল না হওয়া পর্যন্ত ওগুলোকে লাগাম ধরে টেনে নিয়ে চলল। আবার স্যাডলে বসবার পর খেয়াল করল, অনেকদূর পর্যন্ত অনায়াসে দেখা যাচ্ছে; আগের মতো দৃষ্টি বিভ্রম ঘটছে না।

সামনে দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তর, বরফের চাদরে ঢাকা। উত্তর দিক থেকে হু-হু শব্দে বইছে বাতাস, আলগা তুষার উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ট্রেইলের উপর থেকে। কখনও কখনও ঝাপটা মারছে মুখে, কাঁপিয়ে দিচ্ছে পুরো শরীরটাকে। ট্রেইলের এক কিনারায় কতগুলো ন্যাড়া গাছের দেখা পেল জন। বরফ জমে প্রায় নুয়ে পড়েছে সবগুলোর ডাল, যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে। সেগুলো পার হওয়ার সময় নিরাপদ দূরত্বে রইল সে।

উত্তরোত্তর বাড়ছে ঠাণ্ডা, টের পেল জন। একসময় শুরু হলো তুষারপাত। দৃষ্টিসীমা কমে গেল, সামনে একটা সাদা চাদর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না সে। ঘোড়া থামাতে বাধ্য হলো। চোখ দুটোকে তুষারের অত্যাচার থেকে বাঁচাতে ডান হাত দিয়ে একই সঙ্গে ধরল প্যাক হর্স আর ওর ঘোড়ার লাগাম, বাম হাত রাখল কপালে, কিছুটা নিচু করে।

অনেকক্ষণ পর ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল পিছনে। বিটাররুটসের চূড়া দেখতে পেল না। তুষারপাতের কারণে হতে পারে ব্যাপারটা, ভাবল সে, আবার পথ হারিয়ে ফেলবার কারণেও ঘটতে পারে। দ্বিতীয় কারণটা যেন না ঘটে, সে জন্য মনে মনে প্রার্থনা করল

সে। আবার দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল ঘোড়া দুটো, ইচ্ছার বিরুদ্ধে নির্দয় ব্যবহার করে জন্তু দুটোকে আগে বাড়াতে হলো। ঘোড়ার উপর অত্যাচার করাকে ঘৃণা করে সে, কিন্তু এখন কাজটা না করেও উপায় নেই।

খানিকটা এগোবার পর হঠাৎ এক সারিতে কয়েকটা গাছ দেখতে পেল জন। আগেরগুলোর মতোই বরফে ঢেকে নুয়ে আছে। আরও কিছুটা যাওয়ার পর বেড়ে গেল গাছপালার পরিমাণ। একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে, বুঝল সে। রাস্তা কিছুটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে।

গাছে আটকে প্রায় বন্ধ হয়ে গেল বাতাসের বেগ। ঠাণ্ডার প্রকোপও কমল। এখন আর এলোমেলোভাবে নয়, সরাসরি মাথার উপর পড়ছে তুষার। নিঃশ্বাস নিতে কষ্টও হচ্ছে না তেমন। নষ্ট হওয়া সময় পুষিয়ে নিতে ঘোড়ার গতি বাড়াল জন। মধ্যম গতিতে দৌড়াতে আরম্ভ করল ঘোড়া দুটো। মিনিট দশেক চলবার পর একটা বিরাট পাইন গাছের নীচে ওগুলোকে থামাল সে। গাছটার উপর ততটা পুরু হয়ে জমতে পারেনি তুষার, তাই ডাল নুয়ে পড়েনি। ভেঙে পড়বার সম্ভাবনা কম।

হঠাৎ তিনবার গুলির আওয়াজ শুনতে পেল সে। রাইফেল চালাচ্ছে কেউ। পিছন থেকে এসেছে শব্দটা। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়েছিল ওর মাথা, চট করে তুলল। আবারও শুনবার আশায় কান খাড়া করল। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না, আবারও পর পর তিনবার শুনতে পেল। বিপদে পড়েছে কেউ, নিশ্চিত হলো জন।

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া থেকে নামল সে। জঙ্গলের ভিতরে, একটা ছোট গাছের সঙ্গে বাঁধল প্যাক হর্সটা। তারপর দৌড়ে ফিরে এল অন্য ঘোড়াটার কাছে। একলাফে চড়ে বসল স্যাডলে। বাতাসের কথা মনে পড়ে যাওয়াতে ঘাড় থেকে খুলে নিয়ে রুমাল বাঁধল মুখে, তেরছা করে পরে নিল হ্যাট। তারপর ফিরতি পথে চালিত

করল ঘোড়াটাকে। বিশ্রাম পেয়ে কিছুটা তাজা হয়ে উঠেছে জন্তুটা, তাই জনের আদেশানুযায়ী দ্রুত ছুটল।

শীঘ্রি বনের প্রান্তে হাজির হলো জন। ডানদিক থেকে এসেছে গুলির আওয়াজ। ট্রেইলের সঙ্গে এক সমতলে, চল্লিশ গজ দূরে কতগুলো পাথরের বোল্ডার, তুষারে ঢেকে এখন সাদা গোলকে পরিণত হয়েছে: ওর মনে হলো ওগুলোর আড়াল থেকেই চালানো হয়েছে রাইফেল। দুটো বোল্ডার পার হওয়ামাত্রই অভাবনীয় দৃশ্যটা দেখে স্থির হয়ে গেল সে।

ট্রেইলের একপাশে আচমকা আরম্ভ হয়েছে খাদ। বরফের কারণে সেটার অস্তিত্ব মোটেও বোঝা যাচ্ছে না। জন বুঝল, কারণ একটা ঘোড়া অর্ধেক চলে গেছে সেই খাদে। এখনও কোনরকমে কিনারায় রয়ে গেছে সামনের দুটো পা, তাই পড়েনি নীচে। জন্তুটার পিছনে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষকে, প্রাণপণে লাগাম ধরে থাকবার চেষ্টা করছে। খাদের কিনারায় একটা পা তুলে দিয়েছে সে; কিন্তু বরফে বার বার পিছলে যাচ্ছে ওর বুট, কিছুতেই আঁকড়ে থাকতে পারছে না। ঘোড়াসহ উঠে আসা সম্ভব নয়—বুঝতে পারছে না কিছুতেই। যে-কোনও সময় নীচে আছড়ে পড়বে ঘোড়াটা; লাগাম ছাড়ুক বা না ছাড়ুক সঙ্গে যাবে রাইডার।

দুর্ঘটনাটার কারণ অনুমান করল জন। একটু আগেই রাস্তাটা ধরে গিয়েছিল সে। দুটো ঘোড়ার চাপে আলগা হয়েছে বরফ, সেগুলোর উপর দিয়ে চলতে গিয়ে, আর তুষারের কারণে দৃষ্টি ঠিক রাখতে না পেরে রাস্তা থেকে সরে যায় রাইডার। চলে যায় বরফে ঢাকা পথের কিনারায়। ঘোড়ার ভারে ট্রেইলের একপ্রান্তের পাতলা বরফ ভেঙে পড়ায় ঘোড়াটা অর্ধেক চলে গেছে নীচে। আর মিনিট দুয়েকের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যাবে।

'দাঁড়াও!' কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে চেঁচাল জন। 'ল্যাসো ছুঁড়ছি আমি।'

ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল না রাইডার, জনকে আগেই দেখতে

পেয়েছে। স্যাডলের সঙ্গে বাঁধা দড়ির ফাঁসটা খুলে নিল জন। শক্ত করে গিঁট দিল। তারপর মাথার উপর তুলে ঘুরাতে আরম্ভ করল ফাঁসটা। বাতাসের গতি বুঝে কিছুক্ষণ পর ছুঁড়ে মারল সেটা। ঘোড়ার ঘাড়ে গিয়ে আটকাল ফাঁসটা। এক্মুহূর্তও নষ্ট না করে স্যাডল হর্নের সঙ্গে দড়িটার আরেকপ্রান্ত বেঁধে দিল সে। আবারও আগের মতো চেঁচাল, 'দড়ি বেয়ে উঠে এসো। ঘোড়াটার কথা ভুলে যাও।'

গ্লাভস্ পরা হাত বাড়িয়ে দড়িটা আঁকড়ে ধরল রাইডার। চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করল জন। তুষারপাতের কারণে স্পষ্ট দেখতে পেল না। স্যাডল ছেড়ে নেমে পড়ল সে। এগিয়ে গেল কিনারায়। দড়ি ধরে ঝুলছে রাইডার। নীচে তাকিয়ে হাঁ হয়ে থাকা একটা কালো গহ্বর দেখছে। হাত বাড়িয়ে রাইডারের পরনের জ্যাকেট আঁকড়ে ধরল জন। কিছুটা চমকে উঠে মুখ তুলল রাইডার। এবার চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পেল জন। ওর হাত থেকে জ্যাকেটটা প্রায় ছুটে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিল সে। সর্বশক্তি খাটিয়ে কিনারার পুরু বরফের উপর তুলে আনল রাইডারকে।

ভয়ে সাদা হয়ে যাওয়া চেহারায়, কাঁপতে কাঁপতে বরফের উপর বসে পড়ল নোরা বিউয়েল।

চোদ্দো

'সরে যাও এখান থেকে, নোরা। যে-কোনও সময় দড়ি ছিঁড়ে তোমার গায়ে লাগবে। উঠে দাঁড়াও। চলো, আমার ঘোড়ার কাছে।'

মেয়েটা তারপরও দাঁড়াচ্ছে না দেখে জোর করে ওকে তুলল জন। নিয়ে গেল নিজের ঘোড়ার কাছে। উঠে বসল স্যাডলে। ধীরে ধীরে পিছাতে আরম্ভ করল ওর ঘোড়াটাকে। টান টান হয়ে উঠল দড়ি, জনের মনে হলো এক্ষুণি ছিঁড়ে যাবে। ওদিকে প্রাণপণে চেষ্টা করে চলেছে নোরার ঘোড়াটা। একটুখানি উপরে উঠে আসতে পারল সেটা। আরও কিছুটা উঠবার পর পিছনের একটা পা তুলে দিল খাদের কিনারায়। তারপর তিন পায়ে ভর দিয়ে লাফ দিল, চতুর্থ পা-ও তুলে আনতে সক্ষম হলো। কিনারায় দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগল নোরার মতোই। স্যাডল হর্নের সঙ্গে বাঁধা দড়িটা খুলে ফেলল জন। তারপর ধীরেসুস্থে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার দিকে। নিচু কণ্ঠে সেটাকে অভয় দিতে দিতে লাগাম ধরল। নিয়ে এল নোরার কাছে।

'ঝটপট উঠে পড়ো,' বলল সে। 'ভূতগ্রস্তের মতো কাঁপছ তুমি,' মেয়েটা আবার ওরই ঘোড়াতে উঠতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, তোমারটাতে নয়, আমার ঘোড়ার পিঠে। তোমার চেয়ে বেশি কাঁপছে তোমার ঘোড়া। এখন কিছুতেই পিঠে নেবে না তোমাকে।'

কথা না বাড়িয়ে জনের ঘোড়াটার পিঠে চেপে বসল নোরা। লাগাম ধরে দুটো ঘোড়াকেই টেনে নিয়ে চলল জন। একটা কথাও বলল না নোরার সঙ্গে, সতর্ক দৃষ্টি রাখল রাস্তার উপর। জঙ্গলের ভিতর, পাইন গাছটার সঙ্গে বাঁধা নিজের প্যাক হর্সের কাছে গিয়ে থামল। তাকাল নোরার দিকে। অভয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসল। 'চাইলে নামতে পারো। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিক ঘোড়া দুটো, তারপর আবার রওনা হবো আমরা।'

'ধন্যবাদ,' জনের ঘোড়া থেকে নামতে নামতে আন্তরিক গলায় বলল নোরা। 'ঝোড়ো বাতাস থেকে বাঁচাতে ঘোড়াটা সামান্য বামদিক দিয়ে চালাতে চাইছিলাম। কীভাবে যে...'

'কী মনে করে এখানে চলে এলে?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল

জন। 'আর এলে কোন পথে? একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছিলাম আমি, কিন্তু কাউকেই তো দেখতে পাইনি?'

'তোমার পিছু পিছুই এসেছি। হয়তো তুষারপাতের কারণে দেখতে পাওনি।'

'হতে পারে। কিন্তু এলে কেন? কী হয়েছে?'

'ওয়্যাগন রোড আর ক্যাটল ট্রেইলের উপর আবার পাহারা বসানোর জন্যে হিউজকে আদেশ দিয়েছে কিথ। এবার যেন একটা ছুঁচোও বেরুতে না পারে—এতটা সতর্ক থাকতে বলেছে। নিজে রওনা হয়েছে খুনে পাহাড়ের দিকে, সঙ্গে আছে হিউজ, টম আর ব্রাউন। আর কিছুদূর গেলেই হয়তো ওর সঙ্গে দেখা হবে তোমার। তোমাকে আটকানোর জন্যে পথ আটকে বসে আছে লোকটা। দেখামাত্রই খুন করবে তোমাকে।'

'এসব তুমি জানলে কী করে!'

'তোমার ডেপুটি স্যাম জানিয়েছে।'

'পাহাড়ে এসেছিল লোকটা?'

উপরে-নীচে মাথা ঝাঁকাল নোরা। 'তোমাকে কিথের ফাঁদ সম্পর্কে সতর্ক করতেই এখানে এসেছি আমি।'

'আমাকে সতর্ক করতে এসেছ! তুমি?' আশ্চর্য হলো জন। 'আমি বোধহয় ভুল শুনেছি।'

'না, ভুল শোনোনি। আমি চাই না তোমার ক্ষতি হোক।'

'ডেরেক বা অন্য কেউ আসতে পারত। এল না কেন?'

'ওদের যে-কারও চেয়ে এই এলাকা ভালো চিনি আমি। শুধু তুষারপাতের কারণে ভুল করে...তা ছাড়া, হিউজ আবার আক্রমণ শুরু করেছে শুনে ওরা কড়া পাহারায় আছে। অ্যামুনিশন পেয়ে গেছে, তাই হিউজের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়ে আছে সবাই। শহরে ফিরে যাওয়ার উপায় নেই, আবার পাহাড়েও কাজ নেই আমার। ওরা আমাকে লড়তেও দিতে চায় না। আরও একটা কারণ আছে...

'কী সেটা?' নোরাকে চুপ করে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল জন।

'হয়তো কিথের আগেই খুনে পাহাড়ে পৌঁছে যাবে তুমি। সেনাদলের সঙ্গে তোমারই আগে দেখা হবে। কিন্তু ওরা তোমার কথা বিশ্বাস না-ও করতে পারে...'

'কেন? আমি প্রাক্তন বাউন্টি হান্টার বলে? কিথের কথা বিশ্বাস করত, কারণ সে একজন সম্মানিত ব্যাঙ্কার?' বুঝেও বুঝতে চাইল না জন। রাগে ফেটে পড়তে ইচ্ছা করছে ওর।

মুখে কিছু না বলে উপরে-নীচে মাথা দোলাল নোরা। 'ব্যাপারটা ভালো লাগছে না তোমার কাছে, বুঝতে পারছি। কিন্তু বাস্তবকে স্বীকার না করে উপায় নেই। সেনাদলের কাছে তোমার কথাকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে নো স্ট্রাইক থেকে যদি একজন...প্রতিনিধি থাকে তোমার সঙ্গে তা হলে ওরা হয়তো...'

'ওরা এমনিতেই সব জানে, নোরা,' নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে জন। 'রাউন্ড আপের মার্শাল জো ডিবলন একটা চিঠি লিখে হিউজের ব্যাপারে সব কিছু জানিয়েছে। কিথ বার্নের কথা বাদ গেছে, বুঝতেই পারছ ওর ভূমিকাটা তখন জানা ছিল না কারোরই। তবে যা-ই হোক, এত কষ্ট করে এখানে এসেছ তুমি; আমাকে সতর্ক করেছ। অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

কিছু বলল না নোরা।

'চলো, দেরি না করে রওনা হয়ে যাই,' তাগাদা দিল জন। 'বেলা গড়াচ্ছে। আকাশ যেরকম কালো হয়ে আছে, সূর্যাস্তের অনেক আগেই আঁধার হয়ে যাবে চারদিক। তুষারপাতেরও কমতি নেই। চলো,' প্যাক হর্সটাকে বাঁধন মুক্ত করল সে, সেটার লাগাম ধরে উঠল অন্য ঘোড়াটার স্যাডলে।

এক লাইনে এগোল ওরা। সামনে জন, মাঝখানে প্যাক হর্স, সব শেষে নোরা। ধীরে ধীরে বাড়ছে গাছের পরিমাণ। গাছের ডালের বরফ আর জমে থাকতে না পেরে কখনও কখনও খসে

পড়ছে মাথার উপর। কিছুক্ষণ পর তুষারের সঙ্গে পানির পরিমাণ বাড়ল, ভেজা তুষারের কারণে আরও কষ্টকর হয়ে উঠল পথ চলা। জঙ্গলটা ছেড়ে বের হওয়ার পর আরম্ভ হলো গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত। একটা বাঁক পার হলো ওরা, হাজির হলো বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে।

ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে জনের পাশাপাশি হলো নোরা। পুবের একটা পর্বতের অস্পষ্ট চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'ওই পর্বতের পিছন দিক দিয়ে একটা ট্রেইল গেছে সামনে। নো স্ট্রাইক থেকে কিছুটা ঘুরপথে একটা ট্রেইল এসেছে ওখানে। ওটা ধরে এসে থাকলে কিথ আগেই পৌঁছে গেছে।'

'তা হলে বলতেই হবে পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়েছে ওরা। হয়তো এতক্ষণে মারা গেছে হিউজের ডান, ঘোড়ার শোকে মাতম করছে বেচারা।'

ঠোঁট সামান্য বাঁকা করল নোরা। 'তোমাকে খুন করার জন্যে কমপক্ষে চারজন লোক অপেক্ষা করছে সামনে। একটুও ভয় লাগছে না তোমার?'

'ভয়?' হাসল জন। 'এমন একটা সময় এসেছিল আমার জীবনে, যখন নিজেকে বার বার প্রশ্ন করেও বেঁচে থাকার মানে কী, জানতে পারিনি। এজন্য প্রথম থেকেই এমন সব পেশা বেছে নিয়েছিলাম, যা অন্যেরা করতে গেলে দশবার ভাববে। একসময় খুব নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে হলো নিজেকে; ছেড়ে দিলাম বিপজ্জনক কাজকর্ম। নতুন করে বাঁচার তাগিদ অনুভব করলাম। একটা স্বপ্ন নিয়ে রওনা হলাম নো স্ট্রাইকের উদ্দেশে,' সামান্য বিরতি দিয়ে আবার বলল, 'না, ভয় পাচ্ছি না আমি। হয়তো পাবোও না কোনদিন। আগের জনের সঙ্গে এখনকার জনের পার্থক্য হচ্ছে, আগে বাঁচার ইচ্ছে ছিল না লোকটার, এখন বাঁচতে চায় সে–সুন্দরভাবে, সুস্থভাবে। অনেকদিন। এখন জীবনের কাছে কিছু চাওয়ার আছে ওর, এখন জীবনকে কিছু দিতে চায় সে।'

কথাটা শুনে চোখ তুলে তাকাল নোরা, দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইল জনের দিকে।

'শোনো, নোরা,' কাজের কথায় ফিরে গেল জন। 'তুমি চলে গেলে সবচেয়ে ভালো হয়। ওরা হয়তো আমার পরে তোমাকেও···। খুনিরা তাদের অপকর্মের সাক্ষী রাখে না।'

'যাবো না। যাবার জন্যে আসিনি আমি,' কঠিন হয়ে গেল নোরার চোখ-মুখ। 'আমাকে দুর্বল মনে কোরো না।'

ওই ব্যাপারে আর কিছু বলল না জন। প্রসঙ্গ পাল্টাল, 'তা হলে এক কাজ করো। আমার ডানদিকে থাকো। আর কারবাইনটা প্রস্তুত রেখো। ওরা পৌঁছে গিয়ে থাকলে লড়তে হবে আমাদের···'

'আগেই বুঝতে পেরেছি।'

আর কিছু বলল না জন। আরও অনেকখানি এগোবার পর খেয়াল করল, দুটো ট্রেইলের সঙ্গমস্থলে হাজির হয়েছে। ভেজা বাতাসে আসন্ন বিপদের গন্ধ টের পেল সে। স্যাডলবুট থেকে একটানে রাইফেলটা বের করল। আড়াআড়িভাবে রাখল কোলের উপর, স্যাডল হর্নের সঙ্গে ঠেক দিয়ে। চোখের কোণ দিয়ে দেখল, ওর দেখাদেখি নোরাও কারবাইনটা বের করে হাতে নিয়েছে।

বাজপাখির দৃষ্টিতে আশেপাশে তাকাচ্ছে জন, কিন্তু হিউজ বা কিথের নাম-নিশানা দেখতে পাচ্ছে না। মাথার উপর একনাগাড়ে পড়ে চলেছে সূচালো বৃষ্টি। ঘোড়ার পায়ের নীচে গলন্ত তুষার পড়ায় থপ্ থপ্ আওয়াজ হচ্ছে। একমাত্র সেই আওয়াজটাই মনে হচ্ছে জীবন্ত, আর বাকি সব মৃত–বহু বছরের পুরনো কঙ্কালের মতো।

পশ্চিম আকাশের মেঘ সরে গেল হঠাৎ; সোনেলা, লাজুক সূর্য উঁকি দিল বিটাররুটসের মাথার উপর। সামনে তাকাল জন। পাশাপাশি দুটো পাহাড়, তার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে ট্রেইলটা।

পথ আগলে থাকার জন্য জায়গাটা আদর্শ। কিন্তু কাউকে দেখা যাচ্ছে না সেখানে। ব্যাপারটা মেনে নিতে পারল না সে। ওর মন বলছে আশেপাশেই কোথাও আছে কিথ আর হিউজ। ওরা এত সহজে ছেড়ে দেবে না ওকে।

হতে পারে নোরার জন্য মুখ লুকিয়ে আছে কিথ—ভাবল জন। মেয়েটাকে দেখে হয়তো কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছে না। ভালোবাসার মানুষের সামনে কেউই অপদস্থ হতে চায় না। কিন্তু, মনে মনে নিজেকে পাল্টা যুক্তি দিল সে, *কিথ জানে ওর পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে; এখন নোরার থেকে মুখ লুকিয়ে থাকা না থাকা ওর জন্য সমান।*

'আমার মনে হয়,' নোরার কথায় চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল জন। 'ওদেরকে হারিয়ে দিয়েছি আমরা। পাহাড় দুটো পার হওয়ার আগেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রাতের জন্যে আমাদেরকে ক্যাম্প করতে হবে ওখানে। বিশ্রাম না নিলে আর এগুতে পারবে না ঘোড়াগুলো।'

মন্তব্য করল না জন।

'দক্ষিণ-পশ্চিমে মোড় নিতে হবে আমাদেরকে,' বলে চলল নোরা। 'পাহাড়ের দেয়াল শেষ হয়েছে ওখানে। আরেকটা রাস্তা আছে অবশ্য,' বলতে বলতে হাত তুলে পুবে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'একটা টানেল। ওদিক দিয়ে সোজা গেছে। অনেক লম্বা, আর ভিতরটাও ভালো নয়—ভাঙাচোরা।'

'তা হলে এক কাজ করো,' হিউজ বা কিথের ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে জন। 'তুমি আগে থাকো। আমি একেবারেই চিনি না এলাকাটা। রাত নামছে, ট্রেইল ছেড়ে সরে যেতে পারি যে-কোনও সময়।'

জোরালো বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে। একটু একটু করে পরিষ্কার হচ্ছে আকাশ। দিনের আলো নিভবার আগে শেষবারের মতো উজ্জ্বল হচ্ছে। লাজুক সূর্য এতক্ষণে পরিণত হয়েছে শেষ

বিকেলের দেদীপ্যমান, তির্যক আলোকদাতায়; চারপাশের সাদা তুষার অদ্ভুত লালচে আভা পেয়েছে সেই আলোতে।

জনকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল নোরা। কিছুটা ডান দিকে বাঁক নিল সে। ওকে অনুসরণ করল জন। একটুখানি যাওয়ার পর সন্দিগ্ধ মনে পুবদিকে তাকাল সে। একটা অস্পষ্ট নড়াচড়া দেখতে পেয়েছে সেখানে।

না, ভুল হয়নি। দু'জন রাইডারকে দেখা যাচ্ছে স্পষ্ট। এখনও সিকি মাইল দূরে আছে ওরা। একজন স্যাডলবুট থেকে রাইফেল তুলে নিয়ে গুলি করল। জনের ঘোড়াটার পায়ের কাছে লাফিয়ে উঠল তুষারকণা।

'এসে গেছে ওরা, নোরা!' সতর্ক করবার উদ্দেশ্যে চেঁচাল জন। 'গুলি করছে হিউজ। ঘোড়া ছোটাও, জলদি!'

জনের কথাটা শেষ হওয়ামাত্রই ঘোড়া ছুটাল নোরা। প্যাক হর্সের কারণে কিছুটা পিছনে পড়ে গেল জন। ঘাড় ঘুরিয়ে একবার হিউজের দিকে তাকাল সে। দিক পরিবর্তন করেছে ওরা। কোনাকুনিভাবে এগোবার চেষ্টা করছে, যেন জনকে খুব সহজেই রাইফেলের রেঞ্জের মধ্যে পাওয়া যায়।

হিউজ আর ওর সঙ্গের লোকটার ঘোড়ার গতিও খুব বেশি নয়। *নো স্ট্রাইক থেকে একটানা দৌড়ে আসতে হয়েছে ওদের,* ভাবল জন, *ক্লান্ত হয়ে পড়েছে এখন।* খুব দ্রুত একটা হিসাব কষল সে। এই গতিতে গেলে দুই পাহাড়ের কাছে পৌঁছাতে কত সময় লাগবে বুঝবার চেষ্টা করল। ওই সময়ে হিউজ কতটা কাছাকাছি এসে পড়বে সেটাও আন্দাজ করল। তারপর সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল একবার। হিসাবটা কাঁটায় কাঁটায় মিলে গেলে বাঁচবার সম্ভাবনা আছে ওদের। এখন পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে ওদের ঘোড়াগুলোর উপর।

ভাগ্য কিছুটা সহায়তা করল ওদের। নোরার ঘোড়াটা হঠাৎ করেই জোরে দৌড়াতে আরম্ভ করল। জোড়া পাহাড়ের উত্তর-পুব

দিকে অগ্রসর হলো মেয়েটা। জন অনেকখানি পিছনে পড়ে গেল। নোরা একবার ঘাড় ঘুরিয়ে তাকানোমাত্রই চেঁচাল, 'থেমো না, সোজা চলতে থাকো। পাহাড়ের কাছে পৌঁছুনোর আগে কোনদিকে তাকানোর দরকার নেই।' নিজের ঘোড়াকেও জোরে ছুটবার তাগিদ দিল সে।

ওর হিসাব ভুল প্রমাণিত করে আরও কাছে এগিয়ে এল হিউজ। আবারও জোড়া পাহাড়ের দিকে তাকাল জন। এখনও পঞ্চাশ গজের মতো দূরে আছে নোরা। আর সে সত্তর গজ। হিউজ ব্যবধান কমিয়ে এনেছে অনেক। কিন্তু যে গতিতে এগোচ্ছে, সেটাই চিন্তার কারণ। কোলের উপর রাখা রাইফেলটা হাতে তুলে নিল জন। মোচড় কেটে অনেকখানি ঘুরল বামে। সময় নিয়ে নিশানা করল। তারপর টেনে দিল ট্রিগার।

খুব জোরে একটা ধাক্কা খেল হিউজ। স্যাডল থেকে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়, কোনরকমে সামলে নিল। লাগাম ছেড়ে দিয়েছে লোকটা, ডান হাত দিয়ে চেপে ধরেছে বাম কাঁধের একপাশ। হাতে থাকা রাইফেলটাও খসে পড়েছে। হিউজের পাশের লোকটাকে এতক্ষণে চিনতে পারল জন। ব্রাউন। অন্য একটা ঘোড়ায় চেপেছে, ঢাউস আকৃতির একটা হ্যাট চাপিয়েছে মাথায়। টমকে দেখতে না পেয়ে আশ্চর্য হলো জন। গেল কোথায় লোকটা? আসেনি হিউজের সঙ্গে? নাকি কিথের সঙ্গে সামনে আছে? অপেক্ষা করছে কখন পৌঁছাবে জন? ওরা কি দু'দিক থেকে আটকে ফেলতে চাইছে ওদেরকে? কিছুক্ষণের মধ্যেই পাওয়া যাবে উত্তরটা।

উইনচেস্টার তুলল ব্রাউন, গুলি করল। ওকে উইনচেস্টার তুলতে দেখে মাথা নামিয়ে নিয়েছিল জন, গুলিটা তাই চলে গেল কানের পাশ দিয়ে। পিছনের প্যাক হর্সটার পিঠের উপর রাখা মালপত্রের ভিতর গিয়ে ঢুকল। আচমকা একটা লাফ দিল ঘোড়াটা, গতি বেড়ে গেল অনেকখানি। সেটার দেখাদেখি

আতঙ্কিত হলো জনের ঘোড়াটাও, গতি বাড়াল। গুলিটা করবার জন্য মনে মনে ব্রাউনকে ধন্যবাদ দিল। হিউজ আর ব্রাউনের সঙ্গে নিজের দূরত্বটা যাচাই করল জন। দুশো গজের মতো হবে।

আবার নোরার দিকে তাকাল সে। পাহাড়ের কাছে প্রায় পৌঁছে গেছে মেয়েটা। সন্তুষ্ট হওয়ার ভঙ্গিতে একবার মাথা ঝাঁকাল জন, তারপর ঘুরে গুলি করল। ব্রাউনের ঘোড়ার চামড়া কেটে বেরিয়ে গেল বুলেট। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে গেল জন্তুটা, ছুটন্ত অবস্থাতেই লাফিয়ে উঠল শূন্যে। মাটিতে নামামাত্রই আছাড় খেল একটা, সঙ্গে সঙ্গে স্যাডল থেকে ছিটকে পড়ে গেল ব্রাউন। ঘোড়াটা থামাল হিউজ, তারপর নিজের ঘোড়া থেকে নেমে স্যাডলে উঠতে সাহায্য করল ব্রাউনকে। ওদের নষ্ট করা সময়টুকু কাজে লাগাল জন, এগিয়ে গেল অনেকখানি। পাহাড়ের কাছে পৌঁছে গেল। নোরা চলে এসেছে আগেই, এগোচ্ছে এখনও। বিশ গজের মতো আগে আছে। জন বাঁক নিয়ে ভিতরে ঢুকবার মুহূর্তে পিছন থেকে গুলি হলো আবার। পাহাড়ের দেয়াল থেকে খসে পড়ল অল্প কিছু নুড়ি-পাথর, চমকে উঠল প্যাক হর্সটা; কিন্তু কোনও ক্ষতি হলো না।

বামে তাকিয়ে কী যেন দেখছে নোরা, খেয়াল করল জন। ঘাড় উঁচু করল সে। ষাট ফিট সামনে লাভা-পাথরের দেয়াল—খাড়া, অনেকটা স্তম্ভের মতো। মেয়েটাকে গতি কমাতে দেখে চেঁচাল জন, 'না, থেমো না! হিউজ কাছেই আছে!'

কিন্তু গতি বাড়াল না নোরা। একসময় জন প্রায় ধরে ফেলল ওকে। অন্ধকার হয়ে গেছে প্রায়। পাশাপাশি হওয়ার পর মুখ খুলল মেয়েটা, 'সামনে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছে না...' কথাটা শেষ করতে পারল না সে, সজোরে রাশ টানল। জন তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিল নিজের ঘোড়ার মুখ, আরেকটু হলেই নোরার ঘোড়াটার সঙ্গে ধাক্কা লাগত। ব্যাপার কী, বুঝবার জন্য নোরার দিকে তাকাল। একদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। জন-ও তাকাল। স্থির

হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

মাত্র একশো ফিট সামনে, ওদের পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে টম। কালো ঘোড়ায় চড়েছে সে, কালো পোশাক চাপিয়েছে গায়ে, তাই সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে চট করে দেখা যায়নি ওকে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটা সোরেল পনি—ছটফটে, তেজী; হাঁপাচ্ছে না, বরং দৌড় দেওয়ার জন্য যেন অস্থির হয়ে আছে। সেটার উপর বসা লোকটা ফর্সা, সুদর্শন; ওর কাঁধে ব্যান্ডেজ, মাথায় হ্যাট নেই, কালো চুলগুলো উসুখুসু লাভা পাথরের দেয়ালটা শেষ হয়েছে ওর আহত ডান কাঁধের কাছে; বাম কাঁধ ও ঘাড়ের সংযোগস্থলে উঁকি দিচ্ছে ডুবে যাওয়া সূর্যের কমলা আভাযুক্ত পশ্চিমাকাশের কিছু অংশ, আর দিন শেষের খানিকটা আলো। লোকটা নো স্ট্রাইকের সম্মানিত ব্যাঙ্কার—কিথ বার্ন।

পিছন থেকে গুলি হলো আবার, কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা তপ্ত বুলেট। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল জন। এতটাই কাছে এসে গেছে হিউজ আর ব্রাউন যে, হিউজের রাইফেলের নল দিয়ে বের হওয়া ধোঁয়া পর্যন্ত দেখতে পেল সে। ব্রাউনকে তুলবার সময় উদ্ধার করেছে রাইফেলটা—ভাবল জন। নিশানা করে রেখেছে ব্রাউনও, হুকুম পাওয়ামাত্রই গুলি করবে।

'থামো!' চেঁচাল কিথ। 'ওকে আটকে ফেলেছি আমরা। পালাতে পারবে না।'

হাল ছেড়ে দিল নোরা। ঝুলে পড়ল ওর দু'কাঁধ, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জনের দিকে তাকাল। ফিসফিস করে বলল, 'ঠিকই বলেছে কিথ। তাকিয়ে দেখো পালানোর রাস্তা নেই।'

হাতের বামপাশে লাভা পাথরের দেয়াল, ডানে পঁচিশ ফিট গভীর খাদ। পিছনে হিউজ ও ব্রাউন, সামনে কিথ আর টম। সঙ্গে নোরা আছে, আত্মঘাতী কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা ষোলো আনা।

পনেরো

টম আর কিথ দু'জনের হাতেই পিস্তল। এমনভাবে ধরে আছে, যেন পিস্তল নয় নিকৃষ্ট কীট ধরেছে; এখনই ফেলে দেবে হাত থেকে। নল দুটো লোলুপ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে জনের দিকে।

'আমার কথা ঠিক প্রমাণিত হলো কি না দেখলে, হিউজ? ওদেরকে প্রথমবার দেখেই বুঝেছিলাম এদিক দিয়েই যাবে। ছোট্ট একটা নাটক করতে হলো আমাদের, আর তাতেই কেমন ধরা খেয়ে বসে আছে বেচারারা। আশা করি নাটকটা ভালো লাগেনি তোমার, বাউন্টি জন,' হাসল কিথ।

'আশা করি,' কথা বলতে গিয়ে খেয়াল করল জন, শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে গলাটা। 'তোমার নাটকটা ভালো লাগেনি হিউজ আর ব্রাউনের কাছেও। কাঁধে একটা বুলেট ঢুকলে আর চলন্ত ঘোড়া থেকে পড়ে আছাড় খেলে কারোরই ভালো লাগে না।'

জবাবে পিছন থেকে অশ্লীল একটা গাল শোনা গেল।

'সামনে, দুই ট্রেইলের সঙ্গমস্থলে আমাদেরকে ধরতে পারবে না জেনে এখানে ফাঁদ পেতেছ, কিথ? তুমি...তুমি...একটা...' যা বলতে চাইল, সেটা ভদ্র সমাজে বলবার উপযুক্ত নয় বুঝতে পেরে চুপ করে গেল নোরা।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল কিথ, কিন্তু নোরাকে চুপ করে যেতে দেখে মুখ খুলল, 'কথাটা শেষ না করে ভালো করেছ, নোরা

নিজের সম্বন্ধে খারাপ কথা শুনতে পছন্দ করি না আমি।'

ডানদিকে তাকাবার ভান করে কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে দেখল জন। বিশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে আছে হিউজ আর ব্রাউন। কোনও উপায় বের করতে পারল না সে।

কিথের কথাটা শুনে মাথা ঝাঁকাল হিউজ। 'ঠিকই বলেছে সে। নিজের সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনতে কার ভালো লাগে, বলো? তা-ও আবার হবু বউ-এর মুখ থেকে? তো...বাউন্টি জন, আবার দেখা হলো আমাদের, নাকি? তোমাকে দূরে থাকতে বলেছিলাম; গ্রাহ্য করলে না। আসার সময় পাহাড়ের উপর আবহাওয়া কেমন দেখলে? পছন্দ হয়েছে? ওখানে কবর দিলে নিশ্চয়ই আরামে থাকতে পারবে? অন্তত গরমে কষ্ট হবে না...' পুরো ক্যানিয়ন কাঁপিয়ে হাসল সে।

চোয়াল শক্ত করল জন। পাত্তা দিল না হিউজকে। প্যাক হর্সটার ফিতে পেঁচালো স্যাডল হর্নের সঙ্গে। নোরার দিকে না তাকিয়ে, ওষ্ঠ আর অধর একসঙ্গে মিলিয়ে রেখে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'সুযোগ পেলেই গুলি করবো আমি। মাথা নিচু করে পালাবে তুমি, পিছন ফিরে দেখার চেষ্টা করবে না। বুঝেছ?'

'না,' একই ভঙ্গিতে উত্তর দিল নোরা। 'বুঝিনি। চারজনের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না তুমি। তোমার রাইফেল খালি, গুলি করতে হলে পিস্তল বের করতে হবে। অত সময় পাবে না। কিথ আর টমকে সামাল দিতে গেলে পিছন থেকে তোমাকে ঝাঁঝরা করে ফেলবে হিউজ আর ব্রাউন। ওরা বোকা নয়।'

'ওরা কল্পনাও করতে পারবে না ব্যাপারটা,' একগুঁয়ে মেয়েটাকে বোঝাবার শেষ চেষ্টা করল জন। আসলে সে চাইছে মেয়েটাকে কোনরকমে এখান থেকে বিদায় করতে। সে থাকলে অ্যাকশনে যাওয়া যাচ্ছে না। নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান সময়। 'আমাকে আটকে দারুণ খুশি হয়েছে কিথ, সেই খুশিতেই মজে আছে। এত তাড়াতাড়ি আমাকে খুন করবে না, রয়ে-সয়ে মারবে। ওর আগে

হাতের সুখ মিটিয়ে নিতে পারে হিউজ। সুতরাং তোমার চলে যাওয়াই ভালো। আমাকে খুন করার পর তোমাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারে কিথ...সে এখন একটা পশু। আমি ঘোড়া ছোটানোমাত্রই রওনা হবে তুমি।'

ওরা কী বলেছে বুঝতে না পারলেও চেঁচাল কিথ, 'পালানোর মতলব করে লাভ হবে না, জন। তোমার খেল খতম।'

অন্ধকার ঘনিয়েছে চারদিকে। লাভা পাথরের দেয়ালটার এপাশ আরও কালো। রাইফেলের চেম্বারে আর বুলেট নেই, বুলেট ভরা সম্ভবও নয়, তাই ফিতের সাহায্যে সেটাকে স্যাডল হর্ন থেকে ঝুলিয়ে দিল জন। খুব সাবধানে হাত রাখল হোলস্টারে, ঢিলে করতে আরম্ভ করল ফিতেটা। কিথকে ব্যস্ত রাখবার জন্য একই সঙ্গে বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি, কিথ। আমার খেল খতম। তোমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। কিন্তু একটা কথা বুঝলাম না। আমাকে না হয় পাহাড়ে, বরফের নীচে কবর দেবে হিউজ, গরমের কষ্ট কমাবে। কিন্তু নোরার কী হবে? মেয়েটা সহজ-সরল, না হয় আমাকে সাহায্য করতে এসে একটা ভুল করে ফেলেছে...'

'কেন?' গলা শুনে মনে হলো দারুণ আশ্চর্য হয়েছে কিথ। 'নো স্ট্রাইকে থাকবে সে। আমার সঙ্গে। সামনের গ্রীষ্মে ওকে বিয়ে করবো আমি। আগে যতটা ভেবেছিলাম, তুমি মারা যাবে বলে তার চেয়েও বেশি ফুর্তি করবো বিয়েতে। আমার সঙ্গে থাকবে নোরা,' আবার ঘোষণা করল সে। 'আমার স্ত্রী হিসেবে। একে-অপরকে ভালোবাসবো আমরা...আমাকে ভালো না বেসে অবশ্য অন্য উপায় নেই ওর...'

ফিতে খুলে গেল। কিথ আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত গুলি চালাবে না হিউজ, ব্রাউন বা টমের কেউই, জানে জন; তাই ঝুঁকিটা নিল। চোখের পলকে সিক্স শ্যুটারটা বের করল সে। একইসঙ্গে সর্বশক্তিতে লাথি মারল ঘোড়ার পেটে। লাফিয়ে আগে বাড়ল জন্তুটা। লাগাম ধরে ডানে টান দিল সে, ঘোড়াটা কিছুটা সরে

গেল সেদিকে। হতভম্ব হয়ে গেল প্রতিপক্ষের প্রত্যেকে, ভাবল খাদে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে জন। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কিথের সোরেল পনির উদ্দেশে ছুটাল। ততক্ষণে রওয়ানা হয়ে গেছে নোরা। মেয়েটার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে ভালো লাগল জনের। মাথা নুইয়ে ডান দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। বাম পা দিয়ে আঁকড়ে ধরে রইল স্যাডল, দেহটা চলে গেল ঘোড়ার আড়ালে। পাহাড়ের দেয়ালের সঙ্গে ব্যবধান রইল মাত্র কয়েক ফিট; ঘষা যেন না খেতে হয়—সেই প্রার্থনা করতে করতে হিউজ আর ব্রাউনকে উদ্দেশ্য করে পর পর দু'বার গুলি করল।

রাইফেল চালিয়ে উত্তর দিল হিউজ আর ব্রাউন। তাড়াহুড়োয় ওদের দু'জনকেই মিস করেছে জন, ওরাও একই কারণে লাগাতে পারল না জনকে। ঘোড়াটার ঘাড়ের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট দুটো। কিছুটা বাঁকা হয়ে সামনে তাকাল জন, কিথ আর টমকে উদ্দেশ্য করে গুলি করল। লাগাতে পারল না এবারও। ইতিমধ্যেই চেঁচাতে আরম্ভ করেছে কিথ, 'মেরে ফেলো, ঝাঁঝরা করে দাও হারামজাদাটাকে।'

নোরাকে আটকাবার চেষ্টা করল না কেউ। ফলে কিথ আর টমের মাঝখান দিয়ে খুব সহজেই বেরিয়ে যেতে পারল মেয়েটা। একবার ঘুরল কিথ, কিন্তু ততক্ষণে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে নোরা।

পিছন থেকে আবার গুলি করল হিউজ। জনকে মিস করল সে, লাইন অফ ফায়ারে থাকায় গুলিটা লাগল টমের ডান হাতে। পিস্তল ফেলে দিয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল লোকটা।

'থামো, হিউজ!' আবার চেঁচাল কিথ। 'সাবধানে গুলি করো! আমাদেরকে মারবে নাকি?'

রাইফেল রিলোড করে অপেক্ষা করছিল ব্রাউন, কিন্তু কিথের নতুন আদেশে গুলি না করে অপেক্ষা করে রইল। ওদিকে হিউজও থমকে গেছে। গোলাগুলিতে আরও ঘাবড়ে গেছে কিথের সোরেল

পনি, ওটাকে সামলাতে গিয়ে গুলি করতে পারছে না লোকটা। অনেকখানি সরে গেছে সে। আহত টম কাতরাচ্ছে এখনও। কিথ আর ওর মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি হয়েছে। সুযোগটা নিল জন।

প্যাক হর্সটার লাগাম ধরে সর্বশক্তিতে টান দিল সে। দুটো ঘোড়াকেই কিথ আর টমের মাঝখানের ফাঁকা জায়গার উদ্দেশে চালিত করল। খুব কাছে এসে গেল টম। নির্দ্বিধায় লোকটার বুকে গুলি করল সে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ল লোকটা।

ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে হিউজ। আবারও গুলি করল সে। এবার মিস করল না, জনের ঘোড়ার গায়ে বিদ্ধ হলো। কয়েকবার লাফ দিল জন্তুটা, জনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইল পিঠ থেকে। কেশর আঁকড়ে ধরে টিকে রইল সে।

রাত নেমেছে। আলকাতরার মতো কালো অন্ধকারে ছুটে চলেছে ঘোড়া দুটো। কোথায় যাচ্ছে, সামনে খাদ বা ফাটল আছে কি না, কিছুই জানে না জন। কী করবে ভেবে না পেয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাল, 'নোরা? কোথায় তুমি? কাছে থাকলে সাড়া দাও।'

কাছেই ছিল নোরা। কিথ আর টমকে পাশ কাটিয়ে বের হয়ে এসেছিল, অল্প কিছুদূর গিয়েই থেমে দাঁড়িয়ে ছিল একটা বড় পাথরের আড়ালে। জনের ডাক শুনে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল, 'ঘোড়ার গতি কমাও। সামনে একটা তীক্ষ্ণ বাঁক আছে। সামলাতে না পারলে আছড়ে পড়বে ত্রিশ ফিট নীচে।

সর্বশক্তিতে রাশ টানল জন। কিন্তু পুরোপুরি থামতে চাইল না ঘোড়াটা, ছুটে গেল আরও কিছুদূর। দশ ফিট দূরে দাঁড়িয়ে ছিল নোরার ঘোড়াটা, গিয়ে ধাক্কা খেল সেটার সঙ্গে। একই সঙ্গে চিৎকার করে উঠল নোরা আর ওর ঘোড়াটা।

'প্যাক হর্সটা আনতে পেরেছি। কিন্তু গুলি খেয়েছে এটা। নোরা, এক কাজ করো। আমি থাকছি এখানেই, তুমি এগিয়ে যাও। ওদেরকে আটকে রাখতে পারবো।'

'বাজে বোকো না,' ধমকাল মেয়েটা। 'তোমার ঘোড়া ছেড়ে আমারটাতে উঠে এসো। আমার স্যাডল হর্নের সঙ্গে আটকে দাও তোমার ঘোড়ার লাগাম। একই সঙ্গে দৌড়াবে ওরা। পথ চেনা আছে আমার, আমি চালাচ্ছি। প্রয়োজন পড়লে উল্টো ঘুরে থেকো তুমি, গুলি চালিয়ো ওদের উপর।'

কথাটায় যুক্তি আছে বুঝতে পেরে আর দেরি করল না জন, নোরার পিছনে গিয়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে যতটা জোরে সম্ভব ঘোড়া ছুটাল মেয়েটা। রাইফেল রিলোড করে নিল জন।

কিছুদূর যাওয়ার পর দেখতে পেল সে, লাভা পাথরের দেয়ালটার একপাশ থেকে উঁকি দিচ্ছে হিউজ। ধীরে-সুস্থে নিশানা করল সে, হিউজের অস্পষ্ট অবয়বকে উদ্দেশ্য করে টান দিল ট্রিগারে। সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হলো হিউজ।

'শক্ত হয়ে বসো,' পরামর্শ দিল নোরা। 'বাঁকটা কাছে এসে গেছে।'

চলন্ত ঘোড়ার উপরই উল্টো ঘুরল জন, শক্ত করে চেপে ধরল স্যাডল। গতি অনেক কমিয়ে আনল নোরা। বাতাসের ধাক্কা তেমন লাগছে না বুঝে একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল জন। স্বল্প আলোতে দেখল, নীচের মাটি নরম, বালুময়। ঘোড়ার সংখ্যা তিন বলে শব্দ শোনা যাচ্ছে, এক হলে হয়তো শোনা যেত না।

বাঁক নেওয়ার সময় পাহাড়ী দেয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খেল প্যাক হর্সটা। ছুটন্ত অবস্থাতেই সরে এল সেটা, ঘষা খেল জনের সঙ্গে। পতন ঠেকাতে নোরাকে আঁকড়ে ধরল জন। মেয়েটা খেয়াল করল ব্যাপারটা। জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক আছো?'

দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিল জন, 'আছি।'

'সামনে আরেকটা বাঁক আছে। সাবধানে থেকো। গোলাগুলির ফলাফল কী হলো?'

'টম মারা গেছে খুব সম্ভবত,' বলে আরেকটা ম্যাচ জ্বালল জন। সামনের বাঁকটা দেখতে পেল স্পষ্ট। বাঁকটা পার

হওয়ামাত্রই ঘোড়ার গতি বাড়াল নোরা, বাতাসের একটা হঠাৎ ধাক্কায় নিভে গেল আগুন।

একটা বালুময় উপত্যকায় হাজির হলো ওরা। চারদিক পাহাড়ি দেয়াল দিয়ে আবৃত নয়, তাই অনেকখানি খোলামেলা। কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রেইলের দু'পাশে বড় বড় পাথরের চাঁই দেখতে পাওয়া গেল। একপাশে একটা ভাঙা ওয়্যাগন। হয়তো এই ওয়্যাগনটারই কাঠ নিয়ে গিয়েছিল এড উইক, ভাবল জন। সেটার পিছনে খাড়া উঠে গেছে পাহাড়ের দেয়াল। আগেরবার কোথায় ক্যাম্প করেছিল, আশেপাশে তাকিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল সে। ওয়্যাগনটার পিছনে কোথাও হবে, অনুমান করল।

'শোনো!' হঠাৎ ফিসফিস করে বলল নোরা।

কান খাড়া করল জন। একাধিক ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে–মৃদু কিন্তু স্পষ্ট। বালুময় উপত্যকা ধরে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জন। বলল, 'ঘোড়া থামাও, নোরা। আমি নামবো এখানে।'

'কী বলছ পাগলের মতো?' পরিষ্কার বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছে মেয়েটা। 'আর কিছুদূর গেলেই...

'আর কিছুদূর যাওয়ার দরকার নেই আমার। ওদেরকে মোকাবিলা করবো আমি। যদি যেতে হয়, তুমি যাও। প্রথম থেকেই তোমাকে সুযোগ দিয়েছি, গ্রাহ্য করোনি। আমি ঠেকিয়ে রাখছি ওদেরকে, তুমি চলে যাও। দেখা করো সেনাদলের লেফটেন্যান্টের সঙ্গে। ওঁকে খুলে বোলো সব।...ঘোড়া থামাও, নোরা,' দ্বিতীয়বার বলল জন। 'আমি নামবো এখানে।'

আদেশ পালন করল মেয়েটা। নামল জন। বলল, 'চলে যাও।'

'না, যাবো না,' নোরার কণ্ঠে দৃঢ়তা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন, বুঝে ফেলেছে ইচ্ছের বিরুদ্ধে মেয়েটাকে পাঠানো যাবে না। বলল, 'তা হলে এক কাজ করো।

ওখানে একটা প্রাকৃতিক টানেল আছে,' ডান তর্জনী দিয়ে ওয়্যাগনের পিছনে ইঙ্গিত করল সে, যেখানে এডের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল। 'ঘোড়াগুলোকে নিয়ে যাও সেখানে। আমি আসছি। আর তোমার কারবাইনটা প্রস্তুত রেখো। যে-কোনও সময় কাজে লাগতে পারে।'

উত্তরের অপেক্ষা করল না সে। অন্ধকারের মধ্যে দিক অনুমান করে রওয়ানা হয়ে গেল। কিছুদূর হাঁটবার পর পাহাড়ি দেয়ালের আড়ালে, একটা বড় বোল্ডারের উপর চড়ে বসল। সামনে আরেকটা বোল্ডার—ওকে উদ্দেশ্য করে গুলি করা হলে সেটাতে প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

পাহাড়ি দেয়ালে বাড়ি খেয়ে এখনও প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ। আরও কাছে এগিয়ে এসেছে রাইডাররা। দূরত্বটা কমে ত্রিশ ফিট হওয়ামাত্রই চেঁচাল জন, 'থামো!'

সবার পিছনে ছিল কিথ, কথাটা শোনামাত্রই পিস্তল তুলে গুলি করল। সামনের বোল্ডারে লেগে ছিটকে গেল বুলেটটা। অন্ধকারের মধ্যে ছায়ামূর্তির মতো দেখাচ্ছে তিন ঘোড়সওয়ারকে, একজনকে নিশানা করে রাইফেলের ট্রিগার টানল জন। ব্রাউন ঝাঁকি খেল একবার।

'জন!' গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিথ।

'মরা মানুষ চেঁচায় না,' স্বাভাবিক গলায় বলল জন। জানে পাহাড়ি দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ওর কণ্ঠ, তাই শুনতে মোটেও অসুবিধা হচ্ছে না ওদের। 'যা বলার ওখান থেকেই বলো। তারপর বিদায় হও। এগুনোর চেষ্টা করলে স্রেফ লাশ হয়ে যাবে।'

'বোকার মতো কথা বলো না। আত্মসমর্পণ করো। নইলে নোরাকে ছাড়ব না আমি।'

'কে ছাড়তে বলেছে? মুরোদ থাকলে এসে নিয়ে যাও।'

'এই ক্যানিয়ন থেকে বের হওয়ার উপায় নেই তোমাদের। হিউজ আর ব্রাউন মিলে আটকে রাখবে তোমাদের আর আমি যাবো দক্ষিণে। সেনাদলের সঙ্গে দেখা করবো। তারপর আরও লোক নিয়ে ফিরে আসব। একা এতজনের সঙ্গে পারবে না তুমি। কতক্ষণ একটানা পাহারা দেবে? একদিন, বেশি হলে দু'দিন? তারপর তোমাকে ধরতে পারবেই হিউজ। তোমার কাছে অ্যামুনিশনও বেশি নেই।'

কথাটা সত্য। কিন্তু বিন্দুমাত্র দেরি না করে কিথকে শুনিয়ে মেকি হাসল জন। জিজ্ঞেস করল, 'তা-ই নাকি? কখন গুণলে তুমি? দেখলাম না তো! শোনো কিথ, বকবক না করে হয় আরও কাছে এসো, নইলে ভাগো। গুলি করার জন্যে আমার আঙুল নিশপিশ করছে।'

চুপ করে গেল কিথ। একটা বড় পাথরের পিছনে লুকাল। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল হিউজ আর ব্রাউন। চলে গেল পাহাড়ি দেয়ালটার আড়ালে। একটু পর আবার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেল জন। ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। সত্যিই পথ আটকে দিচ্ছে।

ব্যাপারটা ভেবে দেখল জন। *এই টানেল থেকে বের হওয়ার মাত্র দুটো পথ। পাথরের আড়ালে দুর্দান্ত তেজী একটা ঘোড়া নিয়ে একদিকের পথ আগলে বসে আছে কিথ, অন্যদিকেরটা নিশ্চয়ই হিউজ। ব্রাউন খুব সম্ভবত কিথের সঙ্গেই আছে। একটা কথা ঠিকই বলেছে লোকটা—আমার অ্যামুনিশন কম। ওরা একসঙ্গে আক্রমণ করলে ঠেকাতে পারবো না।*

'শোনো,' কিথের চিৎকারে চিন্তার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল সে। 'আমার সঙ্গে হাত মেলাও। আমরা দু'জন এক হলে আর কেউ আমাদেরকে ঠেকাতে পারবে না। রাজার হালে নো স্ট্রাইক শাসন করবো আমরা। বাকি জীবন পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারবে।'

'প্রথম কথা,' চিৎকার করল জনও। 'রাজা হবার, কাউকে শাসন করার ইচ্ছে নেই আমার। দ্বিতীয় কথা, বাউন্টি হান্টিং করে

যা কামিয়েছি, সেটা বাকি জীবন শুয়ে-বসে কাটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। আর,' ঠাট্টা করল জন। 'তিন নম্বর কথা হচ্ছে, নো স্ট্রাইককে একাই দখল করার শখ। তোমাকে ভাগ দিতে চাই না।'

পাথরের আড়াল থেকে একটা গাল শোনা গেল।

পুরো ব্যাপারটাই কিথের একটা ধাপ্পাবাজি, আবার ভাবল জন। *হয়তো উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে হিউজ আর ব্রাউন, কিথ আটকে রাখছে আমাকে।* কিথের চিৎকার শুনে আবার চমকে উঠতে হলো ওকে, 'এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্যদিকে পৌঁছে গেছে হিউজ। ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তোমাকে...

কথাটা শেষ করতে পারল না সে। দূর থেকে চেঁচাল হিউজ, 'ব্রাউন পৌঁছে গেছে। উঁকি দিয়ে দেখেছে, আগুন জ্বালিয়েছে নোরা। মেয়েটা খুব সম্ভবত পাহারা দিচ্ছে উল্টো দিকের পথটা। কী করবো, কিথ?'

পাহাড়ের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হওয়া প্রত্যেকটা শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেল জন। হিউজের প্রশ্নের উত্তরে আবারও গাল দিল কিথ; কী করতে হবে, বলল না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। খুব ধীর গতিতে এগোল সামনে। কিছুক্ষণ পর শোনা গেল হিউজের সঙ্গে ওর কথোপকথনের আওয়াজ। নিচু গলায় কথা বলছে দু'জনই: তাই "রেইনি পাস", "জেফ" আর "ডিনামাইট" ছাড়া অন্য কোনও শব্দ পরিষ্কার শুনতে পেল না জন।

তার মানে জেফের কাছ থেকে ডিনামাইট আনতে রেইনি পাসে যাচ্ছে কেউ। আমার বুদ্ধি আমারই বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে যাচ্ছে কিথ! নোরার প্রতি সামান্যতম টান নেই শয়তানটার। আমাকে সাহায্য করছে বলে মেয়েটাকেও মেরে ফেলতে চাইছে। কিছু একটা করতে হবে, ডিনামাইট আসবার আগেই। নইলে আমাদের দু'জনকেই বরফের নীচে কবর দেবে হিউজ। এই টানেলের যে-কোনও একটা পথ বন্ধ করে দিয়ে বিপরীত দিক

দিয়ে পালাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। নোরার ওদিক দিয়েই পালানোর চেষ্টা করাটা ভালো, কারণ ওখানে হয়তো অতটা শক্ত পাহারা নেই।

রাইফেলটা কাঁধে ঝুলাল সে। হোলস্টার থেকে টেনে নিল সিক্স শ্যূটার। চেম্বার খুলে পরীক্ষা করল বুলেটে পূর্ণ আছে কি না। নেই দেখে গানবেল্টের খাঁজ থেকে একটা একটা করে বুলেট বের করল, ভরল চেম্বারে। সন্তুষ্ট হয়ে মাথা ঝাঁকাল একবার। তারপর ঝুঁকি নিয়ে নামল পাথরের উপর থেকে। যতটা সম্ভব কম আওয়াজ করবার চেষ্টা করল। কিথ যেখানে লুকিয়ে ছিল, সেদিকে তাক করল সিক্স শ্যূটারটা। নিশ্চল হয়ে রইল কিছুক্ষণ, কিন্তু সাড়াশব্দ না পেয়ে অত্যন্ত ধীর গতিতে হাঁটতে আরম্ভ করল। এগিয়ে গেল ভাঙা ওয়্যাগনটার দিকে।

একটা চাকা ভেঙে পড়েছে, আরেকটা চাকার উপর ভর দিয়ে একদিকে কাত হয়ে আছে ওয়্যাগনটা। চাকাটার আড়ালে বসল জন। পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে একটা কাঠি জ্বালল। সেটার আলোতে চটজলদি দেখে নিল ওয়্যাগনটা।

কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে দরজা, একাংশের কাঠ আলগা করে রেখেছে কেউ-খুব সম্ভবত এড উইক; একপাশে পড়ে আছে সেগুলো। ফুঁ দিয়ে জ্বলন্ত কাঠিটা নিভাল জন। সিক্স শ্যূটারটা তাক করল সামনের অন্ধকারের দিকে। সামান্যতম নড়াচড়ার জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু সেরকম কিছু চোখে পড়ল না। তবুও নড়ল না সে, নিশ্চল বসে রইল মিনিট পাঁচেকের মতো। শেষ পর্যন্ত হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল অস্ত্রটা। হাত বাড়াল ভাঙা কাঠের উদ্দেশে।

একটা-দুটো করে কাঠ নিয়ে জড়ো করতে আরম্ভ করল। একসময় বেশ বড় হলো বোঝাটা। দু'হাতে সেটা তুলে নিয়ে সামনে এগোল। ভারে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে দু'হাত, পাত্তা দিল না সে। যে পাথরটার উপর আশ্রয় নিয়েছিল, সেটা ছাড়িয়ে আরও

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হলো। চলে গেল সরু বাঁকটার কাছে। পাহাড়ী দেয়ালটার আড়ালে থেকে খুব সাবধানে মাটিতে নামিয়ে রাখল কাঠগুলোকে, তারপর ক্রসের মতো করে সাজাল। উচ্চতা কম হয়ে গেছে বুঝে আবার রওয়ানা হলো সে, কাঠ যোগাড় করে ফিরে এল। সাজিয়ে রাখা কাঠগুলোর উপর স্তূপ করল নতুন কাঠগুলো। তারপর পকেট থেকে ম্যাচবাক্স বের করে আগুন ধরাল নীচের দিকের একটা কাঠে। প্রথমে খুব ধীরে, তারপর আচমকা দপ্ করে আগুন লেগে গেল পুরো স্তূপে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল জন। একসময় আগুনের উত্তাপ গায়ে লাগাতে লাফিয়ে সরে এল। ঠাস্ করে শব্দ হলো একটা, কিথ বা হিউজ গুলি করেছে ভেবে সরে এল সে। কিন্তু ভালোমতো খেয়াল করাতে বুঝল, আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপে ফাটল ধরেছে একদিকের দেয়ালে। সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না বুঝে দৌড় দিল ভিতরে।

নোরা ঠিক কোথায় আছে জানে না সে, অনুমানের উপর ভর করে এগোল সামনে। প্রথমে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ল, ঘুরতে লাগল অন্ধের মতো। তারপর অনেকটা ভাগ্যের জোরে আবার ফিরে এল আগের জায়গায়। একটা ম্যাচকাঠি জ্বালল। কাঠিটা পুড়ে নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত এদিক-ওদিক তাকাল। কিছুক্ষণ ভেবে দিক ঠিক করে নিল। একটানা পাঁচ মিনিটের মতো দৌড়াবার পর হাজির হলো ছোট্ট একটা গুহায়।

এক কোনায় একটা ফাটল, সেখান দিয়ে অল্প আলো আসছে। এগিয়ে গেল জন। উঁকি দিয়ে দেখল, একটা পাথরের আড়ালে বসে আছে নোরা। মুখ উল্টোদিকে ঘুরানো, হাতে কারবাইন। ঘুমে ঢলছে অল্প অল্প। তবে একটু পর পরই ছুটে যাচ্ছে ওর তন্দ্রা, আবার সজাগ হয়ে উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে প্রবেশপথটা। পিছন দিকে তাকাবার কথা বোধহয় মনেই নেই, তাই ঘাড় ঘুরাচ্ছে না একবারও।

'নোরা,' আস্তে ডাক দিল জন।

ঝট করে ঘুরল মেয়েটা, কারবাইন তাক করল ফাটল বরাবর।

'গুলি কোরো না, আমি জন,' বলতে বলতে ভিতরে ঢুকল সে। দেখল, নোরার পাশে পড়ে আছে পয়েন্ট ফোর ফোরের চারটা বাক্স। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটার দিকে।

'তোমার প্যাক হর্সটা থেকে পেয়েছি। একটা দুঃসংবাদ আছে। মারা গেছে তোমার ঘোড়াটা,' জন খেয়াল করেনি বুঝতে পেরে একদিকের লাভা পাথরের দেয়ালের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'পেটে গুলি খেয়েছিল বেচারা।'

'তারমানে, কেউ একজন একটা ঘোড়া পাওনা হলো আমার থেকে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই লোকটার ঋণ শোধ করবো,' এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ল জন। 'প্রবেশপথটার উপর চোখ রেখো,' বলতে বলতে বাক্স চারটার দিকে এগিয়ে গেল। রাইফেলটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। দুটো বাক্স নিল, ঢাকনা খুলল। খুব সাবধানে প্রত্যেকটা বুলেট খুলে ভিতরের পাউডার ঢালল একটা ঢাকনার উপর। পরিমাণ দেখে কিছুটা হতাশা জাগল ওর মনে। আরও একটা বাক্স খুলতে চাইল; কিন্তু পরে কাজে লাগতে পারে ভেবে মত পাল্টাল।

পাউডারটুকু ঢাকনায় নিয়ে রওয়ানা হলো সে। ফাটলের কাছে গিয়ে থামল, ঘুরে তাকাল নোরার দিকে। এদিকেই চেয়ে আছে মেয়েটা। ওর উদ্দেশে বলল, 'প্যাক হর্সের ভেতর কিছু খাবার আছে, চাপিয়ে দিয়ো চুলোয়। আমার ফিরতে দেরি হলে খেয়ে নিয়ো। আর যদি একেবারেই ফিরে না আসি, তোমার যা খুশি কোরো,' বলে আর অপেক্ষা করল না, অদৃশ্য হলো ফাটলটার মধ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই হাজির হলো উল্টোদিকের প্রবেশপথের কাছে, যেখানে আগুন জ্বালিয়েছে সে। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে, আগুনের প্রচণ্ড উত্তাপ আর ধোঁয়া অগ্রাহ্য করে সব পাউডার ঢেলে

দিল পাহাড়ের দেয়ালের ফাটলে। ঢাকনা দিয়ে এমনভাবে ঢেকে দিল, যেন সামান্য পাউডারও গড়িয়ে বাইরে না পড়তে পারে। মাটি থেকে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে নিয়ে রাখল ঢাকনাটার উপর। তারপর দৌড় দিয়ে হাজির হলো ভাঙা ওয়্যাগনের কাছে, একটুকরো লম্বা কাঠ নিয়ে ফিরে এল আবার। খুব সাবধানে কাঠটাকে বসাল ঢাকনাটার কাছে। তারপর আগুন ধরিয়ে দিল কাঠের অপর প্রান্তে। আগুনটা ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপরই যত জোরে সম্ভব ছুট লাগাল। নোরার কাছে পৌঁছাবার আগেই বিস্ফোরিত হলো গান-পাউডার।

পরিমাণে অল্প হওয়ায় খুব জোরে হলো না আওয়াজটা, কিন্তু পাহাড়ী দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হয়ে স্থায়ী হলো বেশ কিছুক্ষণ। লাফিয়ে বেলে মাটির উপর পড়ল জন। দু'হাতে মাথা ঢাকল। ওর কানের কাছে এখনও গুম গুম করে বাজছে বিস্ফোরণের আওয়াজটা। উঠে দাঁড়াল সে, হাঁটা ধরল পিছনে। পাথরটার কাছাকাছি পৌঁছে দেখল, ধসে পড়েছে একপাশের দেয়ালের একাংশ। এটাই চেয়েছিল সে।

প্রবেশপথটা বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট-বড় লাভা পাথরের একটা স্তূপ গড়ে উঠেছে জ্বলন্ত আগুনের পিছনে। সামান্য ফাঁক দেখা যাচ্ছে; কিন্তু সেখান দিয়ে ঘোড়া তো দূরের কথা, একজন মানুষেরও ঢুকতে কষ্ট হবে। খুশি হলো জন।

দ্রুত নোরার কাছে ফিরে এল সে। কী ঘটেছে জানতে চাইল মেয়েটা, সংক্ষেপে বলল জন। শেষে যোগ করল, 'ওদিকের প্রবেশপথটা ভালোমতোই বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া দেয়ালটার ভিতও নড়বড়ে হয়ে গেছে মনে হয়, ওদের কেউ চড়তে চাইলে জীবনের ঝুঁকি নিতে হবে।'

'তার মানে,' কারবাইনটা নামিয়ে রাখল নোরা। 'এখন মাত্র একদিকের প্রবেশপথ পাহারা দিতে হবে আমাদেরকে,' বলে সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল। 'তুমি খেয়ে ঘুমিয়ে নিতে পারো।

আমি পাহারায় থাকছি। পরে আবার...

হাসল জন। 'ব্যাপারটা এত সহজ মনে করা ঠিক হবে না, নোরা। হিউজকে রেইনি পাস থেকে ডিনামাইট আনার আদেশ দিয়েছে কিথ। হয়তো এতক্ষণে রওনা হয়ে গেছে কেউ। জিনিসটা হাতে পেলে আমাদের অবস্থা কী হবে কল্পনা করতে পারো?'

পারে নোরা। তাই চুপ করে রইল। জনও কিছু বলল না। মাটি থেকে রাইফেলটা তুলে নিল। সেটার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বসে পড়ল একধারে, আগুনের থেকে বেশ কিছুটা দূরে। দু'পা লম্বা করে দিল। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, নোরার পরামর্শ অনুযায়ী ঘুমাতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু ভাবনাটা একেবারেই বাতিল করে দিল সে। এখন ঘুমালে সেটা হবে জীবনের শেষ ঘুম। ডিনামাইটের আঘাতে শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেলে হিউজও কবর দেওয়ার উৎসাহ হারাবে।

'কিথ বোকা নয়,' নোরা কিছু বলছে না। মুখ খুলল জন। 'একদিকের প্রবেশপথের কাছে আগুন জ্বলতে দেখেছে সে। কাজটা কার, কেন করা হয়েছে বুঝে নিতে নিশ্চয়ই খুব বেশি কষ্ট হয়নি ওর। জানে, ওদিক দিয়ে বের হবো না আমরা। তুমি কিথের জায়গায় হলে কী করতে এখন?'

কিছুক্ষণ ভাবল নোরা। 'এই পথ দিয়ে যেন কিছুতেই বের না হওয়া যায়, সেটার ব্যবস্থা করতাম।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল জন। 'এবং এতক্ষণে কাজটা হয়তো করেও ফেলেছে ধূর্ত কিথ।...তোমার প্রতি আসলে...মায়া নেই লোকটার,' শেষের বাক্যটার প্রতিটা শব্দ বাছাই করে বলল জন। তারপর কিথের অতীত ইতিহাস জানাল। সবশেষে বলল, 'বিশ্বাস করা না করা তোমার ইচ্ছা।'

'তোমাকে আর অবিশ্বাস করি না আমি, জন। খাবার তৈরি, দেরি না করে চলো খেয়ে নেই।'

ষোলো

'ওরা হামলা করবে না, আটকে রাখবে আমাদের,' খেতে খেতে বলল নোরা। 'ডিনামাইট এসে গেলেই যখন জিতে যাচ্ছে কিথ, তখন সে অনর্থক ঝুঁকি নেবে বলে মনে হয় না।'

'ঘণ্টাখানেক হলো পাত্তা নেই কিথের,' কফির কাপে শেষ চুমুকটা দিল জন। 'যদি কাউকে রেইনি পাসে পাঠিয়েও থাকে সে, মাঝরাতের আগে হাতে পাবে না ডিনামাইট,' অনিশ্চিতভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। গুহাটার পুবদিকের দেয়ালের প্রতি ইঙ্গিত করল। 'ওই দেয়াল বেয়ে কি ওঠা সম্ভব?'

'কেন? কিথ বাইরে থেকে ওই পথে উঠে আসবে ভাবছ? সম্ভব নয়। বাইরের দিকের দেয়ালটা একেবারে খাড়া। টিকটিকি ছাড়া অন্য কিছু সেটা বেয়ে উঠতে পারবে না। অবশ্য যদি কেউ আগে থেকেই একটা দড়ি বেঁধে রাখে, তা হলে হয়তো...'

'যদি উল্টো কাজটা করতে চাই আমি?' অবশিষ্ট কফিটুকু দূরের দেয়ালের দিকে ছুঁড়ে মারল জন। তারপর কাপটা ভরে রাখল মালপত্রের ভিতরে।

'উল্টো কাজ মানে?'

পকেট থেকে পাইপ বের করল জন। ঠেসে তামাক ভরল সেটাতে। তারপর ম্যাচবাক্স বের করে পাইপটা ধরাল। নাকমুখ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'তুমি বলছ, আগে থেকে যদি কেউ দড়ি বেঁধে রাখে তা হলে উঠে আসা সম্ভব। তা হলে আমি যদি দড়ি বেঁধে নেমে যেতে চাই, নিশ্চয়ই পারবো?'

'যদি কিথ বা হিউজ পাহারায় না থাকত, তা হলে হয়তো পারতে। কিছুক্ষণের মধ্যে চাঁদ উঠবে। তখন দেয়াল বেয়ে নামতে গেলে সহজ টার্গেটে পরিণত হবে তুমি।'

'হয়তো,' পুরোপুরি মেনে নিতে পারল না জন। 'তোমার সাহায্যের দরকার হবে আমার...'

'এতক্ষণে তা হলে মনে পড়েছে আমার কথা? আগে তো দূর দূর করে তাড়িয়ে দিতে চাইছিলে!'

'আমি আসলে...চাইনি...যে...' কথা খুঁজে না পেয়ে থেমে গেল জন।

'থাক, আর মিথ্যে বলতে হবে না। মেয়েদেরকে এতখানি দুর্বল মনে করাটা ঠিক নয়। বলো, কী করতে হবে আমাকে?'

'ব্যস্ত রাখতে হবে কিথ বা হিউজকে।'

'ব্যস্ত রাখতে হবে! কীভাবে?'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না জন। উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল মৃত ঘোড়াটার দিকে। স্যাডল খুলে নিল সেটার। সব মালপত্র নামাল প্যাক হর্সটার পিঠ থেকে। তারপর জড়ো করল কিছু কাঠ। মালপত্র ঢেকে রাখবার কাজে ব্যবহৃত ক্যানভাসটা দিয়ে পেঁচাল কাঠগুলো। তারপর দড়ি দিয়ে বাঁধল। এগিয়ে গেল প্যাক হর্সটার দিকে। স্যাডল পরাল ওটার পিঠে। ক্যানভাস দিয়ে পেঁচানো কাঠের টুকরোগুলো খুব কায়দা করে বসাল স্যাডলের উপর। দড়ি দিয়ে বাঁধল ভালোমতো, যেন জোরে ঝাঁকি লাগলেও পড়ে না যায়। সবশেষে নিজের টুপিটা খুলে পরিয়ে দিল ক্যানভাসের মূর্তিটাকে। নোরার দিকে ঘুরে বলল, 'গত কয়েক রাতে তেমন একটা উজ্জ্বল হয়নি চাঁদের আলো, আশা করি আজ রাতেও হবে না। ক্যানভাসের মূর্তিটাকে প্রথম দর্শনে মানুষ বলেই ভাববে ওরা। ধোঁকাটা ধরতে মিনিট দুয়েক লাগলেও আমার লাভ। এবার বুঝতে পারছ কী করতে হবে তোমাকে?'

'পারছি। বসে থাকবো আমার ঘোড়ায়; একহাতে ধরবো আমারটার লাগাম, অন্যহাতে তোমার ঘোড়াটার। যত জোরে সম্ভব ছোটাবো ঘোড়া দুটো। ওরা মনে করবে পাশাপাশি যাচ্ছি আমরা।'

'তোমার পোশাক দেখলে দূর থেকেই ওরা বুঝে যাবে, ক্যানভাসের মূর্তিটা কে,' যোগ করল জন। 'তবে ঘোড়া ছোটানোর আগে আমার সিগনালের জন্যে অপেক্ষা কোরো। আর ঘোড়া চালানোর সময় মাথা যতদূর সম্ভব নামিয়ে রেখো। একই সঙ্গে আরেকটা কঠিন কাজ করতে হবে তোমাকে,' কাজটা যে সত্যিই কঠিন, সেটা বুঝাবার জন্য বিরতি দিল জন। কিন্তু নোরা সামান্যতমও ঘাবড়ায়নি দেখে খুশি হয়ে বলল, 'কারবাইনটা রাখতে হবে হাতে। ওরা গুলি চালাবে, উত্তর দিতে হবে তোমাকেও। তবে নিশ্চিত টার্গেট না পেলে গুলি করতে যেয়ো না। অনর্থক খরচ হবে বুলেট, পরে প্রয়োজনের সময় হয়তো খালি থাকবে চেম্বার।'

'তোমার সিগনালটা কী হবে?' জানতে চাইল নোরা।

এক মুহূর্ত ভাবল জন। 'প্যাঁচার ডাক। আমি প্যাঁচার ডাক হুবহু নকল করতে পারি,' বলেই নকল করে শোনাল জন। 'চলবে?'

'ইয়েস, ক্যাপ্টেন,' বলে খুব সুন্দর করে হাসল নোরা। মাথা সামান্য নুইয়ে বাউ করল জনকে।

নোরার হাসিটা দেখে স্থান-কাল-পাত্র ভুলে অভিভূত হয়ে গেল জন। বেথের চেহারাটা ভেসে উঠতে চাইল চোখের সামনে, বাধা দিল না সে। কিন্তু হতবাক হয়ে উপলব্ধি করল, বেথকে নয়, নোরাকেই দেখতে পাচ্ছে। এবং কিছুতেই চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছে না। *তবে কি...আমি...আমারই অজান্তে...নোরাকে...*

জোর করে চোখ বন্ধ করল সে, ভাবাবেগ তাড়াতে মাথা ঝাঁকাল। হোলস্টার থেকে তুলে নিল পিস্তল। বুলেটে পূর্ণ আছে

জেনেও অনর্থক খুলল সেটা, চেম্বার পরীক্ষা করল। তারপর দড়ির বান্ডিল দুটো খুলে জোড়া দিল। পেঁচাল ঠিকমতো, কাঁধে ঝুলাল। তুলে নিল রাইফেল আর বুলেটের বেল্ট। বেল্টটা কাঁধের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে পরল, রাইফেলটাও ঝুলিয়ে নিল। দড়ি বেয়ে নামতে গিয়ে হাত কেটে যেতে পারে ভেবে পকেট থেকে গ্লাভস্‌জোড়া বের করে পরল। সবশেষে এগিয়ে গেল লাভা পাথরের দেয়ালটার দিকে।

চলে যাওয়ার আগে ঘুরল নোরার দিকে। বলল, 'আমাকে দেয়ালের উপর উঠতে দেখামাত্রই ঘোড়ায় চড়বে। কান খাড়া করে রেখো, ওই প্রবেশপথের পাশ দিয়েই নামবো আমি, হয়তো খুব জোরে শুনতে পাবে না ডাকটা,' মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে।

কেউ যেন একটুকরো চাঁদকে ছুঁড়ে মেরেছে খুনে পাহাড়ের পিছনে, আকাশ লুফে নিয়েছে সেটা, ধরে রেখেছে কোনরকমে। চাঁদটাকে পাহারা দিচ্ছে ছেঁড়া মেঘ, কালোর মধ্যে রূপালী আভায় ছেয়ে আছে পশ্চিমাকাশের ওই প্রান্ত। *উপযুক্ত সময়,* ভাবল জন; তারপর আর দেরি না করে লাভা পাথরের দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল।

শুরুতে দ্রুত এবং প্রায় বিনা আয়াসে কিছু দূর উঠে এল জন। নোরার জ্বালানো আগুনের আলোয় পথ চিনে নিতে কষ্ট হচ্ছে না। এখানে-সেখানে বেঁকে বের হয়ে আছে লাভা পাথর, সেগুলো আঁকড়ে ধরে এগিয়ে চলল। বিশ ফিটের মতো উপরে উঠবার পর কমে গেল আলো, সেই সঙ্গে কমল জনের গতি। ক্রমেই চোখা হয়ে উঠছে পাথর, ধরবার আগে বুঝেশুনে হাত বাড়াল সে। খুব সাবধানে ক্রল করছে, যে-কোনও পাথরের উপর দাঁড়াবার আগে সেটা ভার সইতে পারবে কি না দেখে নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত দেয়ালটার মাথায় চড়তে পারল। পেশীতে খিঁচুনি দেখা দেওয়ায় ওর পুরো শরীর কাঁপছে। চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে হাঁপাতে

লাগল সে, সামান্য উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল নোরাকে। মেয়েটা হাত নাড়ছে দেখে সে-ও হাত নাড়ল কয়েকবার।

জন পৌঁছে গেছে দেখে অনেকক্ষণ ধরেই হাত নাড়ছিল মেয়েটা, কিন্তু অপরপক্ষ সাড়া না দেওয়ায় প্রথমে আশ্চর্যান্বিত পরে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কালো আকাশের পটভূমিতে জনকে হাত নাড়তে দেখে দেরি না করে উঠে বসল স্যাডলে।

চারদিকে তাকাল জন। একটা চোখা পাথরকে বেছে নিল, কাঁধ থেকে খসিয়ে দড়িটার একপ্রান্ত কষে বাঁধল সেখানে। দু'বার জোরে টান দিল, পাথরটা নড়ল না দেখে সন্তুষ্ট হলো। ক্রল করে দেয়ালটার বাইরের প্রান্তে গিয়ে থামল, উঁকি দিয়ে বাইরে দেখল।

অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে বেলেমাটি, পাথরের ছোট-বড় টুকরো। কিথ, হিউজ বা ব্রাউনকে দেখবার আশায় গলা আরও কিছুটা সামনে বাড়াল সে। কিন্তু লাভ হলো না। পাত্তা নেই তিনজনের একজনেরও। দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল সে, ফিট পাঁচেক নামবার পরই কানে এল কারও কথা বলবার আওয়াজ। ক্যানিয়নটাতে প্রবেশের পথে হয়তো বড় কোনও পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে আছে ওরা, ভাবল জন।

খুব সাবধানে একটু একটু করে দড়ি ছাড়তে লাগল সে, একবারে ছাড়তে সাহস হচ্ছে না। চাঁদ অনেকখানি উঠে এসেছে, ঘোলাটে আলো দিচ্ছে পিঠের উপর। ভালোমতো লক্ষ করলে যে-কেউ বুঝতে পারবে একজন মানুষ দড়ি ধরে ঝুলছে পাহাড়ের ঢালে।

আরও পনেরো ফিটের মতো নামবার পর ঘটল দুর্ঘটনা। ঠিকমতো খেয়াল না করবার কারণে একটা আলগা পাথরে পা দিয়ে ফেলল সে। পাথরটা বিচ্যুত হলো লাভা পাথরের দেয়াল থেকে, সশব্দে গড়িয়ে পড়ল নীচে।

হিউজের সতর্ক কণ্ঠ শোনা গেল তৎক্ষণাৎ, 'কী হলো?'

জমে গেল জন।

হিউজের প্রশ্ন শেষ হওয়ামাত্রই একটা ছটফটে ঘোড়া হাজির হলো নীচের বেলেমাটিতে। সেটার আরোহী কে, না দেখেও অনুমান করা কঠিন নয়। প্রমাদ গুণল জন। হোলস্টার থেকে সিক্স শ্যূটারটা বের করল। কিন্তু তার আগেই উপরে তাকিয়েছে কিথ, দেখতে পেয়েছে জনকে।

নিশানা না করেই গুলি করল জন। বুলেটটা বিঁধল সোরেল পনির পায়ের কাছে, আরও ছটফট করতে আরম্ভ করল সেটা। সঙ্গে সঙ্গে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিথ, 'জন! জন! পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে।'

শরীরের সব শক্তি গলায় এনে প্যাঁচার ডাক দিল জন।

জনের দিকে নিজের পিস্তল তাক করল কিথ। কিন্তু গত রাতের ক্ষতের কারণে হাত উঁচু করে রাখতে পারল না। চেঁচিয়ে ডাকল, 'হিউজ, সারা জীবনেও টার্গেট প্র্যাকটিসের এমন সুযোগ আর পাবে না তুমি। জলদি এসো। বোকাটা কী করেছে দেখো।'

একমুহূর্তও দেরি না করে জবাব দিল হিউজ, 'কিথ, পালাচ্ছে ওরা,' ঝুলন্ত জনের দিকে তাকাল সে। তারপর তাকাল ছুটন্ত নোরা আর পাশের অস্পষ্ট মূর্তিটার দিকে। 'কী ব্যাপার? ওখানে...দু'জন...বুঝেছি। ধোঁকা দিচ্ছে নোরা। কী করবো?'

এবার বুদ্ধি যোগাতে দেরি করল না কিথ। 'আমি যাচ্ছি নোরার পেছনে। তুমি ব্রাউনকে নিয়ে গুলি করতে আরম্ভ করো। মেরে ফেলো জনকে।'

আদেশটা স্পষ্ট শুনতে পেল জন। সব পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল দেখে হতাশায় ছেয়ে গেল ওর মন। ঝুলে না থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামতে আরম্ভ করল। হাত-পা কাটার ভয় করল না।

কিন্তু হিউজ সুযোগ দিতে রাজি নয়। রাইফেল তুলেই গুলি করল সে। জনের বাম বুটের গোড়ালি উড়ে গেল। জবাব দেওয়ার জন্য বাম হাত দিয়ে দড়ি ধরে রেখে ডান হাতে নিশানা করতে

চাইল জন। কিন্তু পুরো শরীরের ভার সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে পড়তে চাইল ওর বাম হাত। সিক্স শ্যুটারটা হোলস্টারে ভরতে বাধ্য হলো সে। দু'হাতে আঁকড়ে ধরল দড়িটা।

হিউজ বা ব্রাউন কেউই টানেলটার মুখে নয়, বরং অনেক বাইরে, বেলেমাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং গুলি করতে হলে নোরাকে অনেকখানি পথ অতিক্রম করতে হবে, তারপর কারবাইনের রেঞ্জের মধ্যে পাবে ওদের দু'জনকে। মেয়েটার কাছ থেকে সাহায্যের আশা ছেড়ে দিল জন। অসহায়ের মতো ঝুলে রইল কিছুক্ষণ, তারপর দু'পা দিয়ে লাথি দিল পাহাড়ের দেয়ালে। ধাক্কা খেয়ে দূরে সরে গেল সে, আর ঠিক তখনই দুটো বুলেট পাহাড়ের গা থেকে কিছু আলগা পাথর খসাল। আবার দেয়ালটার কাছে এগিয়ে গেল জন; লাথি মারল আবারও। এভাবে দোল খেয়ে নামতে আরম্ভ করল নীচে। হিউজ বা ব্রাউনকে টার্গেট প্র্যাকটিসের সুযোগ দিতে চায় না।

তবে এত কাছ থেকেও বার বার মিস করছে দেখে ওর সন্দেহ হলো, হয়তো ওকে খেলিয়ে মারতে চায় হিউজ। বাচ্চা ছেলে যেমন পোকা ধরবার পর সেটাকে উল্টে দেয়, কষ্ট দিয়ে মেরে মজা পায়–হিউজও তেমনি খেলছে, রয়ে-সয়ে মারবার মতলব করেছে। প্রথমে শরীরে নয়, জনের দু'পা লক্ষ্য করে গুলি করছে লোকটা; ধীরে ধীরে উপরের দিকে নিশানা করবে।

আরও খানিকটা নামল জন, আরও কয়েকবার গুলি করল হিউজ আর ব্রাউন। ব্রাউনের ডিনামাইট আনতে যাওয়ার ব্যাপারটা একটা ধাপ্পাবাজি ছিল, বুঝল জন। কিথ ওকে শুনিয়ে বলেছিল কথাটা; আসলে যথাস্থানেই ছিল ব্রাউন, যায়নি কোথাও। ঘোড়ার চিৎকার শুনতে পেয়ে টানেলের প্রবেশপথের দিকে তাকাল জন।

উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে নোরার ঘোড়াটা। প্যাক হর্সটাকেও সঙ্গে নিয়ে চলেছে। ক্যানভাসের ডামিটা এখনও বসে আছে জায়গামতো, ঝাঁকি লেগে পড়ে যায়নি। আড়াল থেকে চেঁচাল

কিথ, 'নোরা, থামো! তোমাকে শেষবারের মতো সুযোগ দিচ্ছি আমি।'

কিন্তু শেষ সুযোগটা নিতে রাজি নয়–বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ঘোড়ার গতি আরও বাড়াল নোরা। ঘোড়ার ঘাড়ের সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে মাথা–অনেকটা ইন্ডিয়ানদের ভঙ্গিতে। তুমুল গতিতে এগিয়ে আসছে, সোজা হিউজ আর ব্রাউনের দিকে। গুলির শব্দ শুনেই বুঝে গেছে ধরা পড়ে গেছে জন, তাই পথ পাল্টেছে; ঝুলন্ত জনকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করতে চায়।

কিথের চিৎকার শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য টার্গেট প্র্যাকটিসে বিরতি দিল হিউজ আর ব্রাউন। দু'জনই ঘাড় ঘুরাল নোরার দিকে। অমূল্য সময়টুকু নষ্ট করল না জন, জোড়া পায়ের লাথি মারল দেয়ালে। ছিটকে দূরে সরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢিল দিল দড়িতে। এক মুহূর্তে নেমে এল অনেকখানি। আরও কিছুটা নামবার আগে দু'হাতে শক্ত করে টেনে ধরল দড়িটা। প্রচণ্ড টান পড়ল, ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা করল জন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকে গেল দড়িটা, ছিঁড়ল না। একই কায়দায় আরও কিছুদূর নামল জন। বিশ ফিটের মতো বাকি থাকতে পদ্ধতিটা তৃতীয়বার অবলম্বন করতে গেল, কিন্তু পারল না, দড়ি ছিঁড়ে পড়ল নীচে। মাটিতে পড়ামাত্রই চার-পাঁচবার গড়ান খেল সে।

'থামো, নোরা!' আবার চেঁচাল কিথ, জনের দিকে খেয়াল নেই। কিন্তু আদেশ শুনেও নোরা থামল না দেখে পিস্তল তুলে গুলি করল সে। পিছন দিকে একবার ঝাঁকি খেল ক্যানভাসের ডামি।

জনকে হিউজের হাতে ছেড়ে দিয়ে নোরাকে থামাতে এগিয়ে গেল ব্রাউন। ঘোড়ার পেটে খোঁচা দিল সে, উইনচেস্টার তাক করে নোরার পথ রোধ করে দাঁড়াল। ভেবেছিল, ঘাবড়ে যাবে মেয়েটা; কিন্তু যা সে কল্পনাও করেনি, তা-ই ঘটল। ঝট করে মাথা সোজা করল নোরা, হাতের কারবাইনটা সোজা তাক করল

ব্রাউনের দিকে। এবং এক মুহূর্তও দেরি না করে টেনে দিল ট্রিগার। ব্রাউনের উইনচেস্টার খসে পড়ল, দু'পা আকাশের দিকে তুলে স্যাডল থেকে পড়ে গেল লোকটা। নোরার ঘোড়ার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে ওর ঘোড়াটা সরে গেল খানিকটা দূরে। যাওয়ার আগে চাপা দিয়ে গেল ব্রাউনকে। নড়ল না আর—লাশ হয়ে গেছে।

দাঁতে দাঁত চেপে নোরাকে একটা গাল দিল হিউজ, তারপর জনের কথা ভুলে গিয়ে খোঁচা দিল নিজের ডানের পেটে। এগোল নোরার দিকে। কিন্তু ওকে এগোতে দেখে আড়াল থেকে আবার চেঁচাল কিথ, 'গাধা! নোরার কথা ভুলে যাও, ওকে আমিই সামলাবো। জনকে শেষ করো।'

ঘুরল হিউজ। বিশ ফিট দূরে জনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে প্রথমে বিস্ময়, পরে রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হলো। রাইফেল তুলেই গুলি করল। কিন্তু খট্ করে একটা আওয়াজ হলো শুধু, গুলি বের হলো না। চেম্বারে আর বুলেট নেই, শেষ হয়ে গেছে আগেই এবং ব্যাপারটা খেয়াল করেনি সে।

'তা হলে আবার দেখা হলো আমাদের, নাকি?' হিউজের ভঙ্গি নকল করে জিজ্ঞেস করল জন। দু'পা সামান্য ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে।

শরীরের সব শক্তি দিয়ে রাইফেলটা জনের দিকে ছুঁড়ে মারল হিউজ। সঙ্গে সঙ্গে থাবা দিল হোলস্টারে।

রাইফেলটা আসতে দেখে বাম দিকে কাত হলো জন। ওর মাথার ফুটখানেক উপর দিয়ে চলে গেল অস্ত্রটা। হোলস্টারে থাবা দিল সে-ও।

একই সঙ্গে আগুন ঝরাল হিউজ আর জনের সিক্স শ্যুটার।

পর পর চারবার ঝাঁকি খেল হিউজ। দুটো গুলি ওর পেটে লেগেছে, একটা ফুটো করেছে ফুসফুস, আরেকটা চলে গেছে কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে। মাথাটা পিছনের দিকে দিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। পড়বার আগেই মারা গেছে।

দু'বার নড়ে উঠল জন। বাম দিকে হেলে পড়াতে বেঁচে গেছে; ওর ডান পাঁজর ঘেঁষে বেরিয়ে গেছে একটা বুলেট, আরেকটা ঢুকেছে ডান কাঁধের সামান্য নীচে। সে-ও পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু নোরার কথা মনে পড়াতে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

গুলি করল কেউ, ওর ডান বাহুতে লাগল সেটা। ধাক্কাটা সামলাতে না পেরে আবারও মাটিতে পড়ে গেল জন। শুয়ে শুয়েই পুরুষ কণ্ঠের একটা চিৎকার শুনতে পেল। তারপর ছুটন্ত ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ। আড়াল থেকে হিউজকে মরতে দেখে অর্ধোন্মাদ হয়ে গেছে কিথ বার্ন, সোরেল পনি নিয়ে ছুটে আসছে।

গুলির শব্দ হলো আবারও। মাথা তুলল জন। এবার গুলি করেছে নোরা, কিথকে উদ্দেশ্য করে। লাগল না গুলিটা। জবাব দিল কিথ, দু'বার। একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে সজোরে রাশ টানল মেয়েটা, দুটো গুলিই গিয়ে লাগল পাথরে। 'বিইইং' শব্দ তুলে ছিটকে গিয়ে লাগল ঘোড়ার গায়ে। হুড়মুড় করে পড়ে গেল ঘোড়াটা। লাগাম ধরে থাকলে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাবে বুঝে ক্যানভাসের ডামিঅলা ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিল নোরা। স্যাডল ছেড়ে কোনরকমে নামল, ক্রল করে আরও কাছে এগিয়ে এল, আশ্রয় নিল আরেকটা পাথরের আড়ালে। ওকে উদ্দেশ্য করে আরও দু'বার গুলি করল কিথ। পিস্তলটা রিলোড করল তারপর, এগোল জনের দিকে।

অসহায়ের মতো পড়ে রইল জন। উঠতে পারছে না সে, সারা শরীর কাঁপছে থর থর করে। ডান হাত বাড়িয়ে মাটিতে পড়ে থাকা সিক্স শ্যুটারটা ধরবার চেষ্টা করল, পারল না। অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে আর গুলি খেয়ে প্রায় অবশ হয়ে গেছে হাতটা।

কাছে এসে রাশ টানল কিথ বার্ন।

সতেরো

একবার কিথের পিস্তলের দিকে, আরেকবার নিজের খালি, রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকাল জন। পড়বার সময় হাত থেকে ছুটে গেছে সিক্স শ্যুটারটা। অবশ্য থাকলেও লাভ হতো না, গুলি নেই সেটাতে। হিউজকে গুলি করবার সময় ফুরিয়ে গেছে। ঘাড় ঘুরাল জন, দশ ফিট দূরে পড়ে থাকা রাইফেলটা দেখল অসহায় দৃষ্টিতে।

বাম কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে সামনে ঝুঁকল সে। তারপর হাঁটুতে ভর দিয়ে কুঁজো হলো। এখনও কাঁপছে, সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছে মুখ হাঁ করে। ওর দুরবস্থা দেখে খুশি হলো কিথ। ঠোঁটের কোণে দেখা দিল একচিলতে হাসি। জনের দিকে পিস্তল তাক করে রেখে দূরের পাথরগুলোকে অস্থির চোখে পর্যবেক্ষণ করল, নোরার ছায়াও দেখতে না পেয়ে হাসিটা আরও চওড়া হলো।

'দেখার পর থেকেই কেন যেন মনে হয়েছিল, তোমাকে ভাঙা যাবে কিন্তু মচকানো যাবে না। বার বার হিউজকে বলেছিলাম, প্রথম সুযোগেই তোমাকে শেষ করে দিতে; কিন্তু লোকটা এত বোকা যে, আমার কথার গুরুত্ব বুঝল না। ইঁদুর-বিড়াল খেলাটা সব সময় সবার জন্যে ভালো হয় না,' দূরের পাথরগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল কিথ, তারপর একটা মেকি দীর্ঘশ্বাস ফেলল হিউজের জন্যে। 'ঈশ্বর কাউকে অবুঝ বানালে আমি কী করব?

তোমার কথাটাই ভেবে দেখো। এত করে নিষেধ করলাম, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না। শুনলে না। যা-ই হোক, আমার হাতে মরণ লেখা থাকলে তুমি ঠেকাবে কী করে?'

আবারও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল জন, আগের চেয়েও বেশি কাঁপতে কাঁপতে। এবার আর মুচকি হাসি নয়, অট্টহাসি হাসল কিথ। কম্পমান জনের কপাল বরাবর পিস্তল তাক করল সে, কিন্তু পাথরের আড়াল থেকে গুলির শব্দ শুনে চমকে গেল কিছুটা; মুহূর্তের জন্য তাকাল সেদিকে।

গুলি করেছে নোরা। সোরেল পনির ছটফটানি বন্ধ হয়ে গেল আচমকা, মাটিতে লুটিয়ে পড়ল জন্তুটা। সেই সঙ্গে পড়ল কিথও। পাথরের আড়ালে আবার বসে পড়ল মেয়েটা। ওর কারবাইনের গুলি ফুরিয়েছে, বাড়তি বুলেটও নেই সঙ্গে।

সুযোগ বুঝে আর দেরি করল না জন। মনের সমস্ত ইচ্ছেশক্তি খাটিয়ে দাঁড়াল সে, ঝাঁপিয়ে পড়ল ডানদিকে। কিথ গুলি করল আবার; এক সেকেন্ড আগে জন যেখানে ছিল, গুলিটা বিদ্ধ হলো সেখানে। একটা গড়ান খেল জন। এখনও ফিট খানেকের মতো দূরে আছে রাইফেলটা। দাঁতে দাঁত চেপে আবার গড়ান দিল সে, মাটি থেকে রাইফেলটা তুলে নিল। চলে যেতে চাইল নিরাপদ দূরত্বে, বাম পায়ে একটা বুলেট প্রবেশ করাতে পারল না, আছড়ে পড়ল আবার। পিছন থেকে গুলি করেছে কিথ।

'তোমার মতো পরিশ্রমী লোকদের আমি পছন্দ করি, জন,' দ্রুত হাতে পিস্তল রিলোড করতে করতে পিছন থেকে ঠাট্টা করল কিথ। 'কিন্তু তোমাকে পছন্দ করি না।'

দাঁতে দাঁত চেপে ব্যথাটা সহ্য করল জন। ওর চোখের সামনে সব কিছু আঁধার হয়ে আসছে, রক্তপাতের কারণে ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছে সে। মদ্যপের মতো অনুভব করল, চারপাশ দুলছে। রাইফেলটা স্বাভাবিকের তুলনায় দশগুণ ভারী মনে হচ্ছে। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ক্লান্তিতে বন্ধ

হয়ে এল দু'চোখের পাতা।

'খেল খতম, নোরা,' চেঁচাল কিথ। 'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। মারা গেছে জন। আত্মসমর্পণ করো, নইলে তোমাকেও মারবো আমি। দু'মিনিট সময় দিলাম। এরপর তোমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাবো।'

জবাব দিল না নোরা। বেরিয়েও এল না আড়াল ছেড়ে।

আবার চেঁচাল কিথ, 'এতকিছুর পরও তোমাকে বিয়ে করতে রাজি আছি। রানির হালে থাকবে তুমি, কথা দিলাম। কারবাইনটা ছুঁড়ে ফেলো বাইরে, তারপর মাথার উপর দু'হাত তুলে বেরিয়ে এসো। আগামী গ্রীষ্মে নয়, আগামীকালই তোমাকে বিয়ে করবো আমি।'

নোরা নিশ্চুপ। চারদিক কবরস্থানের মতো সুনসান।

'নোরা!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল কিথ। 'শেষবারের মতো বলছি বেরিয়ে এসো। নইলে জনকে গুলি করবো আমি। বুলেটের অভাব নেই আমার, গুলি করে ওর লাশটাকে টুকরো টুকরো করতে কোনও সমস্যাই হবে না। যদি তা না চাও...'

পাথরের আড়াল থেকে উড়ে এল কারবাইনটা। পড়ল কিথের থেকে বিশ ফিট দূরে। তারপর একজোড়া হাত দেখা গেল, আকাশের দিকে তুলে রেখেছে। দু'চোখে পানি নিয়ে বেরিয়ে এল নোরা, আত্মসমর্পণ করল।

'আবার কাঁদে কেন?' হা-হা করে হাসল কিথ। 'আগামীকাল না আমাদের বিয়ে?' হঠাৎ পাল্টে গেল ওর কণ্ঠ, ক্রোধে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। 'কুত্তী!' আরও কয়েকটা গাল দিল সে নোরাকে। 'তোমাকে বিয়ে করবো ভেবেছ? তোমাকেও খুন করবো নিজের হাতে। নো স্ট্রাইক দখল করে যা পাবো, তাতে তোমার মতো হাজারটা নোরাকে কিনতে পারবো...' রিলোড করা পিস্তলটা তুলল সে, তাক করল নোরার দিকে।

নোরাকে গাল দিতে শুনে খুব ধীরে চোখ খুলল জন। ঘাড়

ঘুরিয়ে তাকাল কিথের দিকে। দেখল, পিস্তল তুলছে লোকটা।

নোরার চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। বৃষ্টিভেজা জোছনার মতো অপূর্ব সুন্দর একটুকরো হাসি ঠাঁই নিল সেই চেহারায়: বসন্তের সুরেলা বাতাসের মতো ফিসফিস করে বলল চেহারাটা, 'ইয়েস, ক্যাপ্টেন।'

অপার্থিব কোনও শক্তি টেনে তুলল জনকে। ততক্ষণে পিস্তল তাক করে ফেলেছে কিথ। তাড়াহুড়ো করল জন। কাঁধ পর্যন্ত তুলল না রাইফেলটা, কোমরে ঠেকিয়ে ট্রিগার টানল। খট করে একটা আওয়াজ না হওয়া পর্যন্ত একের পর এক টান দিয়েই চলল। প্রত্যেকটা বুলেট কিথের বুকের বামপাশ দিয়ে ঢুকল, বের হলো ডানপাশ ছিদ্র করে। তৃতীয় ও চতুর্থ বুলেটের বেদনা অনুভব করবার আগেই মারা গেল লোকটা, কাটা গাছের মতো লুটিয়ে পড়ল বেলেমাটির উপর। পতনের আওয়াজটা তেমন জোরালো হলো না।

জ্ঞান ফিরবার পর জন অনুভব করল, ওর সারা শরীর ব্যথা করছে। মাথা বাদ দিয়ে শরীরের বাকি অংশের প্রায় পুরোটাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফেলেছে কেউ। খুনে পাহাড়ের চূড়ায় দেখা দিয়েছে ভোরের সূর্য। উদ্বিগ্ন মুখে, নির্ঘুম চোখে তাকিয়ে আছে নোরা।

ওকে চোখ মেলতে দেখে বলল মেয়েটা, 'সারারাত ঈশ্বরকে ডেকেছি। ঘোড়া আছে, কিন্তু তোমাকে যে কীভাবে নিয়ে যাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না...'

'আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও?' দুর্বল গলায় প্রশ্ন করল জন।

'কেন? পাহাড়ে? আমাদের লোকদের কাছে। তোমার পার্টনারের পাশাপাশি তোমারও চিকিৎসা হবে,' ঠাট্টা করল মেয়েটা।

'আমাকে নেবে কীভাবে? ঘোড়ায় চড়তে পারবো না আমি। ওয়্যাগনও নেই যে...'

উঠে দাঁড়াল নোরা। 'এখন যেভাবে শুয়ে আছো, ঠিক সেভাবেই শুয়ে থাকো। খবরদার নড়াচড়া করবে না। আমি রওনা হচ্ছি। আশা করি বিকেলের আগেই ফিরে আসবো। কিছু খাবার রান্না করে রেখেছি,' জনের ডানদিকে রাখা একটা পাত্রের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'কফিও আছে। খিদে লাগলে খেয়ে নিয়ো।'

জন খেয়াল করল, ইতিমধ্যেই শাসনের সুরে কথা বলতে আরম্ভ করেছে মেয়েটা। হাসল সে।

ওকে হাসতে দেখে অবাক হলো নোরা। 'কী ব্যাপার? হাসছ কেন?'

'এমনি। তাড়াতাড়ি যাও,' তাগাদা দিল সে। 'বেশি দেরি হলে আবার...'

দৌড়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ল নোরা। মুখ ঘুরিয়ে নিতে গিয়েও থামল, আবার তাকাল জনের দিকে। 'একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'পারো,' ঠোঁটের কোণায় হাসিটা ধরে রেখেছে জন।

'আমি না থাকলে তুমি নিশ্চিত মারা পড়তে, কথাটা মানো?'

'মানি,' সরাসরি স্বীকার করল জন।

'ওরা ছিল চারজন, আর তুমি একা। আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাইছিলাম। তারপরও তুমি আমাকে বার বার তাড়িয়ে দিতে চাইছিলে কেন?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জন। 'তুমি একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চেয়েছিলে। সেটার উত্তর পেয়ে গেছ।'

'দ্বিতীয়টার উত্তর না শুনে যাবো না,' ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল নোরা।

চোখ বন্ধ করল জন। মনে করবার চেষ্টা করল, নোরার সঙ্গে কোথায় প্রথমবার দেখা হলো। ওদের বাড়িতে। পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল হিউজ, কিন্তু সামান্য ভয় পায়নি মেয়েটা। আরও পরে সাপ্লাই নিয়ে রওনা হয়েছে—বাঁচবে না মরবে চিন্তা করেনি। জনের জন্য ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে কিথ—শুনে দেরি করেনি এক মুহূর্ত, ছুটে এসেছে। টানেল থেকে ঘোড়া নিয়ে ছুট লাগিয়েছে, ওকে গুলি করে ঘায়েল করা সম্ভব ছিল না কিথের পক্ষে; কিন্তু চলে যায়নি, জনকে বাঁচাতে ফিরে এসেছে আবার। শেষ পর্যন্ত লড়াই করেছে, জন মারা গেছে—ভুল কথাটা শুনেও আত্মসমর্পণ করেনি। ওর লাশের উপর কিথ গুলি চালাবে শুনে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আহত জনকে শুশ্রূষা করেছে, নির্ঘুম চোখে বসে থেকেছে পাশে, প্রার্থনা করেছে, খাবার রান্না করেছে। এখন আবারও ঝুঁকি নিয়ে যেতে চাইছে পাহাড়ে...

আর ভাবতে চাইল না সে। বলল, 'আমি চাইনি তোমার ক্ষতি হোক।'

সেই পাগল-করা হাসিটা আবার ফিরে এল নোরার ঠোঁটে। 'আমার ক্ষতি হোক—এটা কেন চাওনি, জানতে পারি?'

উত্তরটা দিতে চাইল জন, কিন্তু জিভ বিশ্বাসঘাতকতা করায় বলে ফেলল, 'আরেকদিন বলবো। আমার ভালো লাগছে না, তুমি রওনা হয়ে যাও। আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম।'

সকালের উত্তপ্ত বাতাসে কিছু ধুলো মিশিয়ে দিয়ে দৌড় দিল নোরার ঘোড়াটা।

পকেট থেকে পাইপ, তামাক আর ম্যাচবাক্স বের করল জন। আবার ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছা করছে ওর, কিন্তু চোখ দুটো কিছুতেই বন্ধ হতে চাইছে না। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে চাইছে নোরার গমনপথের দিকে।

জীবনে থিতু হতে চাইলে একজন পুরুষের একটা র‍্যানশ, একপাল মোটাতাজা গরু আর একজন বিশ্বস্ত পার্টনার ছাড়াও আরও একজনকে দরকার—পাইপে আগুন ধরানোর সময় ভাবল সে। নোরার মিষ্টি চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে।

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে । ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর
বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার ।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত । কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com